শ্রীশ্রীপ্রেমসম্পুটঃ

শ্রীশ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা সহিতশ্চ ।

শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ বিরচিতঃ ।

রাধাবক্ত্রচ্যুতমনুপমপ্রেমতত্ত্বং প্রভাতে
দেবীবেশীশ্রবণপদবীং কৃষ্ণচন্দ্রশ্চকার ।
আখ্যানং তন্মধুরমধুরং বিশ্বনাথ প্রণীতং
সেব্যং সদ্ভিঃ প্রণয়িভিরিদং প্রেমসম্পুটকাব্যম্ ॥

শ্রীহরিভক্ত দাস

সংগণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

Śrī Śrī prema-samputaḥ
by Visvanath Chakravarty Thakur
Commentary by Hari Bhakta Das
Published by Sri Giridharilal Goswami

Vrindavan
1992

শ্রীশ্রীপ্রেমসম্পুটঃ

শ্রীশ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা সহিতশ্চ।

মহামহোপাধ্যায়-

শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ বিরচিতঃ।

অন্বয়মুখীব্যাখ্যা সানুবাদশ্চ।

শ্রীহরিভক্তদাসেন সম্পাদিতঃ

শ্রীগিরিধারিলাল গোস্বামি প্রকাশিতঃ।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী

শ্রীগৌরাব্দ—৫০৬

সম্পাদকীয় নিবেদন।

কলিযুগপাবনাবতার করুণাবরুণালয় স্বানন্দরসসতৃষ্ণ প্রেম-পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে আড়াই-শত বৎসরের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগননে যে কয়েকজন উজ্জ্বল-জ্যোতিষ্মানের উদয় হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহাদের অন্যতম। চক্রবর্ত্তিপাদ একদিকে যেমন শ্রীমদ্ভাগবতের সাতিশয় রসময়ী টীকা দ্বারা প্রতি স্কন্ধে প্রতি অধ্যায়ে রসবন্যার পরি-বেশন করিয়াছেন, অপরদিকে শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি রস-গ্রন্থের মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে এবং স্বয়ংও শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, শ্রীপ্রেমসম্পুট শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা প্রভৃতি রস গ্রন্থের রচনায় অসাধারণ মণীষা ও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ গোস্বামিগণের পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর হার্দ্দবস্তু প্রচারে শ্রীল চক্রবর্ত্তি পাদের আসনই সর্ব্বোর্দ্ধে।

জীব অনাদিকাল হইতে ব্যাকুলভাবে যাহার অনুসন্ধান করিতেছে, যাহা প্রাপ্ত হইলে জীব চরম ও পরম কৃতার্থতা লাভ করে, শ্রীভগবানের যাহা নিগূঢ় সম্পদ, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যাহা পাত্রাপাত্র বিচার শূন্য হইয়া অযাচিত ভাবে বিতরণ করিয়াছেন শ্রীল চক্রবর্ত্তি এই "শ্রীশ্রীপ্রেমসম্পুট" গ্রন্থে সেই প্রেমের স্বরূপটি

অতি সরল ভাষাবিন্যাসে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। প্রেমের একমাত্র বিষয় রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই অনির্বচনীয় প্রেমেরস্বরূপটি অবগত হইবার জন্য কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে প্রেমের পরমাশ্রয় এবং তাহার চরমপরিণতি স্বরূপা অখণ্ড স বল্লভা বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি প্রেমসম্পুট উদ্‌ঘাটিত করিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে দেবাঙ্গনা বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার ভবন প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া নিজ বদনকমল আচ্ছাদন করতঃ সলজ্জভাবে লোচনদ্বয় অবনত করিয়া দণ্ডায়মান রইলেন৹ তাঁহার মৌনাবলম্বন দেখিয়া কোন রোগ নিশ্চয় করিয়া শ্রীরাধিকা তাঁহার রোগ নিরাকরণের নিমিত্ত প্রশ্ন করিলে কপট শ্রীকৃষ্ণ স্বমনোদুঃখের কারণ স্বরূপে শ্রীরাস লীলার রজনীতে অন্তর্ধান জনিত প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া শ্রী-কৃষ্ণের প্রতি বহুপ্রকার দোষোদগার করিলেন এবং শ্রীরাধিকার উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়াও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরম আসক্তিতে সন্দিহান হইয়াছেন, তখনই শ্রীরাধিকার শ্রীমুখকমল হইতে প্রেমের সম্পুট উদ্‌ঘাটিত হইল। সম্পুট শব্দে অলঙ্কার সংরক্ষণ আধার বিশেষ। তাহাতে বহুমূল্য রত্নাদি সযত্নে সংগোপনে সংরক্ষিত হয়, তজ্জন্য সহজে লোকের দৃষ্টি গোচর হয় না, তদ্রূপ শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীরাধাগোবিন্দের পরকীয়া ভাব সখ্যবাৎসল্যাদি ভাবের অগোচর অথচ যাহাতে কামুক কামুকীর মত সাধারণ ভাব পরিদৃষ্ট হয়, সেই সকল নিগূঢ় সিদ্ধান্ত রস

সমুদয় এই গ্রন্থ মঞ্জুষিকায় সংরক্ষিত হওয়ায় ইহা "প্রেমসম্পুট নামে অভিহিত। বস্তুতঃ শ্রীরাধাগোবিন্দের দেহগত পার্থক্য থাকিলেও স্বরূপগত কোন পার্থক্য নাই, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে আনন্দ এবং শ্রীরাধাও হ্লাদিনীর সার, শক্তি ও শক্তিমানের যে অভেদ ইহা বৈদান্তিক সত্য, স্বরূপ ও শক্তির দিকে দৃষ্টি রাখিলে উভয়ের অভেদ হইলেও কিন্তু পরস্পর আস্বাদনগত লীলাবিচারে উভয়ের প্রভেদ লক্ষিত হয়। পরিশেষে নিবেদন এই যে বৈষ্ণববৃন্দের কৃপানুরোধে শ্রীল চক্রবর্ত্তি মহোদয়ের রচিত শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকাও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থের সংরক্ষক প্রপূজ্যচরণ শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের অনুবাদটি আক্ষরিক অনুবাদ হওয়ায় তাঁহার মূলানু-বাদের অনুসরণ করা হইয়াছে। শ্রীরাধাকুণ্ড নিবাসী পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত আনন্দদাস বেদান্ততীর্থ আমাকে এই বিষয়ে বহু প্রকারে উৎসাহিত করিয়াছে তজ্জন্য কৃতজ্ঞ ইত্যলম্।

শ্রীশ্রীপ্রেমসম্পুটঃ

১ প্রাতঃ কদাচিদুররীকৃত চারুরামা-
বেশো হরিঃ প্রিয়তমাভবনপ্রঘানে।
গত্বারুণাংশুকতটেন পিধায় বক্তং
নীচীন লোচনযুগঃ সহসাবতস্থে॥

কস্মিংশ্চিদেকসরসীব চকাসদেক নালোত্থমজ্জ যুগলং খলু নীল পীতম্। শ্রীরাধিকাগিরিধরং প্রণয়েন নত্বা শ্রীপ্রেমসম্পুট-মিমং বিশদীকরোমি॥ প্রাতরিতি-কদাচিৎ প্রাতঃ প্রাতঃকালে হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ উররীকৃত চারুরামাবেশঃ স্বীকৃত মনোহর রমণী-বেশঃ যেন তাদৃশঃ সন্ প্রিয়তমা ভবন প্রঘানে শ্রীমতী রাধিকায়া গৃহালিন্দে গত্বা অরুণাংশুকতটেন আরক্তিম বর্ণস্য বসনস্যাঞ্চলেন বক্তং স্বমুখং পিধায় আচ্ছাদ্য নীচীনলোচনযুগঃ অবনত নয়ন-যুগলঃ সন্ সহসা অবতস্থে তস্থৌ॥ ১॥

প্রীতির একটি অসাধারণ স্বভাব এই যে—প্রণয়িণীর মুখে নায়ক প্রীতির অপকর্ষ এবং নায়িকা প্রীতির উৎকর্ষ শ্রবণ করি-বার লালসা নায়ক হৃদয়ে স্বতঃই জাগরিত হয়, রসাস্বাদ লম্পট শ্রীকৃষ্ণও সেই স্বভাব বশে কোন এক দিবসে প্রাতঃকালে একটি মনোহারিণী অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণীর বেশ ধারণ করিয়া শ্রীমতী

২। আরাদ্বিলোক্য তমথো বৃষভানুপুত্রী
প্রোবাচ হন্ত ললিতে! সখি! পশ্য কেয়ম্।
স্বস্যাংশুভি র্হরিমণীময়তাং নিনায়
মৎসদ্ম পদ্মবদনাদ্ভুত-ভূষণাঢ্যা॥

আরাদিতি—অথ অনন্তরং বৃষভানুপুত্রী আরাৎ দূরাৎ তং শ্রীহরিং বিলোক্য দৃষ্ট্বা প্রোবাচ, হন্ত! (সম্বোধনে) সখি ললিতে! পদ্মবদনাদ্ভুতভূষণাঢ্যা বিচিত্রালঙ্কারাদিভি র্বিভূষিতা যা স্বস্যাংশুভিঃ স্বীয়াঙ্গকান্তিভিঃ মৎসদ্ম মমভবনং হরিমণীময়তামিন্দ্রনীল-

---

বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার গৃহের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন এবং নিজ অরুণবর্ণ বসনাঞ্চল দ্বারা নিজ বদনকমল আচ্ছাদন করতঃ সলজ্জভাবে নয়নযুগল অবনত পূর্ব্বক সহসা তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীরাস রজনীতে কালিন্দীতটস্থ গোপীসভায় "ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাম্।" এই শ্লোকে এই রীতির মূলধ্বনি উঠিয়াছিল, এই শ্রীপ্রেমসম্পুট গ্রন্থ সেই ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি বিশেষ। নিঃসঙ্কোচভাবে প্রণয়মানোত্থ গর্ব্বময় ভাষা শ্রবণের লালসাতেই শ্রীকৃষ্ণের এস্থলে রমণীবেশ অঙ্গীকারের অভিপ্রায়॥ ১॥

অনন্তর রমণীবেশধারি শ্রীকৃষ্ণকে দূর হইতে দর্শন করিয়া বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা স্বীয় প্রিয়সখী শ্রীললিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—অয়ি সখি ললিতে! দেখ দেখ এই

৩। শ্রুত্বা সখীগিরমথো ললিতা বিশাখে
তং প্রোচতুর্দ্রুতমবাপ্য তদাভিমুখ্যম্।
কা ত্বং কৃশোদরি! কুতঃ কিমু বাথ কৃত্যং
ব্রূহীত্যসৌ প্রতিবচস্তু দদৌ ন কিঞ্চিৎ॥

মণিময়ত্বং শ্যামাভমিত্যর্থঃ নিনায় প্রাপয়ামাস সা ইয়ং কা পশ্য॥ ২॥

শ্রুত্বেতি—অথো অনন্তরং ললিতা বিশাখে সখীগিরং সখ্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ বচনং শ্রুত্বা দ্রুতং তদাভিমুখ্যং তস্য শ্রীহরেঃ সাম্মুখ্যমবাপ্য লব্ধ্বা তং শ্রীহরিং প্রোচতুঃ উক্তবত্যৌ হে কৃশোদরি! অয়ি ক্ষীণমধ্যে তস্যাঃ পরমসৌন্দর্য্যজ্ঞাপনার্থং সম্বোধনমিদং ত্বং কা কুতঃ কস্মাদ্দেশাৎ ত্বমাগতা? অথ কিমু বা কৃত্যং কার্য্যমস্তি

রমণী কে? ইহার মুখকমলের কান্তি পদ্মের শোভাকেও তিরস্কার করিতেছে এবং বিচিত্রালঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত। স্বীয় শ্যামাঙ্গকান্তির ছটায় আমার গৃহ প্রাঙ্গণ উদ্ভাষিত করিতেছেন, মনে হয় যেন সমগ্র ভবন ইন্দ্রনীলমণি মণ্ডিত হইয়া গিয়াছে॥২॥

তদনন্তর শ্রীললিতা ও বিশাখা নিজ সখী শ্রীরাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি শীঘ্র নারী বেশধারি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে গমন করতঃ বলিলেন—অয়ি কৃশোদরি! তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? এই স্থানে আগমনেরই বা তোমার প্রয়োজন কি? আমাদের এই সমস্ত কথার উত্তর দিয়া তুমি আমা-

৪। শ্রীরাধিকাপ্যথ বিতর্ক পুরঃসরং তং
পপ্রচ্ছ কৌতুকবশাদুপগম্য সম্যক্ ।
কা ত্বং স্বরূপমহসৈব মনোহরন্তী
দেবাঙ্গনাসি কিমহো সুষমেব মূর্ত্তা ॥

যতস্ত্বমত্রাগতাসি ইতি ব্রূহি। অসৌ শ্রীহরিঃ তু কিঞ্চিৎ প্রতিবচঃ প্রত্যুত্তরং ন দদৌ ॥ ৩ ॥

শ্রীরাধিকেতি—অথ শ্রীরাধিকা অপি কৌতুকবশাৎ কৌতুহলাক্রান্তা সতী সম্যক্ উপগম্য সমীপমাগত্য বিতর্ক পুরঃসরং বিবিধবিচারং কুর্ব্বতী তং দেবাঙ্গনাবেশধারিনং শ্রীকৃষ্ণং প্রপচ্ছ। স্বরূপমহসা নিজাঙ্গকান্ত্যা এব মনোহরন্তী ত্বং কা অসি ? ত্বং কিং দেবাঙ্গনা ? অহো মূর্ত্তা মূর্ত্তিমতী সুষমা শোভা ইব বিরাজসে ॥ ৪ ॥

দের কৌতুহল দূর কর। কিন্তু সমাগতা সেই রমণী তাঁহাদের বাক্যের কোনই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না ॥ ৩ ॥

সখীগণের বাক্যে রমণীকে নিরুত্তরা দেখিয়া শ্রীরাধিকাও কৌতুহলবশতঃ মনে মনে বিবিধ বিতর্ক করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন সুন্দরি! তুমি কে ? তোমার অঙ্গশোভা আমাদের চিত্তকে অপহরণ করিতেছে, তুমি কি কোন দেবকন্যা ? তোমাকে দেখিয়া মনে হয় জগতের অখিল শোভা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে উদয় হইয়াছে ॥ ৪ ॥

৫। তূষ্ণীং স্থিতং তদপি তং পুনরাহভাবি-
ন্যাত্মানমাশু কথয়াত্র যদি ত্বমাগাঃ।
জানীহি নস্তব সখীঃ পরমান্তরঙ্গাঃ
কিং শঙ্কসে নতমুখিঃ! ত্রপসেঽথ কিংবা॥

৬। নিশ্বস্য কঞ্চন বিষাদমিবাভিনীয়
বক্ত্রং বিবৃত্য তমখণ্ডিত মৌনমুদ্রম্।

তূষ্ণীমিতি—তদপি তথাপি তূষ্ণীং স্থিতং নিরুত্তরমিত্যর্থঃ তং শ্রীকৃষ্ণং পুনঃ আহ হে ভাবিনি! অয়ি ভাবনাশীলে! যদি ত্বমত্র আগাঃ আগতাসি তর্হি আশু শীঘ্রম্ আত্মানং কথয় কা ত্বমিতি পরিচয়ং দেহীত্যর্থঃ। নঃ অস্মান্ তব পরমান্তরঙ্গাঃ সখীঃ পরমমর্ম্মজ্ঞাঃ সখীঃ জানীহি। হে নতমুখি! অয়ি নম্রবদনে! কিং শঙ্কসে কথং শঙ্কিতা ভবসি? অথবা কিং ত্রপসে কথং লজ্জিতা ভবসি?॥ ৫॥

নিশ্বস্যেতি—দীর্ঘনিশ্বাসং পরিত্যজ্য কঞ্চন অনির্ব্বচনীয়ং

তথাপি সেই রমণী কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করায় শ্রী-রাধিকা পুনরায় বলিতে লাগিলেন, অয়ি ভাবিনি! যদি তুমি এখানে আগমন করিয়াছ, তবে সত্বর নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা অপনোদন কর। অয়ি লজ্জাশীলে! আমা-দের নিকট তোমার লজ্জার বা শঙ্কার কোনই কারণ নাই, আমাদিগকে তোমার অন্তরঙ্গা সখী বলিয়াই জানিও॥ ৫॥

সা প্রাহ হন্ত রুজমাবহসীতি সত্যং
জ্ঞাতং ন তামৃত ইহেদৃশতা তব স্যাৎ ॥
৭। তাং ব্রূহি কঞ্জমুখি ! বিশ্বসিহি প্রকামং
মষ্যেব তৎ প্রতিকৃতৌ চ যথা যতেয় ।

বিষাদমিব নতু যথার্থং বিষাদমভিনীয় তদিবাচরন্তং বক্ত্রং মুখং বিবৃত্য পরাবৃত্য অখণ্ডিত মৌনমুদ্রং পূর্ব্ববদেব তূষ্ণীং স্থিতং তং দেবাঙ্গনাবেশধারিনং শ্রীকৃষ্ণং সা শ্রীরাধিকা প্রাহ উক্তবতী হন্ত ! ত্বং রুজং রোগমাবহসি ব্যথসে ইতি সত্যং জ্ঞাতং ময়েতি শেষঃ। তাং রুজং ঋতে বিনা ইহ তব ঈদৃশতা ন স্যাদিতি ॥ ৬ ॥

তামিতি—হে কঞ্জমুখি ! পদ্মবদনে ! তাং রুজং ব্রূহি ময়ি এব প্রকামং যথেষ্টং বিশ্বসিহি তৎপ্রতিকৃতৌ তস্য রুজঃ

শ্রীরাধিকার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়াও রমণীবেশধারি শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ কোন অনির্ব্বচনীয় অভিনয় করিতে লাগিলেন এবং নিজ মুখকমল ফিরাইয়া নিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। শ্রীরাধিকা রমণীর এই অবস্থা দেখিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন সুন্দরি ! নিশ্চয়ই তোমার হৃদয়ে কোন বেদনা আছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে, তাহা না হইলে তোমার এরূপ ভাব হইত না ॥ ৬ ॥

হে পদ্মাননে ! তোমার সেই বেদনার কথা আমার নিকটে অকপটে প্রকাশ করিয়া বল। তুমি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস

উদ্‌গীর্ণ এব সুহৃদন্তিক এতি শান্তিং
যন্মানসব্রণবিপাকজ তীব্রদাহঃ ॥
৮। কান্তেন কিং ত্বমসি সম্প্রতি বিপ্রযুক্তা
তস্যৈব বা বিগুণতোদয়তঃ প্রতপ্তা।
কিং স্বাগসস্তদবিসহ্যতয়া বিভেসি
তৎ কিং নু কল্পিতমহো পিশুনৈর্ন সত্যম্ ॥

প্রতিবিধানে চ যথাসাধ্যং যতেয় যত্নং কুর্যাম্, যৎ যস্মাৎ মানসব্রণ বিপাকজতীব্রদাহঃ মানসঃ আন্তরঃ যঃ ব্রণঃ তস্য বিপাকাৎ জাতঃ যস্তীব্র অসহনীয়ঃ দাহঃ সঃ সুহৃদন্তিকে অন্তরঙ্গজন সমীপে উদ্‌গীর্ণঃ ব্যক্তঃ সন্ এব শান্তিমেতি শান্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

কান্তেনেতি—ত্বং কিং সম্প্রতি অধুনা কান্তেন প্রিয়েন বিপ্রযুক্তা বিরহিতা অসি ভবসি? বা অথবা তস্যৈব কান্তস্যৈব বিগুণতোদয়তঃ বৈগুণ্য দর্শনেন প্রতপ্তা সন্তপ্তাসি? কিম্বা স্বাগসঃ নিজকৃতাৎ কস্মাদপ্যপরাধাৎ তদবিসহ্যতয়া কান্তস্য

কর, তোমার দুঃখের প্রতিবিধানের নিমিত্ত আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিব না। বিশেষতঃ আন্তরিক বিষাদরূপ ব্রণের পরিপাক জন্য অসহনীয় যাতনা অন্তরঙ্গ সুহৃদের নিকট প্রকাশ করিলে সেই বেদনার উপশম হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

তুমি কি সম্প্রতি তোমার প্রিয়তম হইতে বিরহিতা হই-য়াছ? অথবা সেই প্রিয়জনের কোন দোষদর্শনে অত্যন্ত সন্তপ্তা হই-

৯। কিংবা বিবোঢ়রি মনঃ সঘৃণং তবাভূ-
ন্মন্দে রতং ক্বচন পুংসিবরে দুরাপে।
তত্তং কটূক্তি পটুনা যত মাদৃশীব
সন্তর্জ্জ্যসে গুরুজনেন ততোঽসি দূনা ॥

সহনাযোগ্যতয়া বিভেষি কান্তস্য প্রীতিভঙ্গশঙ্কয়া ভীতা ভবসি? অহো ন সত্যমসতাং তৎ আগঃ অপরাধঃ কিং নু পিশুনৈঃ খলজনৈঃ কল্পিতমুপাস্থাপিতম্ ॥ ৮ ॥

কিম্বেতি—বিবোঢ়রি যস্তবভর্ত্তা তস্মিন্ মন্দে দুর্ভগত্বাদনভিপ্রেতে সতি তব মনঃ সঘৃণং ঘৃণাযুক্তং সৎ ক্বচন কস্মিংশ্চিৎ দুরাপে দুর্ল্লভে বরে উত্তমে পুংসি পুরুষে রতমাসক্তমভূৎ? তৎ তস্মাৎ বত খেদে কটূক্তি পটুনা মন্দতিরস্কারনিপুনেন গুরুজনেন

য়াছ? অথবা কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছ, যাহার জন্য তোমার প্রতি তোমার প্রিয়তমের প্রীতিভঙ্গ হইবে এই আশঙ্কায় ভীতা হইতেছ? কিম্বা তুমি নিজে কোন অন্যায় কর নাই, অথচ খল ব্যক্তিগণ তোমার বিরুদ্ধে কান্তের নিকট মিথ্যা অভিযোগ করিয়া প্রীতি নষ্ট করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে, তজ্জন্যই কি তুমি ব্যথিতা হইতেছ? ॥ ৮ ॥

কিম্বা যিনি তোমাকে বিবাহ করিয়াছেন, তিনি মন্দ বা দুর্ভাগা বলিয়া তোমার অনভিপ্রেত, অতএব তুমি তাঁহার প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ করিতেছ? অথবা কোন এক পরম দুর্ল্লভ

১০। কচ্চিন্নু তন্বি ! খরবাক্‌শরবিদ্ধমর্ম্মা
সৌভাগ্যলেশমদিরান্ধধিয়ঃ সপত্ন্যাঃ।
সম্ভাব্যতে ত্বয়ি নচৈতদহো পরা কা
ত্বত্তো বহত্বতুল সৌভগচারুচর্চ্চাম্॥

মাদৃশীব যথাহং তিরস্কৃত্য ভবামি তথা সন্তর্জ্জ্যসে তর্জ্জিতা ভবসি ততঃ তস্মাদেব হেতোঃ দূনাসি ক্লিষ্টাসি॥ ৯॥

কচ্চিদিতি— নু ভোঃ তন্বি ! ক্ষীণাঙ্গিসুন্দরি ! ত্বং কচ্চিৎ সৌভাগ্যলেশমদিরান্ধধিয়ঃ সৌভাগ্যলেশ এব মদিরা মাদ্যং তয়া অন্ধা বিকৃতাধীর্বুদ্ধিঃ যস্যাস্তস্যাঃ সপত্ন্যাঃ খরবাক্‌শরবিদ্ধমর্ম্মা খরস্তীক্ষ্ণঃ বাগেবশরঃ তেন বিদ্ধং মর্ম্মং যস্যাঃ তাদৃশী ভবসি ত্বয়ি

শ্রেষ্ঠ পুরুষে তোমার চিত্ত আসক্ত হইয়াছে কি ? হায় হায় ! আমি যেমন মন্দতিরস্কারপটু গুরুজন কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা হইতেছি, সেই প্রকার তুমিও কি তোমার কটুবাদি গুরুজন কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা হইতেছ ? এবং সেই হেতু কি তুমি এই প্রকার শোকার্ত্ত হইতেছ ?॥ ৯॥

রমণীবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে তথাপি নীরব দেখিয়া শ্রীরাধিকা আরও নানা প্রকার আশঙ্কা করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"অয়ি সুন্দরি ! তোমার সপত্নী কি বিন্দুমাত্র সৌভাগ্যমদে মত্তা হইয়া গর্ব্বিতা হইয়াছে ? এবং সেইজন্য বুদ্ধি বিকৃত হওয়ায় তীক্ষ্ণ বাক্যবানে তোমার মর্ম্ম জর্জ্জরিত করি-

১১। ত্বং মোহিনী শ্রুতচরী কিমু মোহনার্থং
শম্ভোরিবেন্দুমুখি ! কস্য হঠাদুদেষি।
কিঞ্চেক্ষতে যদি হরিস্তদপাঙ্গবিদ্ধ-
স্ত্বাং কৌতুকং ভবতি তদ্ব্যতিমোহনাখ্যাম্ ॥

এতৎ ন চ সম্ভাব্যতে, অহো ত্বত্তঃ পরা অন্যা কা স্ত্রী অতুলসৌভ-
গচারুচর্চ্চামনুপমসৌভাগ্যলক্ষ্মীং বহতু প্রাপ্নোতু ? ॥ ১০ ॥

ত্বমিতি—হে ইন্দুমুখি ! অর্থাৎ চন্দ্রবন্মনোহরশোভাবিশিষ্ট-
মাননং যস্যাঃ ত্বং কিমু শ্রুতচরী পৌর্ণমাসীমুখাৎ শ্রুতা মোহিনী
শ্রীভগবদবতার বিশেষা শম্ভোঃ শ্রীমহাদেবস্য ইব কস্য মোহনার্থং
মোহনায় হঠাৎ উদেতি উদিতা ভবসি ? কিঞ্চ যদি হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ

য়াছে কি ? কিন্তু তোমাতে ইহা সম্ভবপর হয় না। কারণ জগতে
তোমা হইতে অধিক সৌভাগ্যশালিনী কোন রমণী আছে বলিয়া
মনে হয় না। অতএব তোমার কোন সপত্নী থাকিবার সম্ভাবনা
নাই। কারণ কোন্ স্বামী তোমার তুল্য সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্না স্ত্রীকে
পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করিবে ? ॥ ১০ ॥

"অয়ি চন্দ্রমুখি ! আমরা ভগবতী পৌর্ণমাসীদেবীর মুখে
শুনিয়াছি যে—মোহিনী নামে শ্রীভগবানের এক অবতার
ছিলেন। তিনি নিজ অসামান্য-রূপলাবণ্যে শ্রীমহাদেবকে পর্য্যন্ত
বিমোহিত করিয়াছিলেন। তুমি কি সেই মোহিনী ? তুমি
তোমার এই রূপরাশি লইয়া কাহাকে বিমোহিত করিবার জন্য

১২। শ্রুত্বোত্তরীয়-পরিযন্ত্রিত সর্ব্বগাত্রং
রোমাঞ্চিতং তমুপলভ্য জগাদ রাধা।
হা কিং সখি! ত্বমসি দৈহিকদুঃখদূনা
বক্ষোঽথ পৃষ্ঠমথবা ব্যথতে শিরস্তে॥

ত্বদপাঙ্গবিদ্ধঃ তবকটাক্ষেণ বিদ্ধঃ সন্ ত্বামীক্ষতে পশ্যতি তৎ তর্হি ব্যতিমোহনাখ্যং পরস্পরমোহনাখ্যং কৌতুকং চমৎকৃতির্ভবতি॥১১

শ্রুত্বেতি—শ্রীরাধায়াঃ বচনমাকর্ণ্য উত্তরীয় পরিযন্ত্রিত সর্ব্বগাত্রং উত্তরীয়বসনেন আচ্ছাদিতঃ সর্ব্বদেহো যস্য তং, তং

সহসা উদিত হইলে, তাহা আমাদের নিকট বল। সেই সময়ে তুমি শ্রীমহাদেবকে বিমোহিত করিয়াছিলে সত্য, কিন্তু তুমি নিজে মুগ্ধা হও নাই; কিন্তু সম্প্রতি তোমার কটাক্ষবাণে বিদ্ধ হইয়া শ্রীহরি যদি তোমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তুমি পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ তোমার ও আমাদের নাগরেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের, উভয়েরই রূপের তুলনা নাই। যদ্দর্শনে তোমরা আত্মগাম্ভীর্য্য-বন্ধন উল্লঙ্ঘন করিয়া পরস্পর পরস্পরের রূপে আকৃষ্ট হইবে। এই প্রকারে তোমাদিগের পরস্পরের মোহনে একটি অপূর্ব্ব কৌতুকরসের আবির্ভাব হইবে॥১১

এই প্রকারে উৎসুক চিত্তে শ্রীরাধিকার শ্রীমুখপদ্মক্ষরিত মধুর বাক্যসুধা পান করিতে করিতে, দেবাঙ্গনাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে একজাতীয় সম্ভোগরসের আস্বাদন হইতে লাগিল

১৩। বাৎসল্যতঃ পিতৃপদৈর্বহুমূল্যমেব
প্রস্থাপিতং যদখিলাময়-শাতনাখ্যম্।
তৈলং তদস্তি ভবনান্তরতো বিশাখে!
শীঘ্রং সমানয় তদাপয় সার্থকত্বম্॥

দেবাঙ্গনাবেশধারিণং শ্রীকৃষ্ণং রোমাঞ্চিতং পুলকবিশিষ্ট কলেবরং উপলভ্য জ্ঞাত্বা রাধা জগাদ উবাচ। হা সখি! ত্বং কিং দৈহিক-দুঃখদূনা দৈহিকদুঃখ পীড়য়া দুঃখিতা ভবসি? তে তব বক্ষঃ অথ পৃষ্ঠমথবা শিরঃ মস্তকং ব্যথতে পীড়াযুক্তং ভবতি কিম্?॥১২

বাৎসল্যত ইতি—হে বিশাখে! পিতৃপদৈঃ মমপূজনীয় পিতৃদেবৈঃ অখিলাময়শাতনাখ্যং সকলরোগনিবারকং যৎ বহুমূল্য-মেব তৈলং বাৎসল্যতঃ প্রস্থাপিতং মৎপ্রতি স্নেহবশাৎ প্রেরিতং

এবং এই আস্বাদনের অনুভাবস্বরূপ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে যে রোমাঞ্চ প্রকাশ পাইতেছিল, তাহা গোপন করিবার জন্য তিনি নিজ উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিতেছিলেন। শ্রীরাধিকা তাঁহাকে গাত্র আবরণ করিতে দেখিয়া দৈহিক ব্যাধির অনুমান করতঃ বলিতে লাগিলেন—"অয়ি সখি! তুমি কি তোমার দেহে কোন ব্যাধি অনুভব করিতেছ? তোমার বক্ষে পৃষ্ঠে অথবা মস্তকে কি ব্যথা হইয়াছে?"॥১২

শ্রীরাধিকা এইরূপে তাঁহার ব্যাধি অনুমান করতঃ সখী বিশাখাকে বলিলেন—"সখি বিশাখে! আমার পূজনীয় পিতৃদেব

১৪। তৈলেন তেন কিল মূর্ত্তিমতা মদীয়-
স্নেহেন সুভ্রুবমিমাং স্বয়মেব সাহম্।
অভ্যঞ্জয়াম্যখিলগাত্রমপাস্ততোদং
নৈপুণ্যতঃ সখি ! শিরো মৃদু মর্দ্দয়ামি ॥

তৎ তৈলং ভবনান্তরতঃ গৃহমধ্যে অস্তি বর্ত্ততে, তৎ শীঘ্রং সমানয় আনয়নং কুরু, সার্থকত্বমস্যাঃ স্বাস্থ্যবিধানেন তৈলস্য সার্থকতামাপয় প্রাপয় চ ॥ ১৩ ॥

তৈলেনেতি—সা প্রসিদ্ধা প্রীতিমতী অহং রাধিকা স্বয়মেব মূর্ত্তিমতা মূর্ত্তিবিশিষ্টেন মদীয়স্নেহেন মৎসম্বন্ধি বাৎসল্যেন এব তেন অখিলাময়শাতনাখ্যেন তৈলেন ইমাং সুভ্রুবং সুন্দরীমভ্যঞ্জয়ামি অভ্যক্তাং করোমি, অখিলগাত্রমস্যাঃ সর্ব্বাঙ্গং অপাস্ততোদম্

আমার প্রতি বাৎসল্যবশতঃ সকলব্যাধি-বিনাশক যে বহুমূল্য তৈল আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা গৃহমধ্যে রহিয়াছে, সত্বর আনয়ন করিয়া ইহার সর্ব্বগাত্রে তাহা মর্দ্দন কর। ইহাতে আমার তৈলেরও সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। কারণ প্রীতির স্বভাব এই যে—প্রিয়জনকর্তৃক নিজ বস্তু ব্যবহৃত হইলে, সেই বস্তু সার্থক হইল বলিয়া মনে হয়।" ॥ ১৩

"সখি বিশাখে! আমি এই নবাগতা সখীকে অতিশয় ভালবাসি। আমার প্রতি পিতার যে স্নেহ, তাহা যেন এই তৈলরূপে মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছে। অতএব এই সর্ব্ব-

১৫। নৈরুজ্যকারিবরসৌরভবস্তুবৃন্দ-
প্রক্ষেপচারুতরকোষ্ণপয়োভিরেণাম্।
সংস্নাপয়ামি বিগতারুষমাস্যপদ্ম-
মুল্লাসয়াম্যথ গিরাপি বিরাজয়ামি ॥

অপাস্তঃ দূরীভূতঃ তোদঃ ব্যথা তৎ নিরাময়মিত্যর্থঃ ভবতু। হে সখি! নৈপুণ্যতঃ পটুতাবিশেষেণ শিরঃ মৃদু যথাস্যাত্তথা মর্দ্দয়ামি মর্দ্দনং করোমি ॥ ১৪ ॥

নৈরুজ্যেতি—নৈরুজ্যকারিবর সৌরভ বস্তুবৃন্দ প্রক্ষেপ-চারুতরকোষ্ণ পয়োভিঃ নৈরুজ্যকারি রোগনিবারকং শ্রেষ্ঠ-সৌরভযুক্তং যৎবস্তুবৃন্দং তস্য প্রক্ষেপেণ চারুতরৈঃ পরমরমণীয়ৈঃ কোষ্ণৈঃ ঈষদুষ্ণৈঃ পয়োভিঃ জলৈঃ এনাং সুন্দরীং সংস্নাপয়ামি। তেন সংস্নাপনেনাস্যাঃ বিগতারুষং বিগতক্ষতমাস্যপদ্মং মুখকমল-মুল্লাসয়ামি উল্লসিতং করোমি· অথ গিরা বচনেনাপি বিরাজয়ামি বিরাজিতং করোমি ॥ ১৫

রোগহর তৈল দ্বারা আমি স্বয়ং স্বহস্তে এই সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দন করিয়া দিব। ইহাতে ইহার শরীরের সমস্ত ব্যথা দূরীভূত হইবে এবং অতিশয় নিপুণতার সহিত ইহার মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিব, তাহাতে সকল ব্যাধির উপশম হইবে" ॥ ১৪

"আর রোগশান্তিকর উৎকৃষ্টসৌগন্ধ্যবিশিষ্ট বস্তুসমূহের প্রক্ষেপ করিয়া সুখকর ঈষদুষ্ণ জল আনয়ন কর। তদ্দারা

১৬। বাচা ময়া মৃদুলয়াতিহিতপ্রবৃত্ত্যা
স্নেহেন চান্নুপাধিনা পরমাদৃতাপি।
নো বক্তি কিঞ্চিদধুনেব কটূকৃতাস্যা
তিষ্ঠেদিয়ং কপটিনী যদিহস্ত সখ্যঃ॥

১৭। অস্যা রুজস্তদপরাং করবৈ চিকিৎসাং
যাং প্রাপ্য তন্বসুমনো-নিখিলেন্দ্রিয়াণাম্।
ব্যাধিঃ প্রশাম্যতি ভবেদতিপুষ্টিরেষাং
ধন্বন্তরিপ্রহিত-দিবারসৈরিবাদ্ধা॥

বাচেতি যুগ্মকম্—হে সখ্যঃ ময়া মৃদুলয়া কোমলেন বাচা বাক্যেন অতিহিত প্রবৃত্ত্যা অত্যন্তহিতচেষ্টয়া অনুপাধিনা নিরুপাধিকেন স্নেহেন চ পরমাদৃতাপি অতিশয় সম্মানিতানপি যদি কিঞ্চিৎ নো ন বক্তি অধুনৈব ইদানীমপি কপটিনী কপটতাকারিণী সতী যদি ইয়ং কটুকৃতাস্যা বিষণ্ণবদনা তিষ্ঠেৎ, তদা অস্যাঃ

ইহাকে সম্যক্‌রূপে স্নান করাইয়া আমি ইহার ব্যথা দূর করতঃ মুখকমল উল্লসিত করি। তবেই ইনি আমাদিগের সহিত কথা বলিবেন"॥ ১৫

"হে সখিবৃন্দ! আমি এত কোমল মিষ্ট কথা বলিলাম, স্বয়ং তৈলমর্দ্দনাদি হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম এবং অকপট স্নেহের সহিত কত আদর করিলাম, তথাপি ইহার মুখের একটা কথাও শুনিতে পাইলাম না। ইনি কপটতা পূর্ব্বক নিজের

১৮। কুঞ্জাধিরাজকরকঞ্জতলাভিমর্ষ-
মস্যা উরস্যতিতরাং যদি কারয়ামি।
সেয়ং হসিষ্যতি বদিষ্যতি সীৎকরিষ্য-
ত্যস্মাংশ্চ হাসয়িতুমেষ্যতি কাঞ্চিদাভাম্॥

সুন্দর্য্যাঃ রুজঃ রোগস্য অপরাং ভিন্নাং চিকিৎসাং করবৈ। যাং চিকিৎসাং প্রাপ্য তন্বসুমনোনিখিলেন্দ্রিয়াণাং দেহ প্রাণমনঃ প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং ব্যাধিঃ প্রশাম্যতি। ধন্বন্তরি প্রহিত দিব্য-রসৈঃ ধন্বন্তরি প্রেরিত দিব্যৌষধিবিশেষৈঃ ইব অদ্ধা সাক্ষাৎ এষাং তন্বাদীনামতিপুষ্টিঃ অতিশয়পোষণং ভবেৎ॥ ১৬-১৭

কুঞ্জাধিরাজেতি—যদি অস্যাঃ সুন্দর্য্যাঃ উরসি বক্ষসি কুঞ্জাধিরাজকরকঞ্জতলাভিমর্ষং শ্রীকৃষ্ণস্য করকমলতলেন স্পর্শ-মতিতরামতিশয়েন কারয়ামি, তদা সা অনির্ব্বচনীয়ব্যাধিগ্রস্তা

ব্যাধির কথা প্রকাশ না করিয়া যখন বিষণ্ণবদনে বসিয়া রহিলেন, তখন আমি এই সুন্দরীর রোগের অপর একটা অভিনব চিকিৎসা করিব। ধন্বন্তরি প্রদত্ত দিব্যরসরূপ ঔষধাদি দ্বারা যেমন সকল রোগেরই শান্তি হয় সেই প্রকার এই চিকিৎসা দ্বারা ইহার দেহ প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয় সকলের ব্যাধি তৎক্ষণাৎ শান্তি হইবে। বিশেষতঃ ইহার দ্বারা দেহাদিরও অতিশয় পুষ্টি হইবে" ॥ ১৬-১৭

সেই অভিনব চিকিৎসার কথা বলিতেছি শুন। আমা-দিগের কুঞ্জের অধীশ্বরের করকমলতল যদি ইহার বক্ষঃস্থলে

১৯। শ্রুত্বা গিরং স পিহিতস্মিতমাস্যপদ্ম-
মুন্নীয় রম্যতরসব্যকরাঙ্গুলীভিঃ।
উৎসার্য্য কিঞ্চিদলকানবগুণ্ঠনঞ্চ
ন্যঞ্চত্তরং কিয়দুদঞ্চয়তি স মূর্দ্ধ্নঃ॥

ইয়ং হসিষ্যতি, বদিষ্যতি সীৎকরিষ্যতি সীৎকারং করিষ্যতি অস্মান্ চ হাসয়িতুং কাঞ্চিৎ অনির্ব্বচনীয়াং শোভাং কান্তিবিশেষমেষ্যতি প্রাপ্স্যতি॥ ১৮

শ্রুত্বেতি—শ্রীরাধায়া গিরং শ্রুত্বা স দেবাঙ্গনাবেশধারি শ্রীকৃষ্ণঃ ন্যঞ্চত্তরমধোলম্বিতঃ পিহিতস্মিতমাবৃত হাস্যমাস্যপদ্মং

সম্যক্‌রূপে একবার স্পর্শ করাইয়া দেই, তবে যে ইনি সম্প্রতি কথাটি পর্য্যন্ত বলিতে অক্ষম, এইরূপ অসাধ্য ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বসিয়া আছে, সেই তখন হাস্য করিবে, কথা বলিবে, এবং সীৎকার করিবে। অর্থাৎ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্পর্শে অনির্ব্বচনীয় সুখের অনুভব হইবে, তজ্জন্য অব্যক্ত শব্দ করিতে থাকিবে। অধিক কি কোন এক কান্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে অজস্র হাসাইবে। অর্থাৎ তাঁহার দেহে শ্রীকৃষ্ণ-সম্ভোগ-জনিত চিহ্নসকল এবং তৎস্পর্শজ অসাধারণ অনুভাব সকল প্রকাশ পাইবে। তাহাই হইবে আমাদের আনন্দের কারণ॥ ১৮

শ্রীরাধিকার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবাঙ্গনা বেশ

২০। কিঞ্চিজ্জগাদ রমণী-রমণীয় কণ্ঠ-
সৌস্বর্য্যমেব রচয়ন্ বদনং যদেষঃ।
সা তচ্চকোরললনেব পপৌ চিরায়
কাঞ্চিচ্চমৎকৃতিমবাপ চ সালিপালিঃ॥

মুখকমলমুন্নীয় উত্থাপ্য রম্যতরসব্যকরাঙ্গুলীভিঃ রমণীর বামহস্তা-ঙ্গুলীভিঃ অলকান্ চূর্ণকুন্তলান্ কিঞ্চিদুৎসার্য্য অপসার্য্য মূর্দ্ধ্নঃ মস্তকাৎ অবগুণ্ঠনঞ্চ কিয়দুদঞ্চয়তি অপসারয়তি স্ম॥ ১৯

কিঞ্চিদিতি - এষঃ দেবাঙ্গনাবেশধারি শ্রীকৃষ্ণঃ রমণী রম-ণীয় কণ্ঠসৌস্বর্য্যমেব রমণ্যাঃ রমণীয়ং যৎ কণ্ঠস্য সুস্বরতা তদেব রচয়ন্ প্রকাশয়ন যৎকিঞ্চিদ্বচনং জগাদ,সালিপালিঃ সখীগণ সহিতা সা শ্রীরাধা তৎ বচনং চকোরললনেব চকোরী ইব চিরায় চির-

---

ধারী শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখে মন্দহাস্যের উদ্গম হইলেও তাহা গোপন করিয়া অবনত মুখকমল কিঞ্চিৎ উত্থাপন পূর্ব্বক নিজবামহস্তের মনোহর অঙ্গুলী সমূহের দ্বারা ললাটোপরি পতিত অলকাবলী কিঞ্চিৎ অপসারিত করিলেন এবং মস্তকের অবগুণ্ঠনও কিঞ্চিৎ বিদূরিত করিলেন॥ ১৯

অনন্তর দেবাঙ্গনা বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ রমণীর কণ্ঠস্বর-তুল্য রমণীয় স্বরমাধুর্য্য রচনা কয়িয়া যে কিছু বাক্যামৃত বর্ষণ করিয়া-ছিলেন—শ্রীরাধিকা সখীগণের সহিত চকোরীর ন্যায় উৎসুকচিত্তে সেই সকল বাক্যসুধা পান করিয়া পরমানন্দ লাভ কারয়াছিলেন

২১। দেব্যস্মি নাকবসতিঃ শৃণু যস্ত হেতো-
স্তামগমং সুবদনে বিধুরীকৃতাত্মা।
কুত্রাপি মে বিবিদিষাস্তি বিবক্ষিতেঽর্থে
সম্পাদয়িষ্যতি পরা ত্বদৃতে কুতস্তাম্॥

কালযাবৎ পপৌ মধুররসপানবৎ শ্রবণকালে পরমানন্দমবাপ কাঞ্চিৎ চমৎকৃতিমবাপ চ॥ ২০

দেবীতি—শ্রীরাধা উবাচ—অয়ি সুবদনে! নাকবসতিঃ নাকে স্বর্গে বসতিঃ বাসঃ যস্যাঃ সা অহং দেবী অস্মি ভবামি। বিধুরীকৃতাত্মা ব্যাকুলীকৃতঃ আত্মা চিত্তং যস্যা সা অহং যস্য হেতোঃ ত্বামাগমমাগতবতী তৎ শৃণু। কুত্রাপি বিবক্ষিতে বক্তুমিষ্টে অর্থে বিষয়ে মে মম বিবিদিষা বেত্তুং জ্ঞাতুমিচ্ছা অস্তি, তাং বিবিদিষাং ত্বদৃতে ত্বয়া বিনা পরা কা কুতঃ কেন প্রকারেণ সম্পাদয়িষ্যতি॥ ২১

এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন অনির্ব্বচনীয় চমৎকৃতি লাভ করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তাঁহারা যেরূপ আনন্দ পান, এই নবাগতা সুন্দরীর বাক্যেও সেই জাতীয় আস্বাদন হইয়াছিল॥ ২০

তিনি বলিতে লাগিলেন—"অয়ি সুবদনে শ্রীরাধে! আমি স্বর্গবাসিনী কোন এক দেবী। আমি ব্যাকুলচিত্তে কি নিমিত্ত তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। কোন একটি বিবক্ষিত বিষয়ে আমার কিছু জানিবার বাসনা আছে।

২২। নৈবাভ্যধাস্ত্বমনৃতং যদুদেষি দেবী-
ত্যস্মাভিরিত্থমধুনৈব হি পর্য্যচেষ্ঠাঃ।
যন্মানুষীযু কতমাস্তি ভবৎসদৃক্ষা
কান্ত্যানয়ানুপময়া ত্বমিবেক্ষসে ত্বম্॥
২৩। যত্ত্বয্যহং সরলধী র্বিতথং বিতর্ক-
বৈবিধ্যমপ্যকরবং শরদম্বুজাস্যে।

নৈবেতি—শ্রীরাধা উবাচ—ত্বং যৎ দেবীতি দেবী অস্মি ইতি উদেষি তৎ অনৃতং মিথ্যা নৈব অভ্যধাঃ উক্তবতী, অস্মাভিঃ অধুনা এব হি ইত্থং দেবীত্বেন পর্য্যচেষ্টাঃ পরিচিতা ত্বমিতি শেষঃ। যৎ যস্মাৎ মানুষীযু কতমা ভবৎসদৃক্ষা ভবৎতুল্যা অস্তি? ত্বমনয়া অনুপময়া তুলনারহিতয়া কান্ত্যা ত্বমিব ঈক্ষসে ত্বমেব তব সদৃশী, যতস্তব তুলনা কুত্রাপি নাস্তি॥ ২২

আমার সেই ইচ্ছা তুমি ব্যতীত অন্য কে কি প্রকারে পূর্ণ করিবে?॥ ২১

শ্রীরাধিকা বলিলেন—"সুন্দরি"! তুমি যে আপনাকে দেবী বলিয়া পরিচয় দিলে তাহা মিথ্যা নহে। আমরাও ইতিপূর্ব্বে তোমাকে দেবী বলিয়াই অনুমান করিয়াছি, যেহেতু মর্ত্ত্যলোকের নারীগণের মধ্যে তোমার সদৃশ সৌন্দর্য্যবতী কে আছে? তোমার রূপের তুলনা নাই। অনুপম রূপবতী তোমার তুলনা কেবল তুমিই"॥ ২২

তৎ পর্য্যহাসিষমিতোঽস্তু ন মেঽপরাধ-

স্ত্বং স্নিহ্যসীহ ময়ি যত্ত্ভবং ত্বদীয়া ॥

২৪। কিং সঙ্কুচস্ত্বয়ি সখী ত্বমভূস্ত্বদীয়ো

দেবীজনোঽপ হমভূবমিতি প্রতীহি।

যদিতি—অয়ি শরদম্বুজাস্যে! শরৎকালীন পদ্মবৎ মনোহর বদনে! সরলধীঃ সরলচিত্তা অহং ত্বয়ি যৎ কান্তেন কিং ত্বমসীত্যাদিভিঃ শ্লোকোক্তবচনৈঃ বিতর্কৈর্বিবিধ্যং বহুবিধবিতর্কম্ অপি বিতথং স্ফুটমকরবং তৎ পর্য্যহাসিষম্ ইতঃ মে ইত্যস্মাদ্ধেতো মম অপরাধঃ ন অস্তু। ত্বং যদি ইহ ময়ি স্নিহ্যসি তদা অহং ত্বদীয়া অভবম্ ॥ ২৩

কিমিতি—দেবাঙ্গনা বেশধারি শ্রীকৃষ্ণ উবাচ— অয়ি! ত্বং মম সখী অভূঃ, কিং সঙ্কুচসি? অহং দেবীজনঃ স্বর্গবাসিনী

অয়ি শরদকমলাননে! আমি তোমার সহিত—তুমি কি পতিবিরহিণী হইয়াছ ইত্যাদি যে সমস্ত বহুবিধ বিতর্ক করিয়াছি, তাহা বাস্তবিকই সরলচিত্তে পরিহাসের সহিত করিয়াছি, অতএব ইহাতে আমার কোন অপরাধ গ্রহণ করিও না। যখন তুমি আমার প্রতি স্নেহবতী হইয়াছ, তখনই আমিও তোমারই হইয়াছি ॥ ২৩

দেবাঙ্গনাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"অয়ি শ্রীরাধে! তুমি আমার সখী। কেন তুমি এত সঙ্কুচিত হইতেছ? আমি

ত্বৎপ্রেম-রূপ গুণসিন্ধুকণানুভূতে-
র্দাসীভবামাহমপীতি সদাভিমন্যে ॥

২৫। যদ্ বচ্মাহং তদবধেহি যতো বিষাদো
দুর্ব্বার এষ তমপাকুরু সংশয়ং মে।
নৈবাধুনাপি বিররাম দরাপি হৃদ্ভু-
তাপস্ত্বদীয়-লপনামৃত-সেকতোঽপি ॥

অপি ত্বদীয়ঃ তদধীনঃ অভূবমিতি প্রতীহি বিশ্বসিহি। ত্বৎ প্রেম-রূপগুণসিন্ধুকণানুভূতেঃ তব প্রেম্নঃ রূপস্য গুণানাঞ্চ সাগরসদৃশানাং একস্যাপি কণস্যানুভবাৎ অহমপি তব দাসী ভবামীতি সদা অভি-মন্যে অভিমানং করোমি ॥ ২৪

যদিতি—অহং যৎ বচ্মি বদামি তৎ অবধেহি অবধান-পূর্ব্বকং শৃণু—যতঃ যস্মাৎ সংশয়াৎ এষঃ দুর্ব্বারঃ দুরন্তঃ বিষাদঃ মে তং সংশয়মপাকুরু অপনোদয়। অধুনাপি ত্বদীয়লপনামৃত সেকতঃ তববচনরূপসুধাসিঞ্চনেন অপি হৃদ্ভুঃ হৃদয়জাতঃ তাপঃ

দেবী হইয়াও তোমার অধীন হইয়াছি· ইহা বিশ্বাস কর। তোমার প্রেম রূপ ও গুণসমুদ্রের একটি মাত্র কণা অনুভব করিয়া তোমার দাসী হইবার জন্য নিরন্তরই আমার বাসনা হইতেছে" ॥ ২৪

এক্ষণে আমার প্রাণের কথাগুলি অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর। যে জন্য আমার এই দুর্ণিবার বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে, সেই আমার সংশয়টী তুমি অপনোদন কর। এতক্ষণ পর্য্যন্ত

২৬। বৃন্দাবনে ধ্বনতি যঃ সখি ! কৃষ্ণবেণু-
স্তদ্বিক্রমঃ সুরপুরে প্রবলত্বমেতি।
সাধ্বীততেরপি মনঃ সঘৃণং যতোঽভূৎ
কণ্ঠোপকণ্ঠমিলন স্মরণেঽপি পত্যুঃ ॥

দরাপি ঈষদপি নৈব বিররাম বিরতো বভূব ॥ ২৫

বৃন্দাবন ইতি—হে সখি! যঃ কৃষ্ণবেণুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বংশী বৃন্দাবনে ধ্বনতি শব্দায়তে তদ্বিক্রমঃ তস্য শক্তিঃ সুরপুরে স্বর্গলোকে প্রবলত্বমেতি প্রাপ্নোতি, যতঃ বংশীধ্বনিবিক্রমাৎ সাধ্বীততেঃ পতিব্রতাসমূহস্য অপি মনঃ পত্যুঃ কণ্ঠোপকণ্ঠমিলন-স্মরণে অপি কণ্ঠালিঙ্গনস্মরণেঽপি সঘৃণং ঘৃণাযুক্তমভূৎ ॥ ২৬

তোমার কথারূপ অমৃতের সিঞ্চনেও আমার হৃদয়ের সন্তাপ কিঞ্চিৎ মাত্রও নিবৃত্ত হইল না ॥ ২৫

হে সখি! এই শ্রীবৃন্দাবনে যে বংশীধ্বনি হয়, তাহার পরাক্রম আমাদের স্বর্গরাজ্যেও প্রবেশ করিয়া এত প্রবল হয় যে তথাকার সাধ্বী রমণীগণও পতির কণ্ঠালিঙ্গন করা দূরে থাক্, তাহা স্মরণ করিতেও তাহাদের মন ঘৃণা বোধ করে। অর্থাৎ তখন নিখিল জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণে তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, আর অন্য প্রাকৃত স্বামীতে তাহাদের মন ধাবিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি-বস্তুমাত্রেরই এই প্রকার সামর্থ্য যে, তাহার বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ হইলে, আর প্রাকৃত বস্তুর ভোগ বাসনা তথায় স্থানলাভ

২৭। শ্লিষ্ট্বৈব মুঞ্চতি সুরঃ সবিতর্কমাত্ম-
কান্তাং দ্রুতং জ্বলদলাত-নিভাঙ্গযষ্টিম্।
হালাহলং মুরলিকা-নিনদামৃতং যৎ
পীত্বৈব সাতনুমহাজ্বরমূর্চ্ছিতাভূৎ ॥

শ্লিষ্ট্বেতি—যৎ হালাহলং তীব্র কালকূটবিষমিশ্রিতং মুরলিকানিনদামৃতং বংশীরবামৃতং পীত্বা এব সা সুরাঙ্গনা অতনুমহাজ্বর মূর্চ্ছিতা কন্দর্পবিষমজ্বরমোহিতা অভূৎ। সুরঃ দেবঃ অপি জ্বলদলাতনিভাঙ্গযষ্টিং প্রজ্বলিতাঙ্গারসদৃশোত্তপ্তগাত্রাম্ আত্মকান্তাং নিজপত্নীং শ্লিষ্ট্বা আলিঙ্গ্য এব সবিতর্কং কিমেষা মহাজ্বরাক্রান্তা, অকস্মাদস্যাঃ কোঽয়মাধিঃ সঞ্জাতঃ ইত্যেবং বিতর্কং কুর্ব্বন্ দ্রুতং শীঘ্রং মুঞ্চতি ত্যজতি ॥ ২৭

করিতে পারে না ॥ ২৬

সেই বংশীধ্বনি হলাহলবিষমিশ্রিত অমৃতের ন্যায় মধুর। অর্থাৎ শ্রবণকালে অমৃত-আস্বাদনের ন্যায় অপূর্ব্ব সুখোপলব্ধি হয় বটে, কিন্তু পরে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তি হেতু তীব্র দুঃখদ বলিয়া বিষবৎ যন্ত্রণাদায়ক। সেই ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র দেবাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ প্রকারে উপভোগ করিবার লালসায় কন্দর্প মহাজ্বরে এমনই মোহ প্রাপ্ত হন যে, তাঁহাদের শরীর প্রজ্বলিত অঙ্গার সদৃশ উত্তপ্ত হয়। সেই অবস্থায় তাঁহাদের পতিগণ যখন তাঁহাদের অঙ্গযষ্টি আলিঙ্গন করেন, তখন "অহো!

২৮। অস্মৎপুরেঽস্তি ন হি কাপি জরত্যতঃ কা-
স্তর্জ্জন্তু কা নু নিখিলা অপি তুল্যধর্ম্মাঃ।
কা বা হসেয়ুরপরা যদিমাঃ সতীত্বং
বিপ্লাবয়ন্ মুরলিকা-নিনদো ব্যজেষ্ট ॥

অস্মদিতি—অস্মৎপুরে কাপি জরতী বৃদ্ধা নহি অস্তি অতঃ কাঃ কর্ত্তৃ কাঃ কর্ম্ম নু শঙ্কায়াং তর্জ্জন্তু তিরস্কুর্ব্বন্তু, নিখিলাঃ অপি তুল্যধর্ম্মা- অপরাঃ কাঃ বা হসেয়ূঃ উপহাসং কুর্ব্বন্তু। যৎ যস্মাৎ মুরলিকানিনদঃ সতীত্বং বিপ্লাবয়ন্ ধ্বংসী কুর্ব্বন্ ইমাঃ দেবাঙ্গনাঃ ব্যজেষ্ট বিজিতবান্ ॥ ২৮

অকস্মাৎ ইহার একি মহাজ্বররূপ ব্যাধি উপস্থিত হইল” ইত্যাদি বিতর্ক করিয়া শীঘ্রই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির এই জাতীয় সামর্থ্য যে, শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রবণ-কারীর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার লালসা উদ্বুদ্ধ করাইয়া তাহাকে ব্যাকুলিত করিয়া তুলে ॥ ২৭

আমাদের স্বর্গপুরীর একটি নাম ত্রিদশালয়, অর্থাৎ সেখানে বাল্য, কৈশোর ও যৌবন এই তিনটি দশা ব্যতীত বার্দ্ধক্য-দশা কাহারও হয় না। অতএব সেখানে বৃদ্ধা কোন রমণী নাই বলিয়া, বংশীধ্বনি-শ্রবণে সকল রমণীরই এক প্রকার অবস্থা হয়। অতএব কে কাহাকে তিরস্কার করিবে এবং কে বা কাহাকে উপ-হাস করিবে। যেহেতু মুরলীর শব্দ স্বর্গীয় নারীগণের সতীত্ব

২৯। এবং যদি প্রববৃতে প্রতিবাসরং স
বেণুধ্বনিঃ প্রভবিতুং বিবুধাঙ্গনাসু।
তর্হ্যেকদা হৃদি ময়ৈব বিচারিতং হা
কোঽয়ং কুতশ্চরতি বাদয়িতাস্য কো বা ॥

৩০। ইত্থং দিবঃ সমবতীর্য্য ভুবীহ সাধু
বংশীবটেঽবসমহং কতিচিদ্দিনানি।

এবমিতি—এবং যদি প্রতিবাসরং প্রতিদিনং স বেণুধ্বনিঃ বিবুধাঙ্গনাসু দেবীষু প্রভবিতুং স্বপ্রভাবং বিস্তারয়িতুং প্রববৃতে প্রবৃত্তঃ তর্হি একদা ময়া এব হৃদি বিচারিতং হা আশ্চর্য্যে অয়ং ধ্বনিঃ কঃ? কুতঃ কস্মাৎ স্থানাৎ চরতি উদ্ভবতি, অস্য ধ্বনেঃ কো বা বাদয়িতা বাদনকর্ত্তা? ইতি ॥ ২৯

ইত্থমিতি—এবং প্রকারেণ বিচারং কুর্ব্বতী অয়ং দিবঃ স্বর্গাৎ ইহ ভুবি মর্ত্ত্যলোকে সমবতীর্য্য অবতরণং কৃত্বা বংশীবটে

ধর্ম্ম ধ্বংস করিয়া তাহাদের সকলকেই পরাজিত করিয়াছে ॥ ২৮

এই প্রকারে যখন প্রতিদিন সেই বংশীধ্বনি স্বর্গীয়দেবী-গণের উপর নিজ অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইতে লাগিল, সেই সময়ে একদিন আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে বিচার করিলাম—হায়! ইহা কিসের শব্দ? এই শব্দ কোথা হইতে উদ্গত হইতেছে এবং এই শব্দকারীই বা কে? ॥২৯

এইরূপ বিচার করিয়া ঐ বংশীধ্বনি অনুসরণ করতঃ

দৃষ্টো হরেরনুপমো বিবিধো বিলাসঃ
কান্তাগণঃ প্রিয়সখাল্যপি পর্য্যচায়ি ॥

৩১। রাধা সনর্ম্ম-মধুরাক্ষরমাহ ধন্যে !
ত্বং গণ্যসে সুরপুরে বরচাতুরীভাক্।

শ্রীবৃন্দাবনস্থ তন্নামপ্রসিদ্ধ স্থানে কতিচিৎ দিনানি সাধু যথাস্যা-ত্তথা অবসম উবাস। হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অনুপমঃ অতুলনীয়ঃ বিবিধঃ নানাজাতীয়ঃ বিলাসঃ লীলাবিভ্রমাদিঃ দৃষ্টঃ কান্তগণঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াবর্গঃ প্রিয় সখালী প্রিয়সখিবৃন্দঃ অপি পর্য্যচায়ি পরিচিতঃ ময়েত্যর্থঃ ॥ ৩০

রাধেতি—তচ্ছ্রুত্বা রাধা সনর্ম্মমধুরাক্ষরং সপরিহাসমিষ্ট-বচনং যথাস্যাত্তথা আহ অয়ি ধন্যে ! সৌভাগ্যশালিনি ! সুরপুরে স্বর্গে ত্বমেব বরচাতুরীভাক্ উৎকৃষ্ট চাতুর্য্যবতী ইতি গণ্যসে।

আমি স্বর্গ হইতে ভূমণ্ডলে অবতরণ করিয়াছি এবং কয়েক দিবস যাবৎ বংশীবটে সুখে বাস করিতেছি। আমি তোমার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সমুদয় বিবিধ অতুলনীয় লীলাবিলাসাদি, তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি এবং তাঁহার কান্তা ও প্রিয়সখীবৃন্দকে পরিচয় করিয়াছি ॥ ৩০

দেবীরূপি-শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা পরি-হাসযুক্ত সুমধুর বাক্যে বলিলেন—"অয়ি ধন্যে ! স্বর্গপুরী মধ্যে তোমাকেই উৎকৃষ্ট চতুরা বলিয়া মনে করিতেছি। যেহেতু

অন্যা পুনর্বলবদুৎকলিকাকৃপাণী
কৃত্তেন্দ্রিয়ৈব সুমনস্ত্বমপাদপার্থম্ ॥

৩২। মন্দভ্রমদ্‌ভ্রু মধুরস্মিতকান্তিধারা-
ধৌতে বিধায় রদনচ্ছদনে স চাহ।
রাধে! পরাং স্বসদৃশীং নহি বিদ্ধি কিং ভোঃ
শক্যোঽবলোকিতুমপীহ পরেণ পুংসা ॥ ৩২

অন্যা দেবী পুনঃ বলবদুৎকলিকাকৃপাণী কৃত্তেন্দ্রিয়া বলবতী যা উৎকণ্ঠা সা এব কৃপাণী অস্ত্রবিশেষঃ তয়া কৃত্তানি ছিন্নানি ইন্দ্রিয়াণি যস্যাঃ সা এব সুমনস্ত্বং দেবত্বং শ্লিষ্টার্থে শোভন মনোবিশিষ্টত্বমপার্থং ব্যর্থং অপাৎ কৃতবতী ॥ ৩১

মন্দেতি—সঃ দেবাঙ্গনাবেশধারি শ্রীকৃষ্ণঃ রদনচ্ছদনে ওষ্ঠাধরৌ মধুরস্মিতকান্তিধারাধৌতে মধুরং স্মিতং তস্য কান্তিঃ

তাহারা বলবতী নিজ উৎকণ্ঠারূপ খড়্গ দ্বারা ছিন্নেন্দ্রিয় হইয়াও অনর্থক সুমনা নাম ধারণ করিতেছে। তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠায় তাহাদের মনের আর স্থিরতা নাই, সর্ব্বদাই বিষমভাবে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। অতএব তাহাদের সুমনা অর্থাৎ সুন্দর মন এই নাম ব্যর্থ। আর তুমি উৎকণ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তন্নিবৃত্তির লালসায় এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, অতএব তুমিই ধন্যা ॥ ৩১

শ্রীরাধিকার মধুর পরিহাসবাক্য শ্রবণান্তর দেবাঙ্গনা-

৩৩। কিংবা পরেণ পুরুষেণ হরের্বিলাস-

মেবান্বভূ রহসি সাধু যদর্থমাগাঃ।

তদ্ব্রূহি কিং তব বিবক্ষিতমত্র মধ্যে

নর্ম্মাতনোমি যদি মামকরোঃ সখীং স্বাম্॥

তস্যাঃ ধারাঃ তাভিঃ ধৌতে বিধায় কৃত্বা মন্দভ্রমদ্ভ্রূ ঈষৎ চালিত ভ্রূ যথাস্যাত্তথা আহ ভোঃ রাধে! পরাম্ অন্যাং নারীং স্বসদৃশীং নিজতুল্যাং নহি বিদ্ধি জানীহি। ভোঃ অহং কিম্ ইহলোকে পরেণ পুংসা পুরুষেণ অবলোকিতুমপি শক্যে? অপিতু নৈবেত্যর্থঃ। ৩২

কিংবেতি—শ্রীরাধিকা আহ—ত্বং যদর্থং যদিচ্ছয়া আগাঃ আগতবতী তং হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বিলাসমেব রহসি নির্জ্জনস্থানে বিলাসং লীলাদিকং সাধু যথাস্যাত্তথা অন্বভূঃ অনুভূতবতী, অতঃ

বেশধারি শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাস্যকান্তিদ্বারা নিজ অধরোষ্ঠ ধৌত করিতে করিতে মন্দ মন্দ ভ্রূনর্ত্তন সহকারে বলিলেন—"রাধে! পরনারীকেও নিজের মত জানিও না। অর্থাৎ তুমি যেরূপ পর-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে আসক্তা হইয়াছ, আমাকে সেইরূপ মনে করিওনা এখানে পরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কি আমাকে দেখিতেও সমর্থ হয়"? ॥৩২

তখন শ্রীরাধিকা বলিলেন—তুমি যে নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ, সেই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস নিভৃতে অনুভব করিলে, অতএব আর তোমার পরপুরুষের প্রয়োজন কি আছে? যাহা হউক

৩৪। নর্ম্মাতনুধ্ব সখি! নর্ম্মণি কা জয়েত্ত্বাং
প্রাণাস্ত্বভূস্ত্বময়ি মে কিয়দেব সখ্যম্।
ত্বং মানুষী ভবসি কিন্ত্বমরাঙ্গণাস্তা
মূর্দ্ধ্ন্যেব তে গুণকথা পুণতীর্নমন্তি॥

পরেণ পুরুষেণ বা কিম্? ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। অত্র ত্তব কিং বিবক্ষিতং বক্তুমিষ্টং তৎ ব্রুহি কথয়; যৎ যস্মাৎ ইমাং মামিত্যর্থঃ স্বাং নিজাং সখীস্থ অকরোঃ কৃতবতী, তৎ তস্মাৎ মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে নর্ম্মপরিহাসম্ আতনোমি করোমি॥ ৩৩

নর্ম্মেতি—দেবাঙ্গনাবেশধারি শ্রীকৃষ্ণঃ আহ—হে সখি! নর্ম্ম পরিহাসং আতনুধ্ব বিস্তারয় কুরু ইতি যাবৎ। নর্ম্মাণি পরিহাসে কা ত্বাং জয়েৎ, জেতুং শক্নোতি। অয়ি রাধে! সখ্যং কিয়দেব অতিতুচ্ছং ত্বং তু মে মম প্রাণাঃ তৎসদৃশী প্রিয়তমা অভূঃ। ত্বং মানুষী ভবসি, কিন্তু তাঃ অমরাঙ্গনাঃ দেববধ্বঃ

এক্ষণে তুমি বল, আমার নিকট তোমার জিজ্ঞাস্য কি? এত-ক্ষণ যে আমি তোমাকে পরিহাসাদি করিলাম, সে কেবল তুমি আমাকে নিজ সখী বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ, সেই নিমিত্ত॥ ৩৩

দেবাঙ্গনাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"সখি! তুমি পরি-হাস কর, পরিহাসে কে তোমাকে পরাজিত করিবে? অয়ি রাধে! তুমি আমার সখী, ইহা ত অতি সামান্য কথা, তুমি যে আমার প্রাণসদৃশ প্রিয়তমা। তুমি মানুষী সত্য, কিন্তু সেই

৩৫। নেয়ং স্তুতিস্তব ন চাপি তটস্থতা মে
নাপি হ্রিয়ং ভজ বদাম্যনৃতং ন কিঞ্চিৎ।

পুনতীঃ পবিত্রাঃ কুর্ব্বতীঃ তে তব গুণকথাঃ মূর্দ্ধ্না এব নমন্তি ॥৩৪

নেয়মিতি—ইয়ং মদুক্তিঃ তব স্তুতিঃ স্তবত্বাদভিরঞ্জিতা-বাণী ন ন চাপি তটস্থতা ঔদাসিন্যম্ এব নৈতৎপরিহাসবচনং

দেববধূগণ পর্য্যন্তও পবিত্রকারী তোমার গুণকথারাশিকে অবনত মস্তকে প্রণাম করে। এস্থলের তাৎপর্য্যার্থ এই যে—যদ্যপি শ্রী-রাধিকা লীলারস-আস্বাদন-লালসায় মানবীরূপে প্রকটবিহার করিতেছেন, তথাপি তত্ত্বতঃ তিনি সাধারণ প্রাকৃত মানবী নহেন। তিনি অনন্ত শ্রীভগবৎ-অবতারগণের মূল-অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি-স্বরূপিণী। অতএব সেই শ্রীরাধিকার গুণ-কথাকে যে দেববধূগণ পর্য্যন্ত প্রণাম করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে ক্ষীরোদশায়ী শ্রীঅনিরুদ্ধের বাক্যে শ্রীব্রহ্মাও অসুরভারে প্রপী-ড়িতা গোরূপধারিণী পৃথিবীর সহিত ক্ষীরসমুদ্রের তীরে সমাগত দেবতাগণকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবপ্রসঙ্গে এই ভাবের কথাই বলিয়াছেন "তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তমরস্ত্রিয়ঃ" ॥ অর্থাৎ অমরস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াবর্গের দাসী হইবার জন্য জন্মগ্রহণ করুন। অতএব দাসীযোগ্য দেববধূগণের প্রণাম অযৌক্তিক নহে॥ ৩৪

তিনি বলিলেন—"সখি! আমি তোমাকে স্তুতি করিয়া

সিন্ধোঃ সুতাপি গিরিজাপি ন তে তুলায়াং
সৌন্দর্য্য-সৌভগগুণৈরধিরোঢ়ুমীষ্টে ॥

নাপি হ্রিয়ং ভজ লজ্জাং মা কুরু, কিঞ্চিদপি অনৃতঃ মিথ্যা ন বদামি. সিন্ধোঃ সুতাপি সমুদ্রকন্যা লক্ষ্মীঃ অপি গিরিজাপি পার্ব্বতী অপি সৌন্দর্য্যসৌভগগুণৈঃ সৌন্দর্য্যঞ্চ সৌভাগ্যঞ্চ তয়োর্গুণৈঃ তে তব তুলায়ামধিরোঢ়ুং সদৃশী ভবিতুং ন ঈষ্টে সমর্থা ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৫

এই সমস্ত অতিরঞ্জিত বাক্য বলিতেছি না, অথবা তোমার প্রতি ঔদাসীন্য বশতঃ পরিহাস করিয়া বলিতেছি না। অতএব তুমি লজ্জিতা হইও না। আমি কখনও মিথ্যা কথা বলিব না। সমুদ্রকন্যা লক্ষ্মী এবং পার্ব্বতী পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্য ও সৌভাগ্যগুণে তোমার সদৃশ নহে।" এই প্রকারের কথা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামানন্দরায়ও বলিয়াছেন—

"যাঁহার সৌভাগ্য-গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঁই কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা ॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥
যাঁর সদ্গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ? ॥ মঃ লীঃ ৮পঃ

এই পয়ারে দেখান হইয়াছে যে, শ্রীলক্ষ্মী ও পার্ব্বতী শ্রী-রাধার সৌন্দর্য্যাদি গুণ প্রার্থনা করেন। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামি-চরণও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণে বলিয়াছেন—

রাগোল্লাস-বিলঙ্ঘিতার্য্যপদবী বিশ্রান্তয়োঽপ্যুদ্ধর-
শ্রদ্ধারজ্যদরুন্ধতী-মুখসতীবৃন্দেন বন্দ্যেহিতা।
আরণ্যা অপি মাধুরী পরিমলব্যাক্ষিপ্ত-লক্ষ্মী শ্রিয়
স্তা স্ত্রৈলোক্যবিলক্ষণা দদতু বঃ কৃষ্ণস্য সখ্যঃ সুখম্॥

যদ্যপি শ্রীব্রজসুন্দরীগণ রাগোল্লাস বশতঃ আর্য্যপথ অতি-ক্রম করিয়াছেন, তথাপি অরুন্ধতী প্রভৃতি সতীরমণীগণ পরম শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের আচরণ সকলের বন্দনা করেন, ইঁহারা বনবাসিনী হইলেও স্বীয় মাধুর্য্যপরিমাণের দ্বারা বৈকুণ্ঠের অধী-শ্বরী শ্রীলক্ষ্মীর শোভাকেও তিরস্কৃত করেন। এবম্ভূত ত্রিজগৎ-বিলক্ষণ-শ্রীকৃষ্ণবল্লভাগণ আপনাদের সুখ বিধান করুন। এই শ্লোকেও উল্লিখিত হইয়াছে যে—শ্রীরাধা-মাধুর্য্যের নিকটে শ্রীলক্ষ্মীর সৌন্দর্য্যও তিরস্কৃত। কারণ শ্রীরাধিকার তত্ত্ব ইহাই যে, "শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তিবর্গের মধ্যে চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি প্রধান। চিচ্ছক্তি অন্তরঙ্গা, মায়াশক্তি বহিরঙ্গা এবং জীবশক্তি তটস্থা। এই তিন শক্তির মধ্যেও অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি প্রধান। সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের শক্তি বলিয়া তাঁর এই শক্তিও তিন ভাগে বিভক্তা। আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী, ও চিদংশে সম্বিদ্ অর্থাৎ জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ ও

৩৬। প্রেম্না পুনস্ত্রিজগদূর্দ্ধ-পদেহপি কাচিৎ
তৎসাম্য সাহসধুরং মনসাপি বোঢ়ুম্।

প্রেম্নেতি—পুনঃ ত্রিজগদূর্দ্ধপদেহপি বৈকুণ্ঠলোকেহপি কাচিৎ প্রেম্না তৎসাম্যসাহসধুরং ত্বৎসাদৃশ্যসাহসভারং মনসাপি

ভক্তের আহ্লাদকারিণী হ্লাদিনী শক্তির সার অংশের নাম প্রেম। প্রেমের পরমসার মহাভাব। শ্রীরাধিকা মহাভাব-স্বরূপিণী, তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ? যেমন মূল-অবতারী-শ্রীকৃষ্ণ হইতে অনন্ত শ্রীভগবদবতারগণের আবির্ভাব, সেই প্রকার শ্রীরাধিকা হইতেই ব্রজের গোপীবৃন্দ, পুরের মহিষী-বর্গ ও নিখিল শ্রীভগবদ্-ধামের লক্ষ্মীবৃন্দ এই তিন প্রকার শ্রীকৃষ্ণ-কান্তাগণের বিস্তার। তিনিই সকলের মূল অংশিনী। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিচরণ বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তেঁহো (শ্রীরাধা) হয় অধিষ্ঠান॥
সর্ব্ব সৌন্দর্য্য কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥ আঃ ৪র্থ পঃ

এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা শ্রীলক্ষ্মী বা শ্রীপার্ব্বতী সৌভা-গ্যাদি-গুণে যে শ্রীরাধিকার সদৃশ নহেন, তাহা প্রতিপন্ন হইল॥৩৫

শক্নোতি নেত্যখিলমেব ময়া শ্রুতং তৎ
কৈলাসশৃঙ্গমনু হৈমবতীসভায়াম্ ॥
৩৭। শ্রুত্বা মহানজনি মে মনসোঽভিলাষ-
স্তদ্দর্শনায় সম্পূরি স চাপি কিন্তু।
তাপতদন্তরিহ যো রভসাদদীপি
তেনাস্ফুটন্ন কঠিনো হি মমাত্মরাত্মা ॥

বোঢ়ুং বহনং কর্ত্তুং ন শক্নোতি ইতি তৎ তব প্রেমবর্ণনমখিলমেব ময়া কৈলাসশৃঙ্গমনু কৈলাসশিখরস্থিতায়াং হৈমবতীসভায়াং পার্ব্বত্যাঃ সভায়াং শ্রুতমিতি। ৩৬

শ্রুত্বেতি—শ্রুত্বা চ তব গুণকথাশ্রবণান্তরং তদ্দর্শনায় ত্বাং দ্রষ্টুং মে মম মহান্ মনসোঽভিলাষঃ বাসনা অজনি জাতা সঃ অভিলাষঃ চ অপি সমপূরি সম্পূর্ণোঽভবৎ, কিন্তু তৎপশ্চাৎ ইহ

দেবাঙ্গনাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আরও বলিতেছি শুন! ত্রিজগতের উর্দ্ধ্বতন-লোকে অর্থাৎ পরব্যোমস্থ বৈকুণ্ঠাদি লোকে এমন কোন্ রমণী আছে যে তোমার সদৃশ প্রেমবতী হইবার সাহসও মনে স্থান দিতে পারে? তোমার এই সমস্ত গুণবর্ণনা আমি কৈলাস পর্ব্বতের শিখরদেশস্থ পার্ব্বতীদেবীর সভায় শ্রবণ করিয়াছি। ইহা আমার স্ব-কপোলকল্পিত বাক্য নহে ॥ ৩৬

তোমার গুণের কথা শ্রবণ করিয়া তোমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিবার জন্য আমার মনে অতিশয় অভিলাষ হইল। তোমাকে

৩৮। কোঽসৌ তমাশু কথয়েতি মুহুস্তয়োক্তো
বক্তুং শশাক ন স বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠঃ।
অশ্রুপ্লুতেক্ষণমথাস্য মুখং স্বয়ং সা
স্বেনাঞ্চলেন মৃদুলেন মমার্জ্জ রাধা॥

ময়ি যঃ তাপঃ অগ্নিঃ রভসাৎ বেগাৎ অদীপি দীপ্তঃ তেন তাপেন মম অন্তরাত্মা ন অস্ফুটৎ স্ফুটিতো ন বভূব হি যস্মাৎ কঠিনঃ॥ ৩৭

ক ইতি— অসৌ তাপঃ কঃ ত্বং তাপম্ আশু শীঘ্রং কথয়। ইতি মুহুঃ বারম্বারং তয়া রাধয়া উক্তঃ সঃ দেবাঙ্গনাবেশধারি শ্রীকৃষ্ণঃ বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠঃ বাষ্পেন নিরুদ্ধঃ কণ্ঠঃ স্বরোযস্য তাদৃশঃ সন্ বক্তুং ন শশাক। অথ অনন্তরং সা রাধা স্বয়ং তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অশ্রুপ্লুতেক্ষণং সজলনয়নং মুখং স্বেন মৃদুলেন কোমলেন অঞ্চলেন মমার্জ্জ নির্মমঞ্জ॥ ৩৮

দেখিয়া সেই অভিলাষ পূর্ণ হইল সত্য, কিন্তু তৎপরে আমার অন্তঃকরণে যে অতিশয় সন্তাপ প্রজ্জলিত হইয়াছে, সেই তাপে আমার অন্তরাত্মা অতিশয় কঠিন বলিয়াই এখনও ফাটিয়া যাইতেছে না॥ ৩৭

এই প্রকার দুঃসহ বেদনার কথা শুনিয়া প্রেমবতী শ্রী-রাধিকা বলিলেন—“সখি! তোমার সেই দুঃসহ বেদনার তীব্র সন্তাপটি কি? তাহা শীঘ্র আমার নিকট প্রকাশ কর।” শ্রী-রাধিকা পুনঃ পুনঃ এই প্রকার প্রশ্ন করিলেও, দেবাঙ্গনাবেশধারী

৩৯। স্থিত্বা ক্ষণং ধৃতিমধাদথ তামুবাচ
প্রেমা তবায়মতুলোঽনুপাধির্বলীয়ান্।
কৃষ্ণেঽতিকামিনি বভূব কথং দুনোতি
স্বাং স্বাংশ্চ বিশ্বসিতি যোঽত্যপদেঽপ্যভিজ্ঞঃ॥

স্থিত্বেতি—সা ক্ষণং স্থিত্বা ধৃতি ধৈর্য্যমগাৎ, দেবাঙ্গনা-বেশধারি শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ। অথ অনন্তরং তাং শ্রীরাধামুবাচ, মুগ্ধে! অতিকামিনি নিরতিশয়কামুকে কৃষ্ণে তব অয়মতুলঃ অতুলনীয়ঃ অনুপাধি নিরুপাধিকঃ বলীয়ান্ প্রেমা কথং বভূব সঞ্জাতঃ? যঃ জনঃ অভিজ্ঞঃ সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানশালী অপি অত্য-পদে অতি অস্থানে বিশ্বসিতি বিশ্বাসং করোতি সঃ স্বমাত্মানং স্বানাত্মীয়াংশ্চ দুনোতি দুঃখং দদাতি॥ ৩৯

শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল, তিনি বাক্য-প্রয়োগ করিতে পারি-লেন না। শ্রীরাধিকা স্বয়ং মৃদুল নিজ বসনাঞ্চল দ্বারা অশ্রুজলে পরিপ্লুত তাঁহার নয়ন ও বদন ধীরে ধীরে মুছাইয়া দিতে লাগি-লেন। এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণ আন্তরিক গভীর দুঃখের অভিনয়টিকে নিঃসন্দেহ-সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে এই প্রকার ক্রন্দনাদি আচরণ করিতেছেন॥ ৩৮

তখন সেই দেবাঙ্গনাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ, ক্ষণকাল এইভাবে থাকিয়া, অবশেষে ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক শ্রীরাধিকাকে বলিলেন—"অয়ি মুগ্ধে! অতিশয় কামুক কৃষ্ণে তোমার প্রেম কিরূপে

৪০। সৌন্দর্য শৌর্য্যবরসৌভগকীর্ত্তিলক্ষ্মী-
পূর্ণোঽপি সর্ব্বগুণরত্নবিভূষিতোঽপি।
প্রেমাবিবেচকতমত্বমসৌ বিভর্ত্তি
কামিত্বহেতুকমসৌ শ্রয়িতুং ন যোগ্যঃ॥

সৌন্দর্য্যেতি— অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ সৌন্দর্য্যশৌর্য্যবরসৌভগ-কীর্ত্তিলক্ষ্মীপূর্ণঃ সৌন্দর্য্যং রূপমাধুর্য্যং শৌর্য্যং বীরত্বং বরসৌভগ-মুৎকৃষ্ঠসৌভাগ্যং কীর্ত্তিঃ যশঃ এব লক্ষ্মীঃ তয়া পূর্ণঃ অপি সর্ব্বগুণ-রত্নবিভূষিতঃ সর্ব্বে গুণা এব রত্নানি তৈঃ বিভূষিতঃ অপি কামিত্ব-হেতুকং কামিত্বং হেতুঃ যস্য তথাভূতং প্রেমাবিবেচকতমত্বং প্রেম্নি বিবেচনারাহিত্যং বিভর্ত্তি,অতঃ অসৌ শ্রয়িতুমাশ্রয়িতুং ন যোগ্যো ভবতি॥ ৪০

হইল? জগতে তোমার এই প্রেমের তুলনা হয় না। এই প্রীতির মধ্যে কোনই উপাধি নাই—যাহা দ্বারা ইহা নষ্ট হইতে পারে এবং ইহার বেগ এত প্রবল যে—ইহা কোন প্রকারে প্রতিহত হয় না। যে জন জানিয়া শুনিয়া অযোগ্য-স্থানে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে আপনাকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে কেবল দুঃখই দান করে"॥ ৩৯

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ রূপমাধুর্য্য, বীরত্ব, শ্রেষ্ঠসৌভাগ্য ও যশঃ প্রভৃতি সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বগুণরত্নে বিভূষিত তথাপি প্রেমাবিবেচকতমত্ব অর্থাৎ প্রেম-বিবেচনায় অতিশয় অসামর্থ্যরূপ

৪১। তস্মিন্ দিনে বহু বিলস্য মুহুঃ প্রকাশ্য
প্রেম ত্বয়া সরভসং রজনৌ তু কুঞ্জে।
সঙ্কেতগামৃজুধিয়ং ভবতীং বিধায়
কাঞ্চিৎ পরাং স রময়ন্ কপটী জহৌ ত্বাম্ ॥

৪২। যত্ত্বং তদা ব্যলপ এব সখীস্তুদন্তী
বল্লীঃ পতত্রিবিততীরপি রোদয়ন্তী।

তস্মিন্নিতি—তস্মিন্ দিনে ত্বয়া সহ বহু বহুধা বিলস্য মুহুঃ সরভসং সৌৎসুক্যং প্রেম প্রকাশ্য রজনৌ রাত্রৌ তু কুঞ্জে ঋজুধিয়ং সরলমতিং ভবতীং সঙ্কেতগাং সঙ্কেতগামিনীং বিধায় সঃ কপটী শ্রীকৃষ্ণঃ কাঞ্চিৎ পরাং রমণীং রময়ন্ রন্তুং ত্বাং জহৌ তত্যাজ ॥৪১

যদিতি—হে আলি ত্বং তদা সখীঃ সখীজনান্ তুদন্তী পীড়-

একটি দোষে তাঁহার সকল গুণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতিশয় কামুকতাই এই দোষের মূল নিদান। অতএব এইপ্রকার ব্যক্তিকে কখনও আশ্রয় করা উচিত নহে ॥ ৪০

দেখ সেদিন দিবাভাগে তোমার সহিত বহুবিধ বিলাস করিয়া বারম্বার ঔৎসুক্যের সহিত তোমার প্রতি কৃত্রিম-প্রেম প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে সরলমতি তোমাকে রাত্রে কুঞ্জমধ্যে সঙ্কেত অনুসারে অভিসার করাইয়া, সেই ঘোর কপটী কৃষ্ণ অন্য কোন রমণীর সহিত রমণ করিবার নিমিত্ত তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৪১

সর্ব্বং তদালি! নিভৃতং ময়কান্যভালি
বংশীবটস্থিততয়া বলিতারুষৈব ॥
৪৩। রাসে তথৈব বিহরন্নপরা বিহায়
প্রেম ত্বয়ৈব সহসা প্রকটীচকার।

য়ন্তী বল্লীঃ লতাঃ পতত্রিবিততীঃ বিহগসমূহান্ অপি রোদয়ন্তী ক্রন্দন্তী সতী যৎ ব্যলপঃ বিলাপং কৃতবতী এব তৎ সর্ব্বং বলিতারুষা বৰ্দ্ধিত মর্ম্মপীড়য়া এব ময়কা ময়া বংশীবটতটস্থিত তয়া নিভৃতং গুপ্তং যথাস্যাত্তথা ন্যভালি দৃষ্টম্ ॥ ৪২

রাস ইতি—তথৈব রাসে ত্বয়া সহ এব বিহরন্ ক্রীড়ন্

সেই সময়ে তুমি যেরূপে বিলাপ করিতেছিলে, তাহা শ্রবণ করিয়া তোমার সখীবৃন্দ ব্যথিত হইতেছিলেন এবং বনের লতা ও পক্ষিগণ পর্য্যন্ত দুঃখের সহিত রোদন করিতেছিল। আমি বংশীবটে অবস্থান পূর্ব্বক অলক্ষিতভাবে অতিশয় মর্ম্মপীড়ার সহিত ঐ সকল দেখিতেছিলাম। এস্থলে এই সকল কথার তাৎপর্য্য এই যে—রাধিকার বিরহদশায় মোহনাখ্য-মহাভাবের উদয় হয়। ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষোভকারিত্ব এবং তির্য্যক্‌প্রাণির পর্য্যন্ত রোদনকারিত্ব এই মোহনাখ্য মহাভাবের কার্য্য। ইহা শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে স্থায়িভাব-প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে। এই জন্যই এস্থলেও বৃক্ষলতা ও পক্ষিগণ পর্য্যন্ত রোদন করিতেছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ৪২

স্থিত্বা ক্ষণং স ভবতীমমুচদ্বনান্ত-
রেকাকিনীং রতিভরশ্রমখিন্নগাত্রীম্ ॥
৪৪। তর্হি প্লুতং বিলপিতং গহনা চ মূর্চ্ছা
চেষ্টাপ্যতিভ্রমময়ী তব যদ্‌যদাসীৎ।

সহসা অপরাঃ অন্যাঃ গোপীঃ বিহায় ত্যক্ত্বা প্রেম ত্বৎপ্রতি প্রীতিং প্রকটীচকার প্রকাশিতবান্। ক্ষণং স্থিত্বা সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ রতিভর-শ্রমখিন্নগাত্রীং বিলাসপরিশ্রমেণ ক্লান্তং গাত্রং যস্যাস্তাং ভবতী-মেকাকিনীং বনান্তঃ বনমধ্যে অমুচৎ তত্যাজ ॥ ৪৩

তর্হীতি—তর্হি তদা তব প্লুতমুচ্চৈঃ বিলপিতং গহনা প্রগাঢ়া বিচ্ছেদরহিতা মূর্চ্ছা চ অতিভ্রমময়ী অতিশয়ভ্রান্তিপূর্ণা চেষ্টা অপি যৎ যৎ আসীৎ হা কষ্টং মে মম হৃদি অষ্টবিধয়া জন্ম-

---

দেবাঙ্গনাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—এই প্রকারে সেই রাসরজনীতে তোমার সহিত বিহার করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ অপর ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করতঃ কেবলমাত্র তোমাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়া তোমার প্রতি যথেষ্ট প্রীতি দেখাইয়াছিলেন কিন্তু ক্ষণকাল তোমার সহিত অবস্থান করিয়া, বিলাস পরিশ্রমে তুমি অতিশয় ক্লান্ত হইলে, তোমাকেও একা-কিনী সহসা বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন ॥ ৪৩

সেই সময়ে তোমার উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ, ঘন ঘন মূর্চ্ছা এবং অতিভ্রমময়-অপ্রকৃতিস্থ ভাবের চেষ্টা ইত্যাদি যে যে দশা

ব্যাপ্যৈব হা বহুজনূংষি হৃদি স্থিতং মে
তৎকষ্টমষ্টবিধয়ৈব তনোঃ প্রকৃত্যা ॥
৪৫। দেবীজনোঽস্মি হৃদি মে ক্ব নু কষ্টমাসীদ্-
দৈবাদ্ যশস্বিনি ! বভূব ভবদ্দিদৃক্ষা।
মামাগময্য বত সাকৃত কীলবিদ্ধাং
যস্যাস্তি নৈব সখি ! নির্গমনেঽপ্যুপায়ঃ ॥

মৃত্যুজরাদ্যষ্টপ্রকারয়া তনোঃ দেহস্য প্রকৃত্যা স্বভাবেন সহৈব বহুজনূংসি বহুজন্মানি ব্যাপ্যৈব স্থিতম্ ॥ ৪৪

দেবীতি—অয়ি যশস্বিনি ! অথ দেবীজনঃ অস্মি· মম হৃদি ক্ব নু কষ্টম্ আসীৎ, হে সখি ! দৈবাৎ সহসা (মম)ভবদ্দিদৃক্ষা তব দর্শনেচ্ছা বভূব বত খেদে· সা দিদৃক্ষা আগময্য মাং কীলবিদ্ধাং শেলবিদ্ধাম্ অকৃত, কৃতবতী, হে সখি ! যস্য কীলস্য নির্গমনেঽপি বহিঃনিষ্কাসনেঽপি উপায়ো নাস্ত্যেব ॥ ৪৫

হইয়াছিল. অহো ! কি দুঃখের কথা, তাহা আমি বহুজন্ম পর্যন্ত জন্ম, মৃত্যু, জরা প্রভৃতি দেহের যে আট প্রকার অবস্থা তাহার কোনটিতেও বিস্মৃত হইতে পারিব না, এই দুঃখ আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে ॥ ৪৪

অয়ি যশস্বিনি ! আমি দেবী, আমার হৃদয়ে কি কষ্ট থাকিতে পারে ? কিন্তু হায় ! দৈবাৎ কোন্ অশুভক্ষণেই তোমাকে দেখিবার বাসনা আমার হৃদয়ে হইয়াছিল। সেই

৪৬। সন্দানিতং ত্বয়ি মনো ন দিবং প্রয়াতুং
স্থাতুঞ্চ নাত্র তিলমাত্রমপীত্থমীষ্টে।
উদ্‌ঘূর্ণতে প্রতিপদং ন পদং লভেত
অদ্যাভবং ত্বয়ি চিরাৎ প্রকটীকৃতাত্মা॥

সন্দানিতমিতি—ত্বয়ি সন্দানিতং বদ্ধং মনঃ দিবং স্বর্গং ন প্রযাতুং গন্তুং ন চাত্র তিলমাত্রং ক্ষণকালমপি ইত্থং শোকশঙ্কুবিদ্ধ-ত্বয়া স্থাতুমীষ্টে প্রতিপদমুদ্‌ঘূর্ণতে উদ্‌ঘূর্ণাযুক্তং ভবতি পদং স্থিরতাং ন লভতে, ইতি হেতোঃ চিরাৎ বহুকালানন্তরমদ্য ত্বয়ি প্রকটীকৃতাত্মা আত্মানং প্রকাশিতবানহমিত্যর্থঃ॥ ৪৬

বাসনাই আমাকে এখানে আনয়ন করাইয়া আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়াছে। হে সখি! এই শেল আমার হৃদয় হইতে কিরূপে নির্গত হইবে তাহার কোন উপায়ও দেখিতেছি না। এই সকল শ্লোকে দেবাঙ্গনা-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের নিন্দা-বাদ করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীরাধিকার শ্রী-কৃষ্ণের প্রতি যে প্রীতি, তার গভীরত্ব পরীক্ষা করা, এই প্রকারে নিন্দাশ্রবণেও যদি তাঁর প্রীতি ভগ্ন বা বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত না হয়, তবেই জগতে সেই প্রীতির উৎকর্ষ খ্যাপিত হইবে। আর এই-প্রকার নিন্দা শ্রবণে প্রেমিকামুকুটমণি শ্রীরাধিকার প্রেমবাসিত গম্ভীর হৃদয় হইতে উত্থিত রসময় বাক্যসুধা পান করিবার লাল-সাতেই শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার ভাষা প্রয়োগ করিতেছেন॥ ৪৫

৪৭। কৃষ্ণাৎ পুনর্ব্বহু বিভেমি ন ধর্ম্মলোক-
লজ্জে দয়াধ্বনি কদাপি ন পান্থতাস্য।
বাল্যে স্ত্রিয়াস্তরুণিমন্যচিরাদ্বৃষস্য
বৎসস্য মধ্যমনু যো ব্যধিতৈব হিংসাম্॥

কৃষ্ণাদিতি—কৃষ্ণাৎ পুনঃ বহুবিভেমি, যতঃ অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধর্ম্মলোকলজ্জে ধর্ম্মশ্চ লোকলজ্জা চ তে উভে অপি ন স্তঃ দয়াধ্বনি কৃপামার্গে কদাপি পান্থতা পথিকতা চ নাস্তি। যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বাল্যে শৈশবকালে স্ত্রিয়াঃ পুতনায়াঃ তরুণিমনি কৈশোরে অচিরাৎ প্রথমভাগে বৃষস্য বৃষাসুরস্য মধ্যমনু পৌগণ্ডে বৎসস্য বৎসাসুরস্য হিংসাং ব্যধিত অকরোৎ এব॥ ৪৭

তিনি আরও বলিতে লাগিলেন—সখি! আমার চিত্ত তোমাতে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছিল যে—আমি তোমার এই প্রকার দুঃখ দেখিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইতে পারিতেছি না। অথচ এইস্থানে এইপ্রকারে শোকার্ত্তচিত্তে অবস্থান করিতেও পারিতেছি না। আমার মন প্রতিপদে উদ্‌ঘূর্ণাযুক্ত হইয়া কোনরূপেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছে না। এই সব কারণে আমি বহুদিনের পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মনের কথা প্রকাশ করিলাম॥ ৪৬

বিশেষতঃ আমি শ্রীকৃষ্ণ হইতে অত্যন্ত ভীতা হইতেছি, কারণ শ্রীকৃষ্ণে ধর্ম্ম ও লোকলজ্জা একেবারেই নাই এবং তিনি

৪৮। গান্ধর্ব্বিকাহ সুভগে ! ত্বয়ি কাপি শক্তি-
রাকর্ষিণী কিল হরাবিব সন্ততাস্তি।
যন্নিন্দসি প্রিয়তমং তদপি প্রকামং
মচ্চিত্তমাত্মনি করোষ্যনুরক্তমেব ॥

গান্ধর্ব্বিকেতি—গান্ধর্ব্বিকা শ্রীরাধিকা আহ অয়ি সুভগে ! সৌভাগ্যশালিনি ! হরৌ শ্রীকৃষ্ণে ইব ত্বয়ি কাপি অনির্বচনীয়া আকর্ষিণী আকর্ষণকারিণী শক্তিঃ সন্ততা অব্যভিচারিণী অস্তি, যৎ যস্মাৎ প্রিয়তমং শ্রীকৃষ্ণং নিন্দসি, তদপি মচ্চিত্তং প্রকামং যথেষ্ট-মাত্মনি ত্বয়ি অনুরক্তং প্রীতিমন্তমেব করোষি ॥ ৪৮

কখনও দয়ার পথে পদার্পণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অর্থাৎ তিনি অতিশয় পাষাণ-হৃদয়। তিনি বাল্যকালে স্ত্রীবধ অর্থাৎ পূতনা রাক্ষসীকে নিধন করিয়াছেন, কৈশোরে বৃষ (অসুর) হত্যা এবং পৌগণ্ডে গোবৎস (অসুর) হত্যা করিয়াছেন। এই প্রকার বাল্যকাল হইতেই তিনি ভীষণ অত্যাচারী এবং ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য করিতেছেন ॥ ৪৭

দেবাঙ্গনাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণনিন্দা-পূর্ণবাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকা বলিলেন—“অয়ি সৌভাগ্য-শালিনি! আমার প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের এমন একটি অপূর্ব্ব চিত্তাকর্ষিণী শক্তি আছে যে, তিনি অনেক সময় অনেক দুঃখদায়ক কার্য্য করিলেও, আমি আমার চিত্তকে তাঁহার উপরে বিরক্ত

করিতে পারি নাই। কতবার ভাবিয়াছি, আর তাঁহাকে ভাল বাসিব না, কিন্তু তাঁহাকে দর্শনমাত্র সব ভুলিয়া গিয়াছি। আমি এক্ষণে দেখিতেছি তোমারও সেই প্রকারের একটি শক্তি আছে। নচেৎ তুমি আমার প্রাণকোটিশ্রেষ্ঠ শ্রীব্রজরাজকুমারের এত নিন্দা করিতেছ, তথাপি এখনও আমার চিত্তকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক আমাকে তোমার প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত করিতেছ। প্রিয়জনের নিন্দাকারী ব্যক্তিকে প্রীতিকরা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। অলৌকিক শক্তিদ্বারা যন্ত্রিত না হইলে, ইহা সম্ভবপর হয় না। নিরুপাধি প্রেমের ইহাই স্বভাব। ইহা সঞ্জাত হইলে সহজে ইহার ধ্বংস হয় না; এই প্রীতি এত গাঢ় যে, পর কর্ত্তৃক নিন্দা প্রভৃতি দ্বারা ইহা তরল হয় না। যথা শ্রীভবভূতি রচিত শ্রীউত্তম রাম-চরিত গ্রন্থে—

কইঅব রহিঅং পেম্মং নহি হোই মানুষে লোকে।
জই হোই কস্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জীঅই॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই বাক্যের অনুবাদ করিতেছেন—

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম   যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ   না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হইলে কেহো না জীয়য়॥

মধ্য। ২য় পরিচ্ছেদ।॥ ৪৮

৪৯। ত্বং মে সখী ভবসি চেন্ন দিবং প্রয়াসি
নিত্যস্থিতিং ব্রজভুবীহ ময়া করোষি।
তৎ প্রেমরত্নবরসম্পুটমুদ্‌ঘটয্য
ত্বাং দর্শয়ামি তদৃতে ন সমাদধামি ॥

৫০। হন্তাধুনাপি নহি বিশ্বসিষি প্রসীদ
দাসী ভবামি কিমু মাং নু সখীং করোষি।

ত্বমিতি—চেৎ যদি ত্বং মে মম সখী ভবসি দিবং স্বর্গং ন প্রয়াসি, ইহ ব্রজভুবি ময়া সহ নিত্যস্থিতিং করোষি, তৎ তর্হি প্রেমরত্নবরসম্পুটং প্রেমরত্নরূপস্য শ্রেষ্ঠরত্নস্য কোষমুদ্‌ঘটয্য উন্মুচ্য ত্বাং দর্শয়ামি, তদৃতে অন্যথা ন সমাদধামি সমাধানং কর্ত্তুং ন শক্নোমি ইতি ভাবঃ ॥ ৪৯

শ্রীরাধিকা বলিতে লাগিলেন—"অয়ি সুন্দরি! যদি তুমি আমার সখী হও এবং স্বর্গে আর না গিয়া এই ব্রজভূমিতেই নিত্য আমার সহিত অবস্থান কর, তবে প্রেমরূপ মহারত্নের সম্পুট উন্মুক্ত করিয়া তোমাকে দেখাইতে পারি। অর্থাৎ আমাদের পরস্পর প্রেম জিনিষটি কি? মুখে বলিয়া বুঝান যায় না, কার্য্য দেখিয়া বুঝিতে হয়। একত্রে না থাকিলে আমি কেমন করিয়া তাহা বুঝাইব এবং কি ভাবে তোমার এই সন্দেহের সমাধান করিব। আমি এত দুঃখ ভোগ করিয়াও কেন শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি করিতে বিরত হই না, তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে ॥ ৪৯

ত্বং শাধি সাধু খিন্নু বা তুদ বা গতির্ম্মে
রাধে! ত্বমেব শপথং করবাণি বিষ্ণোঃ ॥

হন্তেতি—দেবাঙ্গনাবেশধারি শ্রীকৃষ্ণঃ আহ হন্ত খেদে অধুনাপি এতাবন্তং কালং পরিচয়েঽপি নহি বিশ্বসিষি নু ভোঃ রাধে! মাং সখীং করোষি কিমু. ইতি দূরে আস্তামহং তব দাসী ভবামি, ত্বং প্রসীদ প্রসন্না ভব মাং সাধু যথাস্যাত্তথা শাধি আজ্ঞাপয়, অহং বিষ্ণোঃ শপথং করবানি, ত্বং মাং খিন্নু প্রীণয় বা তুদ ব্যথয় বা হে রাধে! ত্বমেব মে মম গতিঃ ভবসি ॥ ৫০

দেবাঙ্গনাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হায় হায়! এতক্ষণ পর্য্যন্ত পরিচয় হওয়ার পরেও আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস হইতেছে না। হে রাধে! তুমি আমাকে তোমার সখী হইতে বলিতেছ, ইহা অতি দূরের কথা, আমি তোমারই দাসী হই। আমার প্রতি প্রসন্না হও। সর্ব্ববিষয়ে আমাকে শাসন কর। তুমি আমাকে অনুগ্রহই কর, আর নিগ্রহই কর, আমি শ্রীবিষ্ণুর শপথ করিয়া বলিতেছি—হে রাধে! তুমিই আমার একমাত্র গতি।" এই কথাটি অতিশয় সত্য, কারণ মাদনাখ্য-মহাভাব বিনা শৃঙ্গাররসরাজ শ্রীকৃষ্ণের অসীম সম্ভোগলালসা পূর্ণ করা খণ্ডিতভাবে অসম্ভব ॥ ৫০

৫১। বক্তুং তদা প্রববৃতে বৃষভানুনন্দি-
ন্যাকর্ণ্য তাং বিবিদিষামিহ চেদ্দধাসি।
প্রেমেয়দেবমিদমেষ ন চেদমেতৎ
যো বেদ বেদবিদসাবপি নৈব বেদ॥

বক্তুমিতি—তাং বাচমাকর্ণ্য শ্রুত্বা তদা বৃষভানুনন্দিনী বক্তুং প্রববৃতে প্রবৃত্তা অভবৎ। চেৎ যদি ইহ অস্মদীয় প্রেম-বিজ্ঞানে বিবিদিষাং জিজ্ঞাসাং দধাসি ধারয়সি তদা শৃণু—ইয়ৎ প্রমাণতঃ এবং প্রকারতঃ ইদমেব স্বরূপতঃ ন চ ইদম্ ইতি এতদ্ যঃ বেদ জানাতি অসৌ বেদবিৎ বেদজ্ঞঃ অপি তৎ নৈব বেদ জানাতি॥ ৫১

এই কথা শুনিয়া বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা বলিতে আরম্ভ করিলেন—"অয়ি সখি! যদি তোমার আমাদের প্রেমের কথা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ কর। প্রেমের পরিমাণ এই, প্রেম এই প্রকার, ইহাই প্রেমের স্বরূপ, অথবা ইহা প্রেমের স্বরূপ নহে, এই কথা যিনি বলেন, তিনি বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও প্রেমের বিষয় কিছুই জানেন না।" এস্থলের তাৎপর্য্য এই যে—প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়। যে সময়ে হৃদয়ে বিচার করিবার যোগ্যতা থাকিবে, সেই সময়ে তথায় প্রেমের স্থিতি হইতে পারে না। বিষয়ান্তর-বিচারের কথা দূরে থাক্, এমন কি প্রীতি-স্বরূপ-বিচারশীল ব্যক্তিও প্রীতির অধি-

৫২। যো বেদয়েদ্বিবিদিষুং সখি! বেদনং যৎ
যা বেদনা তদখিলং খলু বেদনৈব।
প্রেমা হি কোঽপি পর এব বিবেচনে স-
ত্যন্তর্দধাত্যলমসাববিবেচনেঽপি॥

যো বেদয়েদিতি—হে সখি! যঃ জনঃ বিবিদিষুং বেত্তু-মিচ্ছুকং জনং বেদয়েৎ জ্ঞাপয়েৎ যৎ বেদনং জ্ঞাপনং যা বেদনা অনুভবঃ চ তৎ অখিলং খলু বেদনা বিড়ম্বনা এব। প্রেমা হি নিশ্চয়ে কোঽপি অনির্ব্বচনীয়ঃ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ বস্তু এব বিবেচনে বিচারে সতি অন্তর্দধাতি। অসৌ প্রেমা অবিবেচনেঽপি অল-মন্তর্দধাতি॥ ৫২

কারী হইতে পারে না। কারণ প্রেমবস্তুটি অন্য-নিরপেক্ষ এবং স্বয়ংবেদ্য। একমাত্র প্রিয়জন-সুখকামিতা ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান হৃদয়ে থাকিলে সে স্থানে প্রেমের আবির্ভাব হয় না। কি করিলে প্রণয়ী সুখী হয় এই চিন্তায় তন্ময় হওয়ার অবস্থার নামই প্রেম। এই অবস্থায় বিচারবোধ থাকিতে পারে না। যিনি বিচার করেন, তিনি প্রেমের অনুভব পান নাই। প্রেমের উপ-লব্ধি থাকিলে বোধান্তর জন্মিত না। বিচারের দ্বারা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হওয়া যায় কিন্তু প্রেমজ্ঞ হওয়া যায় না॥ ৫১

হে সখি! যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন একজন প্রেম-তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে প্রেম বুঝাইবার চেষ্টা করেন, তবে

তিনি যাহা বুঝাইবেন এবং তাঁহার উক্তিতে যাহা অনুভব হইবে তৎসমুদয়ই কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। প্রেম একটি অনির্ব্বচনীয় শ্রেষ্ঠ বস্তু। ইহাকে বিচার করিলেও অন্তর্হিত হয় এবং অবিচার করিলেও ইহা অতিশয় অন্তর্হিত হয়। এস্থলের তাৎপর্য্য এই যে—প্রেমবস্তুটি স্বানুভব-সম্বেদ্য এবং নিরুপম। ইহা ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না এবং নিজের হৃদয়ে ইহার আবির্ভাব না হইলে, অন্যের মুখে শ্রবণ করিয়াও ইহা বোধগম্য হয় না। অতএব প্রেম বুঝাইবার বা বুঝিবার চেষ্টা নিষ্ফল পরিশ্রম মাত্র। কারণ পদার্থবোধ উপলব্ধি-সাপেক্ষ্য। বিচার করিলে প্রেম অন্তর্হিত হয়, এ বিষয়টি পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ হৃদয় যেকালে বিচারতৎপর থাকে, তৎকালে প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে না, এবং প্রেম আবির্ভাবের পরেও যদি হৃদয়ে বিচারবুদ্ধি জাগরিত হয়, তবে তখন আর তথায় প্রেম থাকিতে পারে না। আর বিচার না করিলেও প্রেম অন্তর্হিত হয়। অর্থাৎ প্রেম আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থায় যদি বিচার-পূর্ব্বক চিন্তা করা না যায়—"কি করিলে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হয়" তবে প্রেম আবির্ভূত হয় না। কারণ স্বভাবতঃ অন্তরে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্য করিবার যে প্রবৃত্তি তাহারই নাম প্রেম। বিচারপূর্ব্বক চিন্তা না করিলে এই আনুকূল্য-অনুশীলনময়ী প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে না। কিসে তাঁহার সুখ হয়, কিসে তাঁহার দুঃখ হয়, ইহা বিচার না করিলে যথেচ্ছাচারিতা আসিয়া

৫৩। দ্বাভ্যাং যদা রহিতমেব মনঃ স্বভাব-
সিংহাসনোপরি বিরাজতি রাগি শুদ্ধম্।
তচ্চেষ্টিতৈঃ প্রিয়সুখে সতি যৎ সুখং স্যাৎ
তচ্চ স্বভাবমধিরূঢ়মবেক্ষয়েৎ তম্॥

দ্বাভ্যামিতি—যদা রাগি রাগযুক্তং শুদ্ধমন্যাভিলাষিতা-শূন্যং মনঃ বিবেচনাবিবেচনাভ্যাং রহিতং সৎ স্বভাবসিংহাসনোপরি বিরাজতি, তচ্চেষ্টিতৈঃ প্রিয়সুখে সতি প্রিয়জনস্য সুখে সঞ্জাতে সতি যৎ সুখং স্যাৎ তচ্চ সুখং স্বভাবম্ অধিরূঢ়মারূঢ়ং সৎ তং প্রেমানমবেক্ষয়েৎ দর্শয়েৎ॥ ৫৩

যায়। অতএব প্রেম আসিতে পারে না॥ ৫২

যখন চিত্ত রাগযুক্ত হয়—যখন চিত্তে একমাত্র প্রিয়সুখ-তাৎপর্য্য ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ থাকে না এবং যখন চিত্ত বিচার ও অবিচার এই উভয় বিবর্জ্জিত হয়, আর এই অবস্থাগুলি যদি স্বভাবরূপ সিংহাসনের উপর বিরাজ করে, তবে সেই সময়ে প্রিয়জনকে সুখী দেখিলে যে সুখ হয়, সেই সুখ স্বভাবে অধিরূঢ় হইয়া স্বাভাবিক চেষ্টাসমূহদ্বারা প্রেমকে দেখাইয়া দেয়। এস্থলের তাৎপর্য্য এই যে—প্রেমের উদয়ে চিত্তের কতকগুলি বিশেষ অবস্থা হয়। যেমন তৎকালে চিত্ত রাগযুক্ত হয়। অতিশয় দুঃখের কারণ বস্তুও প্রিয়জন-লাভের সম্ভাবনায় প্রণয়োৎকর্ষহেতু চিত্তের যে অবস্থায় পরম সুখরূপে অনুভূত হয় এবং প্রিয়জ

৫৪ লোকদ্বয়াৎ স্বজনতঃ পরতঃ স্বতো বা
প্রাণপ্রিয়াদপি সুমেরুসমা যদি স্যুঃ।

লোকেতি—লোকদ্বয়াৎ ইহলোকাৎ পরলোকাচ্চ স্বজনতঃ আত্মীয়জনাৎ পরতঃ স্বতঃ দেহাদেঃ বা প্রাণপ্রিয়াৎ প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তমজনাৎ অপি যদি সুমেরুসমাঃ অপরিমিতাঃ ক্লেশাঃ

প্রাপ্তির অসম্ভাবনায় সুখ ও দুঃখরূপে অনুভূত হয়, চিত্তের সেই অবস্থাকে রাগ বলে।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে রাগের লক্ষণও তাহাই বলিয়াছেন—

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

প্রেমের উদয়ে চিত্তের অপর একটি অবস্থার কথা বলিতেছেন যে—তখন চিত্ত শুদ্ধ হইবে, অর্থাৎ প্রিয়জন-সুখ-তাৎপর্য্য ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষই তখন চিত্তে উদিত হইবে না। তৃতীয় অবস্থা—চিত্ত বিচার-অবিচার উভয় রহিত হইবে, অর্থাৎ এমন কি প্রেমের পরিচয় করিবার বৃত্তিও চিত্ত হইতে উঠিয়া যাইবে। কিন্তু চিত্তের এই অবস্থাগুলি স্বাভাবিক হওয়া প্রয়োজন। চেষ্টা দ্বারা এই জাতীয় কৃত্রিম অবস্থা প্রকাশ হইলে, তাহাকে প্রেম বলা যায় না। প্রেমের স্বাভাবিক অনুভাব বা সাত্ত্বিক ভাব দেখিয়া প্রেমের পরিচয় হয়। প্রেম বুঝিতে হইলে ইহা ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় নাই। প্রণয়ীজনকে সুখী

ক্লেশাস্তদাপ্যতিবলী সহসা বিজিত্য
প্রেমৈব তান্ হরিরিভানিব পুষ্টিমেতি ॥

ম্বাঃ তদাপি অতিবলী মহাপ্রতাপান্বিতঃ প্রেমা তান্ ক্লেশান্ সহসা বিজিত্য ইভান্ করীন্ বিজিত্য পরাভূয় হরিঃ সিংহ ইব পুষ্টিমেতি প্রাপ্নোতি ॥ ৫৪

দেখিলে যখন স্বভাবতঃ হৃদয়ে সুখ সঞ্জাত হয়, তখনই এই সকল অনুভাবাদির প্রকাশ পায় এবং তখনই বুঝা যায় যে এই ব্যক্তির প্রেম হইয়াছে ॥ ৫৩

সিংহ যেমন হস্তিসমূহকে পরাজয় করিয়া তাহাদের দ্বারাই নিজে পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে, সেই প্রকার ইহলোক, পরলোক, আত্মীয়-স্বজন, শত্রুবর্গ, নিজদেহ বা দেহ-সম্বন্ধীয় বিষয়সকল হইতে এমন কি যাহাকে প্রীতিকরা হইতেছে, সেই প্রাণশ্রেষ্ঠ প্রণয়ী হইতেও যদি সুমেরুপর্ব্বত-তুল্য অপরিমিত গুরুতর ক্লেশও উপস্থিত হয়, তথাপি অতিশয় বলবান্ প্রেম ক্লেশসমূহকে পরাভব করিয়া তাহাদের দ্বারাই স্বয়ং পুষ্টিলাভ করে। শ্রীরাধিকার এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে—প্রেমপদার্থটি অপ্রতিহত-প্রভাব সম্পন্ন। ইহা একবার প্রকাশ পাইলে, আর শত সহস্র বাধাতেও বাধিত হয় না। ইহলোকের সুখ-সাচ্ছন্দ্য এবং পরলোকে ধর্ম্ম বা স্বর্গাদি লাভের চিন্তা করিতে অবকাশ থাকে না। আত্মীয়গণের তিরস্কার ও শত্রুগণের নিন্দা কর্ণে স্থান পায় না।

নিজ দেহ-রক্ষা ব্যাপারেরও বিস্মৃতি আনিয়া দেয়। এমন কি প্রণয়ী ব্যক্তি নিজেও প্রীতিভঙ্গের চেষ্টায় তাহারা প্রীতি উপেক্ষা করে, তথাপি প্রেম কখনও প্রতিহত হয় না। কারণ শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থোক্ত প্রেমের লক্ষণ এই—

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংস-কারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥

যুবক যুবতীর যে ভাববন্ধন সর্ব্বপ্রকার ধ্বংসের কারণ সত্ত্বেও ধ্বংস হয় না, সেই ভাব বন্ধনই প্রেম নামে অভিহিত হয়। বিবিধ ক্লেশের দ্বারা প্রেম বাধিত তো হয়ই না, বরং তাহা আরও পুষ্টিলাভ করে। যেমন স্রোতস্বিনী নদীর প্রবাহে বাধা দিলে, জলপ্রবাহ ঐ বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া আরও দ্বিগুণ বেগে চলিতে থাকে, তেমনই প্রেম যত বাধা প্রাপ্ত হয়, ততই প্রণয়িজনের প্রতি চিত্তের আকর্ষণ আরও অধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহাতে প্রেমের বেগ আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। রসশাস্ত্রের আদি গুরু মহামুনি ভরতও এইপ্রকার কথা বলেন—

বহুবার্য্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ।
যা চ মিথো দুর্ল্লভতা সা মন্মথস্য পরমা রতিঃ॥

যে প্রেমে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বহু প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়—যাহাতে নায়ক-নায়িকার প্রচ্ছন্ন-কামুকতা এবং যে রতি পরস্পর দুর্ল্লভতাময়ী, তাহাকেই মন্মথ-সম্বন্ধীয় পরমা প্রীতি বলা হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে—প্রেম বাধা-প্রাপ্তিতেও স্থগিত না

৫৫। স্নিগ্ধাঙ্গকান্তিরথ গর্ব্বধরোঽত্যভীতো
বিশ্রম্ভবান্ স্বপিতি কিং গণয়েদসৌ তান্।
কণ্ঠীরবঃ শুন ইবাভিভবন্ সরাগ-
স্তেষ্বেব রাজতিতমাং তমসীব দীপঃ ॥

স্নিগ্ধাঙ্গেতি—স্নিগ্ধাঙ্গকান্তিঃ স্নিগ্ধদেহকান্তিযুক্তঃ অথ গর্ব্ব-ধর অত্যভীতঃ নির্ভয়ঃ কণ্ঠীরবঃ সিংহ বিশ্রম্ভবান্ বিশ্বস্তঃ অসৌ প্রেমা শুনঃ কুক্কুরান্ অভিভবন্ পরাভবন্ স্বপিতি নিদ্রাং যাতি, তান্ কিং গণয়েৎ ? সরাগঃ স তমসি অন্ধকারে দীপঃ ইব তেষু ক্লেশেষু এব রাজতিতমাম্ অতিশয়েন্ শোভতে এব ॥ ৫৫

হইয়া উত্তরোত্তর উজ্জ্বল হইতেই থাকে ॥ ৫৪

স্নিগ্ধদেহকান্তিবিশিষ্ট গর্ব্বান্বিত বিশ্বাসশীল সিংহ যেমন নিঃসন্দেহে নির্ভয়ে নিদ্রা যায়, সেই প্রকার যে প্রেম স্নেহগুণ-বিশিষ্ট, যাহাতে মানোত্থ-গর্ব্ব প্রকাশ পায় এবং প্রণয় যাহার অবস্থাবিশেষ, অর্থাৎ "আমারই প্রিয়" এই প্রকার মদীয়তা অভিমানে পূর্ণ ভাবময় যে প্রেম—তাহার কোন প্রকারেই ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব তাহা প্রণয়ী হৃদয়ে নিশ্চল-ভাবে বিরাজিত থাকে। আর সিংহ যেমন কুক্কুরসকলকে গ্রাহ্যই করে না, সেই প্রকার এই প্রেম কুক্কুরসদৃশ তুচ্ছ ক্লেশসমূহকে গণনাই করে না, পরন্তু তাহাদিগকে পরাভব করিয়া বিরাজিত হয়। অন্ধকারের মধ্যে দীপের যেমন উজ্জ্বলতা বর্দ্ধিত হয়, সেই

৫৬। লাম্পট্যতো নবনবং বিষয়ং প্রকুর্ব্ব-
নাস্বাদয়ন্নতিমদোদ্ধুরতাং দধানঃ।
আহ্লাদয়ন্নমৃতরশ্মিরিব ত্রিলোকীং
সন্তাপয়ন্ প্রলয়সূর্য্য ইবাবভাতি॥

লাম্পট্যতঃ ইতি—লাম্পট্যতঃ বহুনায়িকাভিগমনরূপলম্পটতাহেতোঃ বিষয়ং নবং নবং প্রকুর্ব্বন্ আস্বাদয়ন্ অতিমদোদ্ধুরতামতিমদাধিক্যং দধানঃ আহ্লাদয়ন্ অমৃতরশ্মিঃ চন্দ্রঃ ইব ত্রিলোকীং সন্তাপয়ন্ প্রলয়সূর্য্য ইব অবভাতি প্রকাশতে॥ ৫৬

প্রকার ক্লেশসমূহের মধ্যে প্রেমের মাহাত্ম্য আরও অত্যধিক রূপেই প্রকাশিত হয়, তাহাতে তাহা ক্ষুণ্ণ হয় না॥ ৫৫

সখি! লাম্পট্যহেতু এই প্রেম প্রিয়তমকে ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপে আস্বাদন করাইয়া থাকে এবং অতিশয় মদাধিক্য বিধান করিয়া ত্রিলোকীকে চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদিত ও প্রলয়-কালীন সূর্য্যের ন্যায় সন্তাপিত করিয়া দীপ্তিমান হয়। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে—বহু নায়িকায় নিষ্ঠা থাকার জন্য নায়কপ্রীতি ক্ষণে ক্ষণে নব নব নায়িকাপ্রাপ্তির লালসায় উৎকণ্ঠা জন্মাইয়া নব নব ভাবের আস্বাদনদানে নায়ককে উৎফুল্ল করিয়া তুলে। নায়িকাপ্রীতিও অন্যত্রাভিগত-নায়কের অপ্রাপ্তিহেতু বিরহদশা প্রাপ্ত হইয়া নায়িকাকে অতীত ও ভবিষ্যৎ বিবিধ সম্ভোগের সুখস্বপ্ন প্রদান করতঃ তাহাকে এক অভূতপূর্ব্ব আস্বাদনসাগরে

৫৭। এনং বিভর্ত্তি সখি! কঃ খলু গোপরাজ

স্নূনুং বিনা ত্রিভুবনে তদুপর্য্যধোঽপি।

প্রেমাণমেনমলমেণদৃশোঽন্ববিন্দ-

ন্নত্রৈব গোষ্ঠভুবি কাশ্চন তারতম্যাৎ॥

এনমিতি—হে সখি! গোপরাজ স্নূনুং শ্রীকৃষ্ণং বিনা ত্রিভুবনে তদুপর্য্যধোঽপি তস্য ত্রিভুবনস্য উপরি মহরাদিলোকে অধঃ রসাতলাদৌ চ অপি কঃ জনঃ খলু নিশ্চয়ে এনং প্রেমাণং বিভর্ত্তি ধারয়তি অত্র এব গোষ্টভুবি বৃন্দাবনে কাশ্চন এণদৃশঃ হরিণেক্ষণাঃ গোপ্যঃ ভাবস্য তারতম্যাৎ এণং প্রেমাণম্ অলমত্যর্থম্ অন্ববিন্দন্ আস্বাদিতবত্যঃ॥ ৫৭

নিমজ্জিত করে। চন্দ্র যেমন নিজ জ্যোৎস্নায় ত্রিভুবন সুশীতল করে, সেই প্রকার প্রেম সম্ভোগ-অবস্থায় নায়কনায়িকাকে অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন দান করে। তজ্জন্য তাহাদের চক্ষে ত্রিভুবনও আনন্দময় বলিয়া অনুমিত হয়। আর বিরহাবস্থায় সেই প্রেমই কোটি দাবানল হইতেও সমধিক যন্ত্রণাপ্রদ হইয়া প্রত্যেক বস্তুটিকে জ্বালাময় করিয়া প্রতীয়মান করে॥ ৫৬

প্রিয়সখি! এই ত্রিভুবনমধ্যে অথবা ত্রিভুবন উর্দ্ধে মহঃ আদিলোকে এবং অধোলোকে রসাতল প্রভৃতিতে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণব্যতীত এই প্রেম ধারণ করিবার যোগ্যপাত্র আর কে আছে? এই ব্রজভূমিতে কতিপয় মৃগনয়না ভাবের তারতম্য-

নুসারে এই প্রেম আস্বাদন করিতেছে। এ স্থলের তাৎপর্য্য এই যে—সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিশ্চিন্ত না হইলে এবং অসাধারণ স্বরূপ-গত-ধর্ম্মজনিত অভিমান ত্যাগ করিতে না পারিলে কখনও প্রেম-বান্ হওয়া যায় না। মানুষমাত্রেই কখনও প্রেমিক হইতে পারে না। কারণ সে সর্ব্বদাই কাল, কর্ম্ম মায়া ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অতএব নিশ্চিন্তভাবে কাহাকেও প্রেম করিতে পারে না। গুণাবতার পুরুষাবতার হইতে আরম্ভ করিয়া পর-ব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণ পর্য্যন্ত যত শ্রীভগবৎস্বরূপবৃন্দ আছেন, সকলেই পরম স্বতন্ত্র হইলেও নিজে সাধুপরিত্রাণ ধর্ম্মসংস্থাপনাদি ও সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে ব্যস্ত এবং সকলেই ভগবদভিমানী, অতএব ক্ষণকালের জন্যও নিশ্চিন্ত হইতে বা নিজ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিতে পারেন না। সুতরাং কাহারও সহিত সরলভাবে প্রেম করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশান্তর শ্রীমথুরানাথ ও শ্রীদ্বারকা-নাথ পর্য্যন্ত এজন্য যথার্থ প্রীতি করিতে পারেন না। কিন্তু শ্রী-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত, কারণ তিনি নিজে রাজা নহেন রাজপুত্র এবং কাহাকেও প্রীতি করিবার কালে নিজের ভগবত্তা পর্য্যন্ত ভুলিয়া থাকেন। এই জন্য তিনিই একমাত্র প্রেমিক হইবার যোগ্য। আর সম্পূর্ণরূপে অন্যাভিলাষ এমন কি স্বসুখানুসন্ধানের লেশমাত্র হৃদয়ে থাকিতে কখনও যথার্থ প্রেমিকা হওয়া যায় না। একমাত্র ব্রজগোপী ব্যতীত অন্যত্র এই প্রকার ভাব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কারণ তাঁহারা লোকধর্ম্ম,

৫৮। প্রেমা হি কাম ইব ভাতি বহিঃ কদাচি-
ত্তেনামিতং প্রিয়তমঃ সুখমেব বিন্দেৎ।
প্রেমেব কুত্রচিদবেক্ষ্যত এব কামঃ
কৃষ্ণস্তু তং পরিচিনোতি বলাৎ কলাবান্ ॥

প্রেমেতি—কদাচিৎ প্রেমা অপি কাম ইব বহির্ভাতি বহিঃ প্রকাশতে, প্রিয়তমঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তেন কামেন অমিতমপরিমেয়ং সুখমেব বিন্দেৎ। কুত্রচিত্র জনে কামঃ এব প্রেমা ইব অবেক্ষ্যতে দৃশ্যতে, কলাবান্ বিদগ্ধশিরোমণিঃ কৃষ্ণঃ তু বলাৎ তং কৃত্রিম-প্রেমাণং পরিচিনোতি ॥ ৫৮

বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ, আত্মীয় পরিজন ও তাহাদের তাড়না ভৎ'সনা প্রভৃতি সকলই পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণসুখের নিমিত্ত তাঁর প্রেমসেবা করেন। সুতরাং ব্রজসুন্দরীগণই শ্রীকৃষ্ণকে যথার্থ প্রীতি করিতে পারেন ॥ ৫৭

কদাচিৎ প্রেমও কামের মত বাহিরে প্রকাশ পায়। তাহাতে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ অপরিমিত সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু কদাচিৎ কোনজনে কামও প্রেমের মত হইয়া প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। বিদগ্ধশিরোমণি কলাবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারেন। এ স্থলের তাৎপর্য্য এই যে—আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ করিবার ইচ্ছার নাম কাম। আর আত্মসুখের প্রতি বিন্দুমাত্র

দৃষ্টি না করিয়া কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবিধান করিবার নাম প্রেম। শ্রীব্রজসুন্দরীগণের যে প্রেম, তাহা প্রেমজগতে পরম উচ্চ অবস্থা, তাহার নাম অধিরূঢ় মহাভাব। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলেন—

অতএব কামপ্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥ আদি।

কিন্তু কাম ও প্রেম স্বরূপে বিলক্ষণ হইলেও উহাদের কার্য্য আলিঙ্গন চুম্বন প্রভৃতির সাদৃশ্য আছে। এই জন্য বাহ্য-দৃষ্টিতে প্রেমই কামরূপে প্রতীয়মান হয়। শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু-তেও ইহাই বর্ণিত হইয়াছেন—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

শ্রীব্রজসুন্দরীগণের প্রেমই কামরূপে প্রকাশ পায়। এই জন্যই শ্রীউদ্ধব মহাশয় প্রভৃতি শ্রীভগবৎপ্রিয়গণ এই প্রীতি প্রার্থনা করেন। কামরূপে প্রতীয়মান শ্রীব্রজসুন্দরীগণের প্রেম, রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের পরম আনন্দদায়ক। কারণ প্রীতির স্বভাবও ইহাই যে—যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার দিক হই-তেও প্রীতিজ উল্লাস দেখিবার লালসা জাগরিত হয়। তাহার প্রকাশ না দেখিলে প্রীতি থাকিতে পারে না। এই জন্যই

শ্রীব্রজসুন্দরীগণের নিজেদের কোন সুখবাঞ্ছা না থাকিলেও শ্রী-কৃষ্ণের সুখবিধান করিবার জন্য তাঁহাদের অঙ্গে সুখতরঙ্গ প্রকাশ পায়। এমন কি তাঁহারা যে অঙ্গমার্জ্জনাদি করিয়া বসনভূষণা-দিতে সুশোভিতা হন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষের জন্য। আদি-পুরাণের একটি বাক্য দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয়—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ॥
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত ॥
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণসুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে ॥ আঃ।

কিন্তু কোথাও কোথাও কামও প্রেমের মত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয় না এবং তাহাতে তিনি বশীভূতও হন না। যেখানে কাম সেখানে শ্রীকৃষ্ণের সুখ নাই; দ্বারকায় মহিষীবৃন্দের প্রেমের মধ্যেও যখন নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাসনা জাগরিত হইয়াছে, তখন তাহারা কোন প্রকারেই শ্রী-কৃষ্ণকে বশীভূত করিতে সমর্থা হন নাই। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

৫৭। কৃষ্ণান্তিকং সখি ! নয়াশু নিকামতপ্তাং
মামিত্যুদাহরতি কিন্তু তদাত্মজেন।
কামেন তৎসুখপরং দধতী স্বভাবা-
দেব স্বচিত্তময়মত্র ন কামিনী স্যাৎ॥

কৃষ্ণান্তিকমিতি—হে সখি ! যদা কাচিৎ প্রেয়সী নিকা-মতপ্তামতিশয়সন্তপ্তাং মাং কৃষ্ণান্তিকং কৃষ্ণসমীপং নয় ইতি উদা-হরতি বদতি তদা কিন্তু আত্মজেন কামেন স্বভাবাদেব তৎসুখপরং প্রিয়তমসুখপরং স্বচিত্তং দধতী ধারয়ন্তী ইয়ং প্রেয়সী অত্র কামিনী কামুকী ন স্যাৎ॥ ৫৭

স্মায়াবলোক লবদর্শিত ভাবহারি-
ভ্রূমণ্ডলপ্রহিত সৌরত-মন্ত্র-শৌণ্ডৈঃ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবানৈ-
র্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন শেকুঃ॥ ১০।৬১।৪।

শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র সংখ্যক মহিষীবৃন্দ সহাস্য কটাক্ষ এবং মনোহর ভ্রূনর্ত্তনরূপসুরতমন্ত্রপ্রবীন অনঙ্গবানসমূহদ্বারা ও নিজেন্দ্রিয়সমূহদ্বারা তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহকে বিমথিত করিতে পারেন নাই॥ ৫৮

শ্রীরাধিকা আরও বলিতে লাগিলেন—হে সখি ! যখন কোন প্রেয়সী বলেন—আমি অতিশয়রূপে স্মরাগ্নিদ্বারা সন্তপ্তা হইয়াছি, শীঘ্রই আমাকে প্রাণনাথ সমীপে লইয়া চল, তখন

৬০। প্রেমাম্বুধির্গুণমণীখনিরস্য শাঠ্য-
চাপল্যজৈহ্ম্যমখিলং রমণীয়মেব।
প্রেমাণমেব কিল কামমিবাঙ্গনাসু
সন্দর্শয়ন্ স্বমুদকর্ষয়দেব যস্তাঃ॥

প্রেমাম্বুধিরিতি—যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রেমাম্বুধিঃ প্রেমসমুদ্রঃ গুণমণীখনিঃ গুণরত্নাকরঃ অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শাঠ্যচাপল্যজৈহ্ম্যং শঠতা চপলতা কুটিলতা চ এতেষাং সমাহারঃ অখিলং সর্ব্বমেবাচরণং রমণীয়ং মনোহরমেব। স অঙ্গনাসু স্বং প্রেমাণমেব কামমিব সন্দর্শয়ন্ প্রকাশ্য তাঃ অঙ্গনাঃ উদকর্ষয়ৎ উৎকৃষ্টা চকার এব॥ ৬০

তাহাকে কামুকী বলা যায় না। কারণ সেই সময়েও স্বভাবতঃই তাঁহার চিত্ত প্রিয়তমসুখনিষ্ঠ। প্রিয়সুখের জন্য যে কামভাব প্রকাশ পায় তাহাকে কাম বলা যায় না, তাহা প্রেম॥ ৫৯

সখি! ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রেমের সমুদ্র এবং গুণরূপ রত্নের খনি সদৃশ। তাঁহার শঠতা চপলতা এবং কুটিলতা প্রভৃতি নিখিল আচরণই পরম মনোহর। তিনি অঙ্গনাসকলের নিকটে নিজ প্রেমকে কামের মত দেখাইয়া তাঁহাদের উৎকর্ষ বিধান করেন। এস্থলের তাৎপর্য্য এই যে—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিটি বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময়। এমন কি অসুরমারণাদি লীলায় যখন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে, তখনও সর্ব্বচিত্তমনোহারি মাধুর্য্যভাবের প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার চপলতা কুটিলতাদি সকলই

৬১। কা বাঙ্গনাঃ শতসহস্রমমুষ্য কাম-
পর্য্যাপ্তয়ে মদকলাঃ প্রভবন্তু যত্তাঃ।
প্রেমা তদত্র রমণীষ্বনুপাধিরেব
প্রেমৈকবশ্যতমতা চ ময়াম্বভাবি॥

কাবেতি—কা বা শতসহস্রমঙ্গনাঃ মদকলাঃ মদমত্তাঃ যত্তাঃ যত্নশীলাঃ চ সত্যঃ অমুষ্য শ্রীকৃষ্ণস্য কামপর্য্যাপ্তয়ে কামশান্তয়ে

মধুর। রসময়মূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দের প্রত্যেকটি অঙ্গসঞ্চালনের মধ্যেও আনন্দের তরঙ্গ উঠে এবং এই প্রকারে শঠতা চপলতাদি আচরণের দ্বারা নিজ প্রেয়সীবর্গের প্রীতির উৎকর্ষবিধান করেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ যদি শঠতাদি না করিতেন, তবে তাঁহাদের প্রীতির ব্যভিচারী-ভাবাদি তরঙ্গ এবং খণ্ডিতাদি অবস্থাভেদ প্রকাশ পাইত না। তাহাতে শ্রীব্রজসুন্দরীগণের প্রীতির মাহাত্ম্য জগতে অপ্রকাশিত থাকিত। আরও শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগলালসার ভান দেখাইয়া প্রেয়সীবর্গের হৃদয়ে অপার আনন্দ দান করেন। তাঁহারা যখন সর্ব্বস্ব দান করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার বাসনা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের সেই দান সম্যক্‌রূপে উপভোগ করিবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। কারণ বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দের ভক্তপ্রীতি-অনুরূপ বাসনা স্বতঃই উদ্ভূত হয়। তদ্ব্যতীত প্রীতির উচ্ছলন হইতে পারে না॥ ৬০

শতসহস্রসংখ্যক অঙ্গনাও যৌবনমদে মত্তা হইয়া বিবিধ

৬২। তত্রাপি ময্যতিতরামনুরজ্যতীতি
লোকপ্রতীতিরপি ন হ্যনৃতা কদাপি।
যৎ প্রেম মেরুমিব মে মনুতে পরাসাং
নো সর্ষপৈস্ত্রিচতুরৈরপি তুল্যমেষঃ ॥

প্রভবন্তু সমর্থাঃ ভবন্তু। তৎ তস্মাৎ রমণীষু অনুপাধিঃ অন্যাভি-লাষশূন্যঃ এব প্রেমা অত্র শ্রীকৃষ্ণে প্রেমৈকবশ্যতমতা প্রেমবশী-ভূততা চ ময়া অন্বভাবি অনুভূতা ॥ ৬১

তত্রাপীতি—তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণঃ ময়ি অতিতরামতিশয়েন অনুরজ্যতি অনুরক্তো ভবতি ইতি লোকপ্রতীতিরপি নহি কদাপি অনৃতা মিথ্যা, যৎ যস্মাৎ এষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ মে মম প্রেমমেরুমিব সুমেরুপর্ব্বত সদৃশমপরিমেয়ং মনুতে পরাসাং অন্যাসাং রমণীনাং প্রেম তু ত্রিচতুরৈঃ সর্ষপৈরপিতুল্যং নো ন মনুতে ॥ ৬২

চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগবাসনা নির্ব্বাপণে কি কখনও সমর্থ হইতে পারে? তাৎপর্য্য এই যে—আত্মারাম আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণকে কখনও কামের দ্বারা বশীভূত করা যায় না। তিনি একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত। তাহাই শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—সখি! শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া ইহাই অনুভব করিয়াছি যে—ব্রজস্থরমণী-গণের শ্রীকৃষ্ণে যে প্রেম তাহাতে স্বসুখতাৎপর্য্য-গন্ধলেশ মাত্রেরও অভাব এবং শ্রীকৃষ্ণও একমাত্র এই প্রকার প্রেমেরই বশীভূত ॥ ৬১

যদ্যপি ব্রজস্থ সকলরমণীরই প্রেমে কোনও উপাধি নাই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা আমাতেই অতিশয় অনুরক্ত বলিয়া সকললোকের ধারণা। তাহা কখনও মিথ্যা নহে। যেহেতু তিনি আমার প্রেমকে সুমেরু পর্ব্বতের মত অপরিমিত মনে করেন। কিন্তু অন্য অঙ্গনাগণের প্রেমকে তিন চারিটি সর্ষপের তুল্যও দেখেন না। এ স্থলের তাৎপর্য্য এই যে—তত্ত্বতঃ বিচার করিলে দেখা যায়, এক ব্রজব্যতীত কোথাও বিশুদ্ধ অকৈতব প্রেম পরিলক্ষিত হয় না; দ্বারকার মহিষীবৃন্দের প্রেমেও সময়ে সময়ে কামভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কেবলমাত্র ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমই মহাভাবাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যথা উজ্জ্বলে—

মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্ল্লভঃ।
ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে॥

তন্মধ্যেও মোদনাখ্যমহাভাব একমাত্র শ্রীরাধিকার যূথ শ্রীললিতা প্রভৃতিতে সম্ভব হয়, অন্য গোপীতেও হয় না। যথা উজ্জ্বলে—

রাধিকাযূথ এবাসৌ মোদনো নতু সর্ব্বতঃ।

তন্মধ্যেও আবার মাদনাখ্যমহাভাব একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই বিরাজিত থাকে, অন্যত্র ইহার উদয় হয় না। যথা উজ্জ্বলে—

সর্ব্বভাবোদগমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরম্।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥

স্থায়ীভাবপ্রকরণ

৬৩। প্রেমানুরূপময়ি রজ্যতি যৎ পরাসু
রাগানুরূপমিহ দীব্যতি নাপরাধ্যেৎ।
দৈবাদ্‌ব্যতিক্রমমুপৈতি কদাচিদস্মাৎ
নাসৌ সুখী ভবতি তেন চ মাং দুনোতি ॥

প্রেমানুরূপমিতি—অয়ি যৎ যস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণঃ ইহ পরাসু অন্যরমণীষু প্রেমানুরূপং রজ্যতি রাগানুরূপমনুরক্তো ভবতি দীব্যতি ক্রীড়তি চ তস্মাৎ নাপরাধ্যেৎ শ্রীকৃষ্ণস্য কোঽপি অপরাধো নাস্তি। দৈবাৎ কদাচিৎ অস্মাৎ অনুরঞ্জনাৎ ব্যতিক্রমমুপৈতি চেৎ। তর্হি অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ সুখী ন ভবতি, তেন চ মাং দুনোতি দুঃখং দদাতি ॥ ৬৩

অতএব শ্রীরাধিকার প্রেম যে সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় অধিক তাহা তত্ত্ববিচারেও পাওয়া যায় ॥ ৬২

অয়ি সখি - শ্রীকৃষ্ণ অন্যনায়িকার প্রেম অনুরূপ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়েন এবং যে পরিমাণে অনুরক্ত হয়েন তদনুরূপ তাঁহার সহিত বিহার করেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের কোন দোষ দেখিনা। কিন্তু যদি কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, তবে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণও সুখ পান না এবং আমিও দুঃখ পাই। অর্থাৎ প্রিয়ার প্রেম অপেক্ষা অধিক প্রীতি দেখাইলে অথবা অধিক বিহার করিলে, শ্রীকৃষ্ণ সুখলাভ করিতে পারেন না, কারণ শ্রীকৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষা-অনুরূপ আস্বাদন দিবার উপযুক্ত প্রীতি সে

৬৪। সঙ্কেতগামপি বিধায় মদেকতানো
মাং নাজগাম যদিহাভবদন্তরায়ঃ।
রুদ্ধঃ কয়াচিদনুরোধবশাৎ স রেমে
মদ্দুঃখচিন্তন দবার্দ্দিত এব রাত্রিম্॥

সঙ্কেতগামিতি—মাং সঙ্কেতগাং সঙ্কেতগামিনীং বিধায় কৃত্বা অপি শ্রীকৃষ্ণঃ যৎ ন আজগাম, ইহ অন্তরায়ঃ বিঘ্নোঽভবৎ। মদেকতানঃ মদেকচিত্তঃ সঃ কয়াচিৎ কামিন্যা রুদ্ধঃ সন্ তস্যা অনুরোধবশাৎ মদ্দুঃখচিন্তনদবার্দ্দিতঃ মম দুঃখং বিরহজনিতঃ ক্লেশঃ তস্য চিন্তনমেব দবঃ দাবানলস্তেনাকুলঃ এব রাত্রিং রেমে তয়া সহ বিজহার ইত্যর্থঃ॥ ৬৪

নায়িকার নাই অতএব আকাঙ্ক্ষার অপূর্ত্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের দুঃখ এবং শ্রীকৃষ্ণ দুঃখ পাইলেন বলিয়া শ্রীরাধিকার দুঃখ॥ ৬৩

শ্রীকৃষ্ণ আমাকে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য সঙ্কেত করিয়াও যে আগমন করিলেন না, বিঘ্নই তাহার একমাত্র কারণ। যেহেতু তিনি আমাতে একাগ্রচিত্ত হইয়াও অন্য কোন রমণীর অনুরোধে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বিহারে তিনি সুখ পান নাই। কারণ সমস্ত রাত্রি আমার দুঃখচিন্তারূপ দাবানলে আকুল হইয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধিকার যে দুঃখ হয়, তাহাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শোকসাগরে নিমগ্ন হয়, এমন কি সাক্ষাৎ

৬৫। তেনৈব মে হৃদি মহাদবথুর্বভূব
মদ্বেশভূষণবিলাসপরিচ্ছদাদি।
তন্মোদকৃদ্‌বিফলতামগমৎ কিমদ্যে-
ত্যাক্রন্দিতং যদপি তর্হি তদন্বভূস্ত্বম্ ॥

তেনেতি—তেনৈব মে মম হৃদি মহাদবথুঃ মহান্ তাপঃ বভুব, তর্হি তন্মোদকৃৎ তদানন্দবিধায়কং মদ্বেশভূষণবিলাসপরিচ্ছদাদি অদ্য কিং বিফলতাং নিষ্ফলতামগমদিতি যদ্যপি আক্রন্দিতং ত্বং তৎ ক্রন্দিতমন্বভূঃ অনুভূতবতী ॥ ৬৫

শ্রীকৃষ্ণ অন্য নায়িকাকর্তৃক আলিঙ্গিত অবস্থাতেও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। যথা শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে—
"অত্রানুভাবা গোবিন্দে কান্তাশ্লিষ্টেঽপি মূর্চ্ছনা।" (স্থায়িভাব)

এই জন্যই শ্রীরাধিকা বলিতেছেন যে—তিনি অন্য নায়িকার নিকটে গিয়াও আমার দুঃখ চিন্তায় অশান্তি ভোগ করেন ॥ ৬৪

সখি! অন্য অঙ্গনার সহিত বিলাসে আমার দুঃখ চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে দুঃখ পাইলেন, সেই নিমিত্তই আমার অতিশয় মনস্তাপ হইয়াছিল। আমার বেশ-ভূষণ-বিলাস ও পরিচ্ছদাদি বিফল হইল। হায়! হায়! এ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণসুখের নিমিত্ত হইল না—এই বলিয়া আমি সেই সময়ে যে ক্রন্দন করিয়াছিলাম তুমি তাহাই শ্রবণ করিয়াছিলে ॥ ৬৫

৬৬। প্রাতস্তমত্যনুনয়ন্তমতর্জ্জয়ং ভো-
স্তত্রৈব গচ্ছ সুখমাপ্নুহি তৎ পুনশ্চ।
রোষঃ স তৎসুখপরঃ প্রিয়তোত্থ এবে-
ত্যালোচয় ব্রজভুবোঽপ্যনুরাগচর্য্যাম্ ॥

প্রাতরিতি—প্রাতঃ প্রভাতকালে অত্যনুনয়ন্তং তমতর্জ্জয়ম্ ভোঃ তত্রৈব গচ্ছ পুনশ্চ তৎ সুখমাপ্নুহি ইতি, সঃ রোষঃ ক্রোধঃ তৎসুখপরঃ শ্রীকৃষ্ণসুখানুগতঃ প্রিয়তোত্থঃ প্রেমোত্থঃ এব ইতি ব্রজভুবঃ বৃন্দাবনস্য অনুরাগচর্য্যামনুরাগব্যাপারমপি আলোচয় চিন্তয় ॥ ৬৬

প্রাতঃকালে যখন শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকটে আসিয়া অতিশয় অনুনয় করিতেছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে এই বলিয়া ক্রোধপূর্ব্বক তিরস্কার করিয়াছিলাম—তুমি সেই নায়িকার নিকটে যাও, পুনরায় তাহার সঙ্গসুখ উপভোগ কর। আমার এই যে ক্রোধ তাহা শ্রীকৃষ্ণের সুখকেই লক্ষ্য করিয়া হইয়াছিল। কারণ যেখানে তিনি সুখলাভ করিতে পারেন না, তথায় তিনি গমন করেন কেন? ইহাই আমার ক্রোধের কারণ। অতএব এই ক্রোধও প্রেমোত্থ। কারণ শ্রীকৃষ্ণসুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া যে চেষ্টা তাহাই প্রেম। এতদ্দারা তুমি শ্রীবৃন্দাবনের অনুরাগ-ব্যাপার পর্য্যালোচনা কর। ইহা অতি অদ্ভুত ও অলৌকিক ॥ ৬৬

৬৭। অন্থোতয়ং মুহুরহং নিজকামমেব
কিং মাং বিহায় রময়স্যপরাং শঠেতি।
বাচা স চাপি রতিচিহ্নজুষা স্বমূর্ত্ত্যা
ব্যজ্যৈব কামমথ মন্তুমুরীচকার ॥
৬৮। প্রেমা দ্বয়ো রসিকয়োরয়ি দীপ এব
হৃদ্বেশ্ম ভাসয়তি নিশ্চল এব ভাতি।

অন্থোতয়মিতি—হে শঠ, মাং বিহায় কিমপরাং রময়সি ইতি বাচা বাক্যেন অহং নিজকামমেব মুহুঃ বারম্বারমন্থোতয়ং প্রকাশিতবতী, সঃ শ্রীকৃষ্ণ অপি চ রতিচিহ্নজুষা রতিচিহ্ন ধারিণ্যা স্বমূর্ত্ত্যা নিজদেহেন কামং ব্যজ্য প্রকাশ্যৈব মন্তুমপরাধ-মুরীচকার স্বীচকার ॥ ৬৭

প্রেমেতি—অয়ি! প্রেম দীপ এব, রসিকয়োর্দ্বয়োঃ নায়কনায়িকয়োঃ হৃদ্বেশ্ম হৃদয়রূপং গৃহং ভাসয়তি আলোকয়তি

হে শঠ! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন অন্য নায়িকার সহিত বিহার করিলে? এইরূপে আমি ভাষা দ্বারা মুহুর্মুহুঃ কামভাব অর্থাৎ নিজ ইন্দ্রিয়সুখচরিতার্থের বাসনার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম। শ্রীকৃষ্ণও রতিচিহ্নাঙ্কিত নিজ শ্রীঅঙ্গ দ্বারা নিজ কাম-ভাবকে প্রকাশ করিয়া নিজ দোষ স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ৬৭

হে সখি! ইহার কারণ এই যে—প্রেমরূপ প্রদীপ

দ্বারাদয়ং বদনতস্তু বহিষ্কৃতশ্চেৎ
নির্ব্বাতি শীঘ্রমথবা লঘুতামুপৈতি ॥

৬৯। অন্তঃস্থিতস্য খলু তস্য রুচিচ্ছটাক্ষি-
বাতায়নাদধরগণ্ডললাটবক্ষঃ।
চারু প্রদীপ্য তদভিজ্ঞজনং স্বভাসো
বিজ্ঞাপয়েদপি বিলক্ষণতামুপেতাঃ ॥

নিশ্চলমেব ভাতি চ বদনতঃ দ্বারাৎ তু অয়ং প্রেমা বহিষ্কৃতঃ চেৎ, তদা শীঘ্রং নির্ব্বাতি নির্ব্বাপিতো ভবতি, অথবা লঘুতাং হীনতা-মুপৈতি প্রাপ্নোতি ॥ ৬৮

অন্তরিতি—অন্তঃস্থিতস্য খলু তস্য প্রেম্নঃ রুচিচ্ছটা অক্ষি-বাতায়নাৎ নেত্ররূপগবাক্ষাৎ নির্গত্য অধরগণ্ডললাটবক্ষঃ খলু চারু যথাস্যাত্তথা প্রদীপা প্রদীপ্তিং কুর্ব্বতী তদভিজ্ঞজনং বিলক্ষণতা-মুপেতাঃ স্বভাসঃ নিজ প্রকাশান্ বিজ্ঞাপয়েৎ নিবেদয়েদপি ॥ ৬৯

রসিকনায়ক ও রসিকা নায়িকা এই উভয়ের হৃদয়রূপ গৃহকে আলোকিত করিয়া নিশ্চলভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু যদ্যপি ইহা মুখরূপ দ্বার দিয়া বহির্গত হয়, তবে শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হয় অথবা লঘুতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রেম যদি 'আমি তোমাকে কত ভালবাসি' এইরূপ ভাষা দ্বারা প্রকাশিত হয়, তবে আর প্রেম থাকিতে পারে না। থাকিলেও তাহার পরিমাণ খর্ব্ব হইয়া যায় ॥ ৬৮

৭০। কান্তেন কিন্তু বহুবল্লভতাজুষাস্যাৎ
নিষ্ক্রামিতোঽপি স মুহুর্নহি যাতি শান্তিম্।
মিথ্যৈকভাষণপটুত্বময়ী প্রথাস্য
কামং দিশেদ্ যবনিকেব পিধায় তং দ্রাক্॥

কান্তেনেতি—বহুবল্লভতাজুষা বহুরমণীবল্লভেন কান্তেন শ্রীকৃষ্ণেন আস্যাৎ মুখাৎ মুহুঃ নিরন্তরং নিষ্ক্রামিত বহিরুচ্চারিতঃ অপি সঃ প্রেমা নহি শান্তিং যাতি, অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মিথ্যৈকভাষণ-পটুত্বময়ী কেবলং মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগেনিপুণতাময়ী প্রথা রীতিঃ যবনিকা প্রচ্ছদপট ইব তং প্রেমাণং পিধায়াচ্ছাদ্য দ্রাক্ ঝটিতি কামং কামভাবং দিশেৎ প্রকাশয়েৎ॥ ৭০

হৃদয়রূপগৃহমধ্যবর্ত্তী এই প্রেমপ্রদীপের কান্তিচ্ছটা প্রেমিকপ্রেমিকার নেত্ররূপ গবাক্ষদ্বারা বহির্নির্গত হইয়া অধর-গণ্ডললাট ও বক্ষঃস্থল উত্তমরূপে প্রদীপ্ত করিয়া দেয় এবং বৈশি-ষ্ট্যপ্রাপ্ত কোন এক অনির্ব্বচনীয় নিজের দীপ্তি প্রেমাভিজ্ঞব্যক্তির নিকট সুপ্রকাশিত করে। অর্থাৎ মুখে প্রেম ব্যক্ত করা উচিত নহে, তাহাতে প্রেম লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ব্যক্ত না করিলেও প্রেমিকের নিকট তাহা অপ্রকাশিত থাকে না। হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হইলে চক্ষু, গণ্ড, অধর, ললাট প্রভৃতিতে এক অপূর্ব্ব উৎফুল্লভাব প্রকাশ পায়॥ ৬৯

কিন্তু বহুরমণীবল্লভ কান্ত শ্রীকৃষ্ণ নিজ শ্রীমুখ হইতে—

৭১। ত্বয্যেব মে প্রিয়তমেঽনুপমোঽনুরাগঃ
স্বপ্নেঽপি বস্তুমপরা কিমু হৃত্‌পীষ্টে।
ইত্থং হরির্বদতি মানবতীঃ সদান্যা
মাং খণ্ডিতান্তু রতিচিহ্নভৃদেব বক্তি॥

ত্বয়ীতি—হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ মানবতী মানিনীঃ অন্যাঃ কান্তা সদা ইত্থং বদতি, প্রিয়তমে! ত্বয়ি এব মে মম অনুপমঃ অতুলনীয়ঃ অনুরাগঃ অপরাঃ কান্তা স্বপ্নেঽপি হৃদি বস্তুং বাসকর্ত্তুমীষ্টে সমর্থা ভবতি। মাং খণ্ডিতাং তু রতিচিহ্নভৃৎ অন্যনায়িকাসম্ভোগচিহ্নধারী সন্ এব বক্তি॥ ৭১

প্রিয়তমে! আমি তোমাকে কত ভালবাসি, একমাত্র তুমিই আমার প্রাণ। এই ভাবে ভাষার দ্বারা প্রেমকে নিরন্তর প্রকাশ করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে প্রেম কখনও নির্ব্বাপিত হয় না। কারণ কেবলমাত্র মিথ্যা ব ক্য প্রয়োগ করাই শ্রীকৃষ্ণের একটি স্বভাব। এই স্বভাবটি যবনিকার ন্যায় প্রেমকে আচ্ছাদন করিয়া শীঘ্রই তাহাকে কামের ন্যায় করিয়া প্রকাশ করে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ঐ সকল উক্তি মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হইয়া তাঁহার কামুকতাই প্রকাশ করে॥ ৭০

অন্য প্রেয়সীগণ মানিনী হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিয়া থাকেন—অয়ি প্রিয়তমে! একমাত্র তোমাতেই আমার চিত্তের অতুলনীয় অনুরাগ। তুমি ব্যতীত অন্য রমণী কি কখনও

৭২। মদ্বক্ত্রনেত্রসুষমাসমমাধুরীক-
সৌন্দর্য্যবর্ণনবলদ্বিজিহীর্ষ এব।
প্রাণাস্ত্বমেব হি মমেতি বদন্ ব্যনক্তি
ন প্রেম তৎ সদপি কিন্ত্বিহ কামমেব॥

মদিতি— মদ্বক্ত্রনেত্রসুষমাসমমাধুরীকসৌন্দর্য্যবর্ণনবলদ্বিজিহীর্ষঃ মম বক্ত্রস্যনেত্রয়োঃ চ সুষমা শোভা চ অসমে অতুলনীয়ে মাধুরীকসৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যলাবণ্যে চ তেষাং বর্ণনেন বলন্তী বর্দ্ধমানা বিজিহীর্ষা বিহারেচ্ছা যস্য তথাভূতঃ সন্ এব ত্বমেব হি মম প্রাণাঃ ইতি বদন্ অপি তৎ প্রেম ন ব্যনক্তি ন প্রকাশয়তি কিন্তু ইহ কামমেব প্রকাশয়তি॥ ৭২

আমার হৃদয়ে স্থানলাভ করিতে সমর্থা হয়? আর আমি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অন্যনায়িকার সহিত সম্ভোগের চিহ্ন দেখিয়া খণ্ডিতা হইলে, তিনি তদবস্থাতেই আমার সহিত আলাপ করিতে থাকেন॥ ৭১

শ্রীকৃষ্ণ সেই সময়ে আমার মুখ ও নয়নের সৌন্দর্য্য এবং অতুলনীয় মাধুর্য্য ও লাবণ্য বর্ণন করিতে করিতে আমার সহিত বিহার করিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া, 'তুমিই আমার প্রাণ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রেম প্রকাশ না করিয়া কামভাবই প্রকাশ করেন॥ ৭২

৭৩। সন্তপ্যতে যদি পুনর্বিরহাগ্নিপুঞ্জৈ-
রুৎকণ্ঠয়া চুলুকিতঃ স্বগভীরিমাব্ধিঃ।
প্রেম ব্যনক্তি দয়িতাপি গিরা যথৈব
যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহেতি পদ্যে॥

সন্তপ্যতে ইতি—দয়িতা যদি পুনঃ বিরহাগ্নিপুঞ্জৈরপি অগ্নিতুল্যজ্বালাময়বিরহেনাপি অন্তপ্যতে পীড়িতা ভবতি স্বগভীরিমাব্ধিঃ স্বস্য গভীরিমা গাম্ভীর্য্যমেবব্ধি সমুদ্রঃ যদি উৎকণ্ঠয়া চুলুকিতঃ গণ্ডুষেণ শুষ্কো ভবতি তদা যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহেতি পদ্যে যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহমিত্যাদি দশমস্কন্ধীয় পদ্যে যথা তথা গিরা এব প্রেম ব্যনক্তি প্রকাশয়তি॥ ৭৩

কিন্তু সখি! দয়িতা যদি বিরহরূপ অগ্নিপুঞ্জে অতিশয় সন্তপ্ত হয়, এবং তাহার গাম্ভীর্য্যসমুদ্র যদি উৎকণ্ঠা দ্বারা গণ্ডূষে পীত হয়, অর্থাৎ উৎকণ্ঠায় যদি তাহার গাম্ভীর্য্য লুপ্ত হয়, তবে সেই দয়িতা বাক্যদ্বারা স্বীয় প্রেম প্রকাশ করিয়া ফেলেন। শ্রীমদ্ভাগবতীয় দশম স্কন্দোক্ত 'যত্তে সুজাত' ইত্যাদি পদ্যই তাহার প্রমাণ যথা—

যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়! দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভি র্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ১০।৩১।১৯

৭৪। তস্মিন্ মহাবিরসতাতিতমস্যপারে
ন প্রাণবায়ুরপি সঞ্চরিতুং শশাক।
প্রেমপ্রদীপবর এত্যতি দীপ্তিমেব
স্নেহো নু যৎ প্রচুরতাং চিরমাচিকায় ॥

তস্মিন্নিতি—তস্মিন্ অপারে মহাবিরসতাতিতমসি মহাবিরহদুঃখরূপে অন্ধকারে প্রাণবায়ুরপি সঞ্চরিতুং ন শশাক, কিন্তু প্রেমপ্রদীপবর প্রেমরূপশ্রেষ্ঠ প্রদীপঃ অতিদীপ্তিমত্যোজ্জ্বল্যমেতি, যৎ যস্মাৎ স্নেহঃ নু চিরং ব্যাপ্য প্রচুরতামচিকায় দধার ॥৭৪

অর্থাৎ হে প্রিয়! তোমার যে অতি সুকোমল চরণপদ্ম আমরা অতি ধীরে ধীরে ভীতির সহিত আমাদের কর্কশ স্তনের উপরে ধারণ করি, সেই চরণ দ্বারা তুমি বনে বনে ভ্রমণ কর, ইহাতে কি সেই চরণে সূক্ষ্ম পাষাণাদি দ্বারা ব্যথা প্রাপ্ত হও না? এই চিন্তায় তুমিই যাহাদের আত্মা, সেই আমাদের বুদ্ধি মুহ্যমান্ হইতেছে ॥ ৭৩

সেই মহাবিরহদুঃখরূপ অন্ধকারের মধ্যে প্রাণবায়ুও সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু সেই সময়ে প্রেমরূপ প্রদীপশ্রেষ্ঠ অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। যেহেতু প্রচুর স্নেহরূপ তৈল দীর্ঘকাল যাবৎ তাহাতে মিলিত হয়। তাৎপর্য্য এই যে শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখে ব্রজসুন্দরীগণের প্রাণ কখনও থাকিতে পারে না। কেবলমাত্র স্নেহের আতিশয্য বশতঃ তৎকালে প্রেম আরও প্রব-

৭৫। রাসে ময়ৈব বিজহার বিহায় সর্ব্বা-
স্তত্রাপি মাং যদমুচৎ শৃণু তস্য তত্ত্বম্।
প্রেমাম্বুধেব্র্জপুরন্দরনন্দনস্য
মামেব মন্তুরধিকাং ন কদাপি মন্তুঃ॥

৭৬। অধ্যাস্য মামতুলসৌভগদিব্যরত্ন-
সিংহাসনং বহুবিলাসভরৈর্বিভূষ্য।

রাসে ইতি—রাসে সর্ব্বাঃ বিহায় ময়া সহ এব বিজহার। তত্রাপি যৎ মামমুচৎ অত্যজৎ, তস্য তত্ত্বং কারণং শৃণু প্রেমাম্বুধেঃ প্রেমসমুদ্রস্য ব্রজপুরন্দরনন্দনস্য নন্দপুত্র শ্রীকৃষ্ণস্য মামেবাধিকাং মন্তুঃ মন্যমানস্য কদাপি ন মন্তুঃ অপরাধঃ॥ ৭৫

অধ্যাস্যেতি—মামতুলসৌভগদিব্যরত্নসিংহাসনম্ অতুলনীয় সৌভাগ্যরূপং দিব্যং রত্ননির্ম্মিতং সিংহাসনমধ্যাস্য উপবেশয়িত্বা

লাকার ধারণ করে। তজ্জন্য প্রাণ যাইতে পারে না॥ ৭৪

রাসে শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমার সহিতই রমণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর পুনরায় যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ শ্রবণ কর। যেহেতু প্রেমের সমুদ্র ব্রজেন্দ্রনন্দন আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা বলিয়া মনে করেন, ইহাতে তাঁহার কোন অপরাধ নাই॥ ৭৫

কারণ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অনুপম সৌভাগ্যরূপ দিব্যরত্ন-সিংহাসনে বসাইয়া বহুবিধ বিলাসরূপ বিভূষণে ভূষিত করিয়া

গচ্ছন্ বনাদ্ বনমরীরমদেব কান্তা-
মন্যাং পুনঃ স্মৃতিপথেঽপি নিনায় নায়ম্ ॥
৭৭। কিঞ্চিন্ময়ৈব মনসৈব বিচারিতং ত-
র্হ্যেতং মহোৎসবসুধাম্বুধিমত্যপারম্।
নৈবান্বভূন্মম সখীততিরাবয়োঃ সা
বিশ্লেষসঙ্গরধুতা ক নু কিং করোতি ॥

বহুবিলাসভরৈঃ বহুবিলাসরূপভূষণৈঃ বিভূষ্য বিভূষয়িত্বা বনাৎ বনং গচ্ছন্ অরীরমৎ অয়ং পুনঃ অন্যাং কান্তাং স্মৃতিপথে মনসি অপি ন নিনায় ॥ ৭৬

কিঞ্চিদিতি—তর্হি তদা ময়ৈব মনসা এব বিচারিতমেতম্ অত্যপারং অনন্তং মহোৎসবসুধাম্বুধিং মম সখীততিঃ সখীসমূহঃ ন এব অন্বভূৎ অনুভূতবতী সা সখীততিঃ আবয়োঃ বিশ্লেষসংজ্বরধুতা বিরহপীড়ার্ত্তা সতী ক নু কিং করোতি ॥ ৭৭

বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি অন্য কান্তাকে স্মৃতিপথেও আনয়ন করেন নাই ॥ ৭৬

সেই সময়ে আমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম—হায় এই অপার মহাসুখামৃতসমুদ্র আমার সখীবৃন্দ অনুভব করিতে পারিল না। তাহারা আমাদের বিরহজ্বরে অতিশয় সন্তপ্তা হইয়া উপস্থিত কোথায় কি করিতেছে? ॥ ৭৭

৭৮। অত্রাস্বহে যদি পুনঃ কতিচিৎ ক্ষণাস্তা
আল্যো মিলন্তি রভসাদভিতো ভ্রমন্ত্যঃ।
ইত্যভ্যধাং প্রিয়তমাথ ন পারয়েঽহং
গন্তুং মুহূর্ত্তমিহ বিশ্রমণং ভজেব ॥
৭৯। তন্মে মনোগতমিদং সহসৈব সাধু
সর্ব্বং বিবেদ স বিদগ্ধশিরোমণিত্বাৎ।

অত্রেতি—যদি পুনঃ কতিচিৎ ক্ষণাঃ কিয়ৎকালম্ অত্র আস্বহে উপবিশাবঃ তদা অভিতঃ ইতস্ততঃ ভ্রমন্ত্যঃ তাঃ আল্যঃ সখ্যঃ রভসাৎ বেগাৎ মিলন্তি, ইতি বিচিন্ত্য অথাহম্ অভ্যধাম্, হে প্রিয়তম অহং গন্তুং ন পারয়ে, মুহূর্ত্তং ব্যাপ্য ইহ বিশ্রমণং বিশ্রামং ভজেব ইতি ॥ ৭৮

তন্মে ইতি—বিদগ্ধশিরোমণিত্বাৎ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ মম সাধু

যদি আমরা উভয়ে এ স্থলে ক্ষণকাল উপবেশন করি, তবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সখীগণ শীঘ্রই এস্থানে আসিয়া মিলিত হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি বলিলাম—হে প্রিয়তম - আমি আর চলিতে পারিতেছি না, কিয়ৎক্ষণ এই স্থানেই বিশ্রামসুখ অনুভব করা আমাদের কর্ত্তব্য ॥ ৭৮

শ্রীকৃষ্ণ রসিককুলমুকুটমণি, সুতরাং তৎক্ষণাৎ আমার এই মনোগত ভাবসকল সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর

চাতুর্য্য সম্পদতুলো রসিকাগ্রগণ্যঃ
কিঞ্চিৎ সপত্নথ হৃদৈব পরামমর্শ ॥

৮০। এতাং নয়ন্নুপবনে যদি বংভ্রমীমি
সম্ভাবিতাল্যতিরুজা পুরুবিদ্ধচিত্তাম্ ।
কিং স্যাৎ সুখং যদি দধে স্থিতিমত্র গোপ্যঃ
সর্ব্বা মিলেয়ুরপি তাঃ কুটিলভ্রুবো মাম্ ॥

মনোগতং তৎ ইদং সর্ব্বং সহসা এব বিবেদ, অথ অনন্তরং চাতুর্য্য-সম্পদতুলঃ চাতুর্য্যমেব সম্পৎ তয়া অতুলঃ অনুপমঃ রসিকাগ্রগণ্যঃ স সপদি তৎক্ষণাৎ এব হৃদা মনসা কিঞ্চিৎ পরামমর্শ বিচারিতবান্ ॥ ৭৯

এতামিতিদ্বয়ম্—যদি সম্ভাবিতাল্যতিরুজা সম্ভাবিতা আলীনাং যা অতিরুক্ তয়া হেতুনা পুরুবিদ্ধচিত্তামত্যন্তবিদ্ধহৃদয়াম্ এতাং রাধাং নয়ন্ গৃহীত্বা উপবনে বংভ্রমীমি পুনঃপুনর্ভ্রমামি তর্হি কিং সুখং স্যাদপিতু নৈব। যদি অত্র স্থিতিং দধে তিষ্ঠামি,

---

চাতুর্য্যসম্পত্তিতে অতুলনীয় রসিকাগ্রগণ্য শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে মনে মনে এই প্রকার পরামর্শ করিলেন ॥ ৭৯

যদি শ্রীরাধিকাকে সঙ্গে লইয়া এই উপবনে ভ্রমণ করি, তাহা হইলেও এখন কিছু সুখ হইবে না। কারণ ইনি সখীগণের মনোদুঃখ সম্ভাবনা করিয়া অন্তরে অতিশয় ব্যথা অনুভব করিতেছেন। অন্তরে দুঃখ থাকিলে সে মিলনে সুখ হয় না। আর

৮১। এনাং পুনশ্চিরমনেকমুপালভেরন্
ভঙ্গশ্চ সাম্প্রতিক কেলিরসস্য ভাবী।
সম্পৎস্যতেঽদ্য নহি রাসবিনোদনৃত্যং
তাসু ক্রুধা নিজনিজং সদনং গতাসু॥

৮২। যৎ প্রার্থিতং স্বকুতুকেন পুরানয়ৈব
শক্নোষি কিং নু কুলজার্বুদলক্ষকোটীঃ।
আলিঙ্গিতুং প্রিয়তম! ক্ষণমেকমদ্বি-
ত্যাস্তে দিদৃক্ষিতমিদং মম পূরয়েতি॥

তর্হি তাঃ সর্ব্বাঃ গোপ্যঃ অপি কুটিলভ্রুবঃ সত্যঃ মাং মিলেয়ুঃ মিলিতা ভবেয়ুঃ, এনাং রাধাং পুনঃ চিরমনেকমুপালভেরন্ তিরস্কুর্য্যুঃ চ। সাম্প্রতিককেলিরসস্য আরব্ধরাসক্রীড়ারসস্য ভঙ্গঃ চ ভাবী। ক্রুধা ক্রোধেন তাসু গোপীষু নিজনিজং সদনং গতাসু সতীষু অদ্য রাসবিনোদনৃত্যং নহি সম্পৎস্যতে সম্পন্নং ন ভবিষ্যতীতি॥ ৮০-৮১

যদি এখানে অবস্থান করি, তাহা হইলেও সকল গোপীগণ মিলিত হইয়া ঈর্ষাবশতঃ আমার প্রতি কুটিলকটাক্ষ করিবে এবং রাধিকার প্রতিও বহুকাল যাবৎ অনেক তিরস্কার করিবে, ইহাতে আমাদের আরব্ধ কেলিরস ভঙ্গ হইবে। বিশেষতঃ ক্রোধবশতঃ তাহারা নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অদ্য আর রাসনৃত্য-বিনোদ সম্পন্ন হইবে না॥ ৮০-৮১

৮৩। তন্মাদিমামপি জহৎ পলমাত্রমেব
নির্দূষণাং বিনয়িনীং প্রথমং বিধায়।
মন্তুং স্বমূর্দ্ধ্ন্যখিলমেব দধাম্যণীস্থাং
তাঃ স্নেহয়ানি নিখিলা অপি সর্ব্বথা স্যাম॥

যদিতি দ্বয়ম্—যৎ যস্মাৎ অনয়া শ্রীরাধয়া এব স্বকুতুকেন নিজকৌতুকবশাৎ প্রার্থিতং হে প্রিয়তম! কিং নু একং ক্ষণমনু অর্ব্বুদলক্ষকোটীঃ অসংখ্যাতাঃ গোপ্যঃ অলিঙ্গিতুং শক্নোষি ইতি মম দিদৃক্ষিতং দর্শনেচ্ছা আস্তে, তৎ পূরয় ইতি, তস্মাৎ ইমাং রাধামপি প্রথমমাদৌ পলমাত্রমেব জহৎ ত্যজন্ সন্ বিনয়িনীং বিনীতেতি খ্যাতাং নির্দূষণাং দোষরহিতাং বিধায় কৃত্বা অখিলমেব মন্তুমপরাধং স্বমূর্দ্ধ্নি নিজমস্তকে দধামি ধারয়ামি, তে ন চ

সখি! শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে আরও বিচার করিলেন যে—যদি গোপাঙ্গনাগণের সহিত রাসনৃত্যবিনোদ সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে এই রাধিকা যে পূর্ব্বে কৌতুকবশতঃ প্রার্থনা করিয়াছিল, হে প্রিয়তম! তুমি কি যুগপৎ এককালে অসংখ্য কুলবতী গোপীকে আলিঙ্গন করিতে পার? ইহা দেখিবার জন্য আমার লালসা জন্মিয়াছে, আমার এই লালসা পূর্ণ কর। তাহার এই প্রার্থনাও পূর্ণ হইবে না। অতএব প্রথমতঃ রাধিকাকেও ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া স্বসৌভাগ্য জন্য ইহার গর্ব্ব অপনোদনপূর্ব্বক ইহাকে বিনীতা ও দোষরহিতা করিব। এই

৮৪। বৈশ্লেষিকজ্বরমপারমতুল্যমস্যাঃ
সন্দর্শ্য বিস্ময়মহাব্ধিষু মজ্জিতানাম্।
স্বপ্রেমগর্ব্বমপি নির্ধূনবান্থৈনা
স্তাভির্মহাধিকতমামনুভাবয়ামি॥

ঋণী স্যাম্। অনেন তাঃ অখিলাঃ গোপ্যঃ অপি সর্ব্বথা অস্যাং শ্রীরাধায়াং স্নেহয়ানি স্নেহযুক্তাং করোমি॥ ৮২-৮৩

বৈশ্লেষিকেতি—অস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ অপারমসীমং বৈশ্লেষিকজ্বরং বিরহপীড়াং সন্দর্শ্য দর্শয়িত্বা বিস্ময়মহাব্ধিষু বিস্ময়সমুদ্রেষু মজ্জিতানাং মগ্নানাং তাসাং গোপীনাং স্বপ্রেমগর্ব্বমপি নির্ধূনবানি দূরীকরবানি অথ তাভিঃ গোপীভিঃ এনাং রাধাং মহাধিকতমাং সর্ব্বোৎকৃষ্টামনুভাবয়ামি প্রত্যায়য়ামি॥ ৮৪

প্রকারে সকল দোষ নিজের মস্তকে গ্রহণপূর্ব্বক সেই অঙ্গনাগণকে দেখাইব যে রাধিকার কোন দোষ নাই, সকল দোষ আমার। রাধিকাকে ত্যাগ করার জন্য তাহার প্রীতির অনুরূপ ভজন করিতে না পারায় আমি তাহার নিকট ঋণী হইয়া থাকিব। এই রূপ আচরণ করিলে সকল গোপীগণ রাধিকার প্রতি স্নেহযুক্ত হইবে॥ ৮২-৮৩

এই রাধিকার অপার ও অতুলনীয় মদ্‌বিরহযন্ত্রণা অন্য ব্রজসুন্দরীগণের সমীপে প্রকাশ করাইয়া তাহাদিগকে বিস্ময়সমুদ্রে নিমগ্ন করিব। ইহাতে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে,

৮৫। সম্ভোগ এষ সকলাধিক এব বিপ্র-
লম্ভোঽপি সর্ব্বশতকোটিগুণাধিকোঽস্তু।
তাভ্যাং শুচিঃ পরমপুষ্টিমুপৈতি চাস্যা-
স্তা হ্রেপয়ত্বলমিমাস্তু গুরূকরোতু॥

সম্ভোগ ইতি—এষঃ সম্ভোগঃ যথা অস্যাং রাধায়াং সকলাধিকঃ সকলাভ্যঃ অধিকঃ এব তথা বিপ্রলম্ভঃ অপি বিরহোঽপি সর্ব্বশতকোটিগুণাধিকঃ অস্তু ভবতু, শুচিঃ শৃঙ্গারঃ দ্বাভ্যাং সম্ভোগবিপ্রলম্ভাভ্যাং পরমপুষ্টিমুপৈতু তাঃ গোপ্যঃ অলমত্যর্থং হ্রেপয়তু লজ্জিতাঃ করোতু, ইমাং রাধাং তু গুরূকরোতু অধিকাং করোতু॥ ৮৫

আমার প্রতি রাধিকার কত প্রেম এবং তাহাদিগের হৃদয়ে নিজেরা প্রেমবতী বলিয়া যে গর্ব্ব আছে, তাহা দূরীভূত করিব। তদনন্তর সকল গোপীগণের হৃদয়ে 'আমাদের সকলের অপেক্ষা শ্রীরাধিকাই শ্রেষ্ঠতমা' এই প্রকারের প্রত্যয় জন্মাইয়া দিব॥ ৮৪

সম্ভোগরস রাধিকাতেই যেমন অধিকরূপে প্রকাশ পায়, সেই প্রকার বিরহও তাহাতেই শতকোটিগুণ অধিক ইহাও সকলে লক্ষ্য করুক্। শৃঙ্গাররস কেবলমাত্র রাধিকারই সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ দ্বারা অতিশয় পুষ্টিলাভ করিয়া অপর ব্রজসুন্দরীগণকে লজ্জিতা করুক্, এবং রাধিকাকেই সকলের গুরুরূপে প্রত্যক্ষীভূত করুক্॥ ৮৫

৮৬। কামীহরির্ভবতি নো যদসৌ বিহায়
প্রেমাধিকা অপি রহো রমতে তু তস্যাম্।
ইত্থং বদন্ত্য ইহ সম্প্রতি যা রুষাস্যাঃ
আলীস্তুদন্তি বহু নাবপি দূষয়ন্তি॥

৮৭। তা এব কোটিগুণিতা বিরহে ত্বমুষ্যাঃ
প্রেমাগ্নিবাড়বশিখাঃ পরিচায়য়ামি।
যাভির্বলাদুপগতাদবলিহ্যমানাঃ
স্বপ্রেমদীপদহনায়িতমেব বিদ্যুঃ॥

কামীতিদ্বয়ম্—হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কামী ভবতি যৎ যস্মাৎ অসৌ প্রেমাধিকাঃ অপি নঃ অস্মান্ বিহায় পরিত্যজ্য তস্যাং শ্রী-রাধায়াং তু রহঃ গুপ্তং রমতে ইত্থং বদন্ত্যঃ যা গোপ্যঃ সম্প্রতি ইহ রুষা ক্রোধেন অস্যাঃ রাধায়াঃ আলীঃ ললিতাদীন্ তুদন্তি, নৌ আবামপি বহু দূষয়ন্তি তাঃ গোপীঃ এব তু অমূষ্যাঃ রাধায়াঃ বিরহে কোটিগুণিতা প্রেমাগ্নিবাড়বশিখাঃ প্রেমরূপবাড়বানলস্য শিখাঃ পরিচায়য়ামি যাভিঃ শিখাভিঃ উপগতাৎ বলাৎ অবলিহ্য-মানাঃ সত্যঃ তাঃ এব স্বপ্রেম দীপদহনায়িতমেব দ্বীপাগ্নিবৎ ক্ষুদ্র-মেব বিদ্যুঃ জানীয়ুঃ॥ ৮৬-৮৭

হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে আরও বিচার করিলেন যে—যে অঙ্গনাসকল, 'শ্রীকৃষ্ণ কামুক, কারণ রাধিকা অপেক্ষা প্রেম-বতী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গোপনে তাহার সহিত রমণ

৮৮। এবঞ্চ সেৎস্যতি মদীপ্সিতমৈক্যমাসাং
রাসাখ্যনাট্যমনু মণ্ডলতাং গতানাম্।
মধ্যে ময়া সহ রুচা তু বিরাজমানা-
মেনাং বিলোক্য ন ভবেদপি কাচিদীর্ষ্যা॥

এবঞ্চেতি—এবঞ্চ আসাম্ ঐক্যমৈক রূপং মদীপ্সিতং মম অভিলষিতম্ আসাং গোপীনাং সেৎস্যতি সিদ্ধং ভবিষ্যতি। তথা রাসাখ্যনাট্যং রাসনৃত্যমনুমণ্ডলতাং গতানামাসাং মধ্যে ময়া সহ রুচা কান্ত্যা বিরাজমানামেনাং রাধাং বিলোক্য তু কাচিদপি ঈর্ষ্যা ন ভবেৎ॥ ৮৮

করেন।' এই কথা বলিয়া ক্রোধের সহিত সম্প্রতি রাধিকার ললিতা প্রভৃতি সখীবৃন্দকে ব্যথিত করে এবং আমাদিগের দুই-জনের উপরেও বহু দোষারোপ করে, তাহাদিগকে আমি বুঝা-ইয়া দিব যে, বিরহাবস্থায় রাধিকার প্রেমরূপ বাড়বানলের শিখা কোটিগুণ অধিক বর্দ্ধিত হয়; বিরহিণী রাধার নিকটবর্ত্তিনী হইলে, যখন তাহার প্রেমাগ্নির শিখাসমূহ বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে অবলেহন করিতে থাকিবে, তখন তাহারা নিজেদের প্রেমকে ক্ষুদ্র দীপাগ্নির তুল্য বোধ করিবে॥ ৮৬-৮৭

এই প্রকারে আমার অভিলষিত ব্রজরমণীসকলের মানস সাম্যও সিদ্ধ হইবে। রাসনৃত্যে যখন তাহারা মণ্ডলাকারে অবস্থান করিবে, সেই সময়ে সেই মণ্ডলীর মধ্যস্থলে রাধিকাকে

৮৯। কষ্টং কদাপি সুখসম্পদুদর্কমেব
মিত্রায় মিত্রমপি যচ্ছতি তদ্ধিতৈষি।
তীব্রাঞ্জনৈ র্যদপি মূর্চ্ছয়তি স্বদৃষ্টি-
মায়ত্যাতিদ্যুতিমতীং কুরুতে জনস্তাম্॥
৯০। ইত্যাত্তযুক্তিরুরসা সরসং বহন্ মাং
গত্বা পদানি কতিচিন্ম্ দুলপ্রদেশে।

কষ্টমিতি—হিতৈষি মিত্রং মিত্রায় অপি কদাপি যৎ কষ্টং যচ্ছতি দদাতি তৎ সুখসম্পদুদর্কং সুখসম্পদুত্তরফলমেব। জনঃ তীব্রাঞ্জনৈঃ তীব্রকজ্জলৈঃ যদ্যপি স্বদৃষ্টিং মূর্চ্ছয়তি, তৎ তাং স্বদৃষ্টিমায়ত্যাতিদ্যুতিমতীমায়ত্যাম্ উত্তরকালে অতিশয়েন দ্যুতিশালিনীং কুরুতে॥ ৮৯

আমার সহিত কান্তিমতীরূপে বিরাজমানা দেখিয়াও আর কোন ঈর্ষা প্রকাশ করিবে না॥ ৮৮

লোকে যেমন ভবিষ্যতে নিজের নেত্রকে অতিশয় কান্তি-বিশিষ্ট করিবার জন্য তীব্র কজ্জল দ্বারাও স্বচক্ষু মূর্চ্ছিত করে, সেই প্রকার হিতৈষী মিত্র বন্ধুজনকে যে কোন সময়ে কষ্ট দেয়, উত্তরকালে সুখসম্পত্তিলাভই তাহার কারণ। অর্থাৎ যদিও আমি রাধিকাকে পরিত্যাগ করিয়া কিছুকালের জন্য তাহাকে বিরহ-যন্ত্রণা প্রদান করিব, তথাপি তাহাতে আমাদের ভবিষ্যৎ-মিলনে পরম সুখ উপলব্ধি হইবে॥ ৮৯

অত্রাস্যতাং ক্ষণমপীতি নিধায় তত্রৈ-
বাস্তে স্ম মে নয়নগোচরতাং জহৎ সঃ ॥

৯১। দৃষ্ট্বা মমাতিবিকলত্বমপাস্তধৈর্য্যো
দাতুং স্বদর্শনমিয়েষ যদা তদৈব ।
গোপ্যঃ সখীবিততয়শ্চ সমেত্য তা মৎ-
সন্ধুক্ষণে সময়তন্ত নিতান্ততপ্তাঃ ॥

ইত্যাত্ত ইতি—ইতি আত্তযুক্তিঃ স· শ্রীকৃষ্ণঃ মাং রাধামুরসা বক্ষসা সরসং যথাস্যাত্তথা বহন্ কতিচিৎ পদানি গত্বা অত্র ক্ষণমপি আস্যতাম্ উপবিষ্টা ভব ইতি উক্ত্বা মৃদুলপ্রদেশে কোমলস্থানে নিধায় স্থাপয়িত্বা মে নয়নগোচরতাং জহন্ ত্যজন্ সন্ তত্রৈবাস্তে স্ম ॥ ৯০

দৃষ্ট্বেতি—মমাতিবিকলত্বং দৃষ্ট্বা অপাস্তধৈর্য্যঃ ধৈর্য্যরহিতঃ সন্ যদা স্বদর্শনং দাতুমিয়েষ, তদা এব তাঃ গোপ্যঃ সখীবিততয়ঃ

অয়ি দেবি ! আমার প্রিয়তম এইরূপ পরামর্শ করিয়া অনুরাগের সহিত আমাকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক কয়েক পদ গমন করিয়া, 'প্রিয়ে ! ক্ষণকাল এইস্থানে উপবেশন কর' এই কথা বলিয়া কোন একটি কোমল স্থানে আমাকে স্থাপন করিলেন এবং সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৯০

সখি ! প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে আমাকে অতিশয় বিরহশোকার্ত্ত দেখিয়া নিজেও অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং

৯২। যচ্চাবধীৎ পুনররিষ্টবকাঘবৎসান্
বিশ্বদ্রুহঃ কপটিনীমপি পূতনাং তাম্।
দোষো ন চায়মপি তূচ্চতরৈব বিষ্ণু-
শক্তি র্হরাবজনি সাধুজনাবনীয়ম্॥

সখীসমূহাঃ চ সমেত্য নিতান্ততপ্তাঃ সত্যঃ মৎসন্ধুক্ষণে মদাশ্বাসনে সমযতন্ত সম্যক্‌প্রকারেণ চেষ্টিতবত্যঃ॥ ৯১

যচ্চেতি—যৎ পুনঃ বিশ্বদ্রুহঃ বিশ্বেষাং দ্রোহকারিণঃ অরিষ্টবকাঘবৎসান্ অসুরান্ কপটিনীং কপটবেশধারিণীং তাং পুতনাং চ অপি অবধীৎ জঘান ন চ অয়ং বধঃ দোষঃ, অপি তু ইয়ং হরৌ সাধুজনাবনী সাধুজনপালনকারিণী উচ্চতরা এব বিষ্ণু-শক্তিঃ অজনি আবির্ভূতা॥ ৯২

তজ্জন্য যেইমাত্র আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিতে ইচ্ছা করিলেন, তৎক্ষণাৎ অন্যান্য গোপীগণ ও আমার সখীবৃন্দ আমার সমীপে আসিয়া আমার দুঃখে অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য যত্নবতী হইলেন॥ ৯১

আর শ্রীকৃষ্ণ যে বৃষভাকৃতি অরিষ্টাসুর, বকাসুর, সর্পাকৃতি অঘাসুর ও গোবৎসাকৃতি বৎসাসুর এবং কপটবেশধারিণী পূতনা-রাক্ষসীকেও হত্যা করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার কোন দোষ হয় নাই। কারণ সজ্জনপালনকারিণী উচ্চতরা বিষ্ণুশক্তি শ্রীকৃষ্ণে

৯৩। নারায়ণেন সদৃশস্তনয়স্তবায়-
মিত্যাহ যদ্ ব্রজপুরন্দরমেব গর্গঃ।
তৎসাক্ষিভূতমিহ দৈত্যবধাদিকর্ম্ম
লোকোত্তরং সমুদগাদ্ গিরিধারণাদি ॥

৯৪। কিঞ্চ স্ফুরত্যয়ি যথা মম চেতসীদং
তেনাপি নাপি কথিতং মুনিপুঙ্গবেন।

নারায়ণনেতি—নারায়ণেন সদৃশঃ তবায়ং তনয় ইতি যৎ গর্গঃ ব্রজপুরন্দরং ব্রজরাজং শ্রীনন্দমাহ, ইহ দৈত্যবধাদি গিরিধারণাদি লোকোত্তরমলৌকিকং কর্ম্ম তৎসাক্ষিভূতং তস্যবাক্যস্য সাক্ষিস্বরূপং সমুদ্গাৎ জাতমিতি ॥ ৯৩

আবির্ভূত হইয়া অসুরগণের সংহার করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতও বলেন—

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগতপালন ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু দ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে ॥ ৪র্থঃ পঃ ॥ ৯২

গর্গাচার্য্য ব্রজরাজ শ্রীনন্দের নিকট বলিয়াছিলেন—হে ব্রজরাজ! তোমার এই পুত্র নারায়ণের সদৃশ। দৈত্যবধাদি ও গোবর্দ্ধনধারণাদি অলৌকিক কর্ম্মসকল মুনিবরের উক্ত বাক্য-সমূহের সাক্ষিস্বরূপ হইয়াছে ॥ ৯৩

নারায়ণোঽপ্যঘভিদো নহি সাম্যমস্য
রূপৈর্গুণৈর্মধুরিমাদিভিরেতুমীষ্টে ॥
৯৫। আকর্ণ্য কর্ণরমণীয়তমাঃ প্রিয়ায়া
বাচো হরিঃ সরভসং পুনরভ্যধত্ত।

কিঞ্চেতি—অয়ি দেবি! নারায়ণঃ অপি রূপৈঃ গুণৈঃ মধুরাদিভিঃ অস্য অঘভিদঃ সাম্যমেতুং প্রাপ্তুং নহি ঈষ্টে সমর্থো ভবতি ইতি যদ্যপি মুনিপুঙ্গবেন গর্গেণাপি ন কথিতং তথাপি ইদং যথা যথাবৎ মম চেতসি স্ফুরতি ॥ ৯৪

কিন্তু অয়ি দেবি! যদ্যপি নামকরণকালে মুনিশ্রেষ্ঠ গর্গ এই কথা বলেন নাই, তথাপি আমার মনে স্বতঃই এই প্রকার স্ফুর্ত্তি পায় যে—শ্রীনারায়ণও রূপ গুণ মাধুর্য্য প্রভৃতিতে কখনও অঘরিপু শ্রীকৃষ্ণের সাদৃশ্য লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন না। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুও বলেন—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ, সিদ্ধান্তবিচারে স্বরূপগত অভিন্ন হইলেও আস্বাদন বিশেষপরিপাটীতে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথস্বরূপটী লীলা ও প্রেমে প্রেয়সীগণের আধিক্য, বেণু ও রূপমাধুর্য্য এই চারটি গুণে অধিকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৯৪

প্রেমোক্ত এব খলু লক্ষিতলক্ষণো যঃ
সোঽয়ং ত্বদাশ্রয়ক এব ময়াধ্যবোধি ॥

৯৬। দোষা অপি প্রিয়তমস্য গুণা যতঃ স্যু-
স্তদ্দত্তকষ্টশতমপ্যমৃতায়তে যৎ।
তদ্দুঃখলেশকণিকাপি যতো ন সহ্যা
ত্যক্ত্বাত্মদেহমপি যং ন বিহাতুমীষ্টে ॥

আকর্ণ্যেতি—প্রিয়ায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ কর্ণরমণীয়তমাঃ বাচঃ অকর্ণ্য শ্রুত্বা হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সরভসং সত্বরং সকৌতুকং বা পুনরভ্যধত্ত কথিতবান্ লক্ষিতলক্ষণঃ যঃ প্রেমা ত্বয়া উক্তঃ এব, সঃ অয়ং প্রেমা খলু ত্বদাশ্রয়কঃ তবৈবাশ্রিত এব ইতি ময়া অধ্যবোধি জ্ঞাতম্ ॥ ৯৫

দোষা ইতিদ্বয়ম্—যতঃ যস্মাৎ প্রিয়তমস্য দোষা অপি গুণাঃ স্যুঃ, যৎ যতঃ তদ্দত্তকষ্টশতমপি অমৃতায়তে অমৃতমিবা-

---

প্রিয়তমা শ্রীরাধিকার এই সকল কর্ণের পরমানন্দদায়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবাঙ্গনাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় কৌতুকের সহিত পুনরায় বলিতে লাগিলেন—রাধে! তুমি প্রেমের যে লক্ষণ বলিলে, সেই লক্ষণাক্রান্ত প্রেমের একমাত্র তুমিই পরমাশ্রয়। ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি ॥ ৯৫

প্রিয়সখি! তুমি বলিলে যে—যাহা হইতে প্রিয়তমের দোষও গুণ বলিয়া প্রতীত হয়, যন্নিমিত্ত প্রিয়তমকর্তৃক প্রদত্ত

৯৭। যোঽসন্তমপ্যনুপমং মহিমানমুচ্চৈঃ
প্রত্যায়য়ত্যনুপদং সহসা প্রিয়স্য।
প্রেমা স এব তমিমং দধতী ত্বমেব
রাধে শ্রুতা খলু ময়ৈব তথৈব দৃষ্টা ॥

৯৮। প্রেমী হরি র্নহি ভবেদিতি সত্যমেব
তচ্চেষ্টিতৈরনুমিমে তমিমে বদন্তি।

চরতি। যতঃ তদ্দোষকণিকাপি ন সহ্যা। আত্মদেহং ত্যক্ত্বাপি যং প্রেমাণং বিহাতুং ত্যক্তুং ন ঈষ্টে সমর্থো ন ভবতি। যঃ প্রিয়স্য অসন্তমবিদ্যমানমপি অনুপমমতুলনীয়ং মহিমানম্ উচ্চৈঃ অনুপদং সহসা প্রত্যায়য়তি প্রতীতিবিষয়ং জনয়তি সঃ এব প্রেমা রাধে! তমিমং প্রেমাণং ত্বমেব দধতী ধারয়তী খলু ইতি যথৈব হৈমবতীসভায়াং শ্রুতা, তথৈব ইহ দৃষ্টা ॥ ৯৬-৯৭

প্রেমীতি—হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রেমী প্রেমবান্ নহি ভবেৎ,

অনন্ত কষ্টও অমৃততুল্য বলিয়া মনে হয়, যজ্জন্য প্রিয়তমের অল্পমাত্র দুঃখও সহ্য হয় না, নিজের দেহত্যাগ অঙ্গীকার করিয়াও যাহাকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, প্রিয়তমের কোন মহিমা না থাকিলেও যে বস্তু তাহার অনুপম মহিমা পদে পদে অনুভব করাইয়া থাকে, তাহারই নাম প্রেম। রাধে! এই প্রেম কেবল তোমাতেই আছে, ইহা আমি পূর্ব্বে হৈমবতীর সভায় শ্রবণ করিয়াছিলাম, আজ তাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিলাম ॥ ৯৬-৯৭

প্রাণা মম ত্বদনুতাপদবাগ্নিদগ্ধাঃ
সখ্যস্তবাত্র নিখিলা অপি যৎ প্রমাণম্ ॥

৯৯। যচ্চ ত্বয়োক্তমিদমেব মনোগতং মৎ-
প্রেষ্ঠস্য তত্তু বয়মত্র কথং প্রতীমঃ।
নো তন্মুখাৎ ত্বমশৃণো র্ন চ তস্য সখ্যু-
স্তৌ বা জনুষ্যভবতাং ক্ব নু সত্যবাচৌ ॥

ইতি সত্যমেব। যৎ যস্মাৎ তচ্চেষ্টিতৈঃ তং হরিং প্রেমরহিতমনু-মিমে অনুমিনোমি ত্বদনুতাপদবাগ্নিদগ্ধাঃ তবানুতাপ এব দবাগ্নিঃ তেন দগ্ধাঃ ইমে মম প্রাণাঃ চ বদন্তি, তব নিখিলাঃ অপি সখ্যঃ অত্র প্রমাণম্ ॥ ৯৮

যচ্চেতি—যৎ চ ত্বয়া উক্তং মৎপ্রেষ্ঠস্য মমপ্রিয়তমস্য শ্রী-কৃষ্ণস্য মনোগতমিদমেব, তত্তু অত্র বয়ং কথং প্রতীমঃ বিশ্বসিমঃ ত্বং ন তন্মুখাৎ শ্রীকৃষ্ণমুখাৎ ন চ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সখ্যুঃ মুখাৎ অশৃণোঃ শ্রুতবতী. তৌ শ্রীকৃষ্ণ তৎসখ্যৌ বা অত্র জনুষি জন্মনি ক্ব নু সত্যবাচৌ সত্যবাদিনৌ অভবতামপি তু নৈব ॥ ৯৯

কিন্তু সখি! নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবান্ নহেন, ইহা সত্য জানিবে। যেহেতু তাঁহার আচরণসমূহদ্বারা ইহা অনুমান করি তেছি। আর তোমার অনুতাপরূপ দাবানলে দগ্ধ আমার প্রাণও ইহা বলিয়া দিতেছে এবং তোমার সখীবৃন্দও এই বিষয়ে প্রমাণ॥৯৮

আর তুমি যে বলিলে—আমাকে রাসাদিতে পরিত্যাগ-

১০০। যর্হ্যেব যদ্‌যদয়ি মৎপ্রিয়চেতসি স্যাৎ
তর্হ্যেব তত্তদখিলং সহসৈব বেদ্মি।
রাধে বিদুষ্যসি কিমচ্যুতযোগশাস্ত্রং
শক্নোষি যেন পরকায়মনঃ প্রবেষ্টুম্॥

যর্হীতি—শ্রীরাধিকা উবাচ—যর্হি এব যৎ যদপি মৎপ্রিয়চেতসি মম প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য মনসি যৎ যৎ স্যাৎ, তর্হি এব তৎ তদখিলং সহসৈবাহং বেদ্মি। দেবাঙ্গনাবেশধারি শ্রীকৃষ্ণঃ উবাচ—রাধে! অচ্যুত যোগশাস্ত্রম্ অচ্যুতেন সহ যোগস্য সংযোগস্য উপায়নিরূপণং যত্র তৎ শাস্ত্রং কিং বিদুষী জানাসি অসি; যেন পর কায়মনঃ পরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কায়ং মনঃ চ প্রবেষ্টুং শক্নোসি॥১০০

বিষয়ে আমার প্রিয়তমের এই এই অভিপ্রায়—তাহাই বা আমরা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব; যেহেতু তুমি তাঁহার বা তদীয় কোন সখার মুখে একথা শ্রবণ কর নাই। আর তাঁহাদের মুখে শ্রবণ করিলেই বা কি? যেহেতু তিনি এবং তাঁহার সখাগণ এজন্মের মধ্যে কবে সত্য কথা বলিয়াছেন॥ ৯৯

তখন শ্রীরাধিকা বলিলেন—সখি! আমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে যখন যে ভাবের উদয় হয়, আমি তখনই সেই সকল ভাব বুঝিতে পারি। তদুত্তরে দেবাঙ্গনাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—রাধে! তুমি কি অচ্যুতের সহিত সংযোগের উপায়নিরূপণকারি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ? যাহাতে তুমি শ্রীকৃষ্ণের

১০১। দেবীজনোঽস্য বিরতাচ্যুতযোগসিদ্ধি-
ব্যগ্রস্তথা কথমহো বত মানুষী স্যাম্।
যৎ পৃচ্ছসীদময়ি বক্তুমশেষমীশে
চেদ্ বিশ্বসিষ্যপরথা তু কথা বৃথৈব॥

১০২। প্রত্যায়নেঽস্তি যদি যুক্তিরতিপ্রভাবঃ
কিংবালি তে কথমিদং ন বয়ং প্রতীমঃ।

দেবীতি—শ্রীরাধিকা উবাচ—ত্বং দেবীজনঃ অসি অতঃ অবিরতাচ্যুতযোগসিদ্ধিব্যগ্রঃ অবিরতমচ্যুতস্য পূর্ণস্য যোগস্য সিদ্ধৌ ব্যগ্রঃ অসি। অহো বত খেদে মানুষী অহং কথং তথা স্যাম্। অয়ি! যৎ পৃচ্ছসি বিশ্বসিষি চেৎ অশেষম্ ইদং বক্তুম্ ঈশে সমর্থাস্মি অপরথা অন্যথা তু কথা বৃথৈব॥ ১০১

প্রত্যায়নে ইতি—দেবাঙ্গনাবেশধারি শ্রীকৃষ্ণঃ উবাচ—হে আলি! যদি প্রত্যায়নে বিশ্বাসোৎপাদনে যুক্তিঃ উপপত্তিঃ

কায় ও মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থা হইলে?॥ ১০০

শ্রীরাধিকা বলিলেন—তুমি দেবী! অতএব অচ্যুতযোগ-সিদ্ধির নিমিত্ত নিরন্তর ব্যগ্র। আমি মানুষী সুতরাং তোমার মত কি করিয়া হইব? প্রিয়তমের মনের ভাব আমি কিরূপে জানিতে পারি—ইহা তুমি প্রশ্ন করিতেছ। যদি আমার কথায় বিশ্বাস কর, তবে সকলই বলিতে পারি। অন্যথা বৃথা কথার প্রয়োজন নাই॥ ১০১

নো চেৎ প্রিয়স্তব গুণার্ণব এব কিন্তু
প্রেমী ভবেদয়মিদন্তু মতং তবৈব ॥

১০৩। প্রেষ্ঠঃ পরো ভবতি তস্য মনো ন বুধ্য
ইত্যেব ভাত্যনুভবাধ্বনি হন্ত যস্যাঃ।
সৈবোচ্যতাং নু পরকায়মনঃপ্রবেশ-
বিদ্যাবতীতি পরিহাসবিদা ত্বয়াদ্য ॥

কিম্বা তে তবাতিপ্রভাবঃ বলবান্ প্রভাবঃ সামর্থ্যমস্তি কথমিদং বয়ং ন প্রতীমঃ প্রতীতিং করিষ্যামঃ নোচেৎ তব প্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ গুণার্ণব এব কিন্তু অয়ং প্রিয়ঃ প্রেমী ভবেৎ, ইদং তু তবৈব মতম্ ॥ ১০২

প্রেষ্ঠ ইতি—শ্রীরাধিকা উবাচ—পরিহাসবিদা ত্বয়া অদ্য সা এব পরকায়মনঃ প্রবেশবিদ্যাবতী উচ্যতাং যস্যাঃ পরঃ অন্যজনঃ প্রেষ্ঠঃ প্রিয়তমো ভবতি। অথচ তস্য প্রেষ্ঠস্য মনঃ ন বুধ্যে ইতি এব অনুভবাধ্বনি অনুভবমার্গে ভাতি প্রকাশতে ॥ ১০৩

তখন দেবাঙ্গনাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—অয়ি রাধে! তুমি যদি আমার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য যুক্তি দেখাইতে পার এবং বিশ্বাসোৎপাদনে যদি তোমার সামর্থ্য থাকে তবে কেন আমি বিশ্বাস করিব না? তবে তোমার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ গুণসমুদ্র একথা সত্য, কিন্তু তিনি প্রেমবান্—ইহা কেবল তোমারই মত ॥ ১০২

১০৪। রাধে ! তদা বিলপিতং কিমিতি ত্বয়োচ্চৈ-
র্জ্ঞাত্বা হৃদস্য সুখিনী কথমেব নাভূঃ।
সত্যং ব্রবীষ্যপি তু দেব্যবধেহি কাপি
শক্তির্বিবেকভিদভূত্তদদর্শনস্য ॥

রাধে ইতি—দেবাঙ্গনাবেশধারি শ্রীকৃষ্ণঃ উবাচ—রাধে ! তদা ত্বয়া কিমিতি উচ্চৈর্বিলাপিতম্ ? অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য হৃৎ মনঃ জ্ঞাত্বা কথং সুখিনী নাভূরেব ? শ্রীরাধা উবাচ দেবি ! সত্যং ব্রবীষি, অপিতু অবধেহি অবধানং কুরু, তদদর্শনস্য শ্রীকৃষ্ণাদর্শনস্য কা অপি অনির্ব্বচনীয়া বিবেকভিৎ বিবেকহারিণীশক্তিঃ অভূৎ ইতি তথানুষ্ঠিতম ॥ ১০৪

শ্রীরাধিকা বলিলেন—প্রিয়সখি ! তুমি পরিহাস করিতে বড় পটু। যেহেতু যে পরকে অত্যন্ত ভালবাসে, অথচ তাহার মন বুঝিতে পারে না, এমন যাহাকে অনুভব করিতেছ, তাহাকেই আবার পরের কায়মনে প্রবেশবিষয়ে বিজ্ঞাবিশিষ্টা এই কথা বলিয়া পরিহাস করিতেছ ॥ ১০৩

দেবাঙ্গনাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে রাধে ! তবে তুমি সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া কেন অত উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছিলে ? শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় জানিয়া কেন তখন সুখিনী হও নাই ? শ্রীরাধিকা বলিলেন—দেবি ! তুমি সত্যকথাই বলিতেছ, কিন্তু অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। যদিও আমি

১০৫। ত্বং বেৎসি তন্মন ইহাস্তু ন মে বিবাদো
গান্ধর্ব্বিকে ! তব মনঃ স হি বেদ নো বা।
বেদেতি কিং ভণসি ভোঃ শৃণু যদ্রহস্যং
তত্ত্বং ত্বয়া যদভবং তরলীকৃতৈব ॥ ১০৫

ত্বমিতি—দেবাঙ্গনাবেশধারি শ্রীকৃষ্ণঃ উবাচ, গান্ধর্ব্বিকে ত্বং তন্মনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মনঃ বেৎসি জানাসি, ইহ মে মম বিবাদ ন অস্তু, সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ হি তব মনঃ বেদ নো বা ? শ্রীরাধিকা উবাচ সঃ মম মনঃ বেদ ইতি কিং ভণসি বদসি ? ভোঃ যৎ রহস্যং স্যাৎ তৎ ত্বং শৃণু, যৎ যস্মাৎ অহং ত্বয়া তরলীকৃতা এবাভবমতঃ ব্রবীমি ॥ ১০৫

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর জানিতাম, তথাপি তাঁহার অদর্শনের এমন একটি অনির্ব্বচনীয় বিবেকহারিণী শক্তি ছিল, যাহাতে তৎকালে আমার কোন জ্ঞানই থাকিত না ॥ ১০৪

দেবাঙ্গনাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—গান্ধর্ব্বিকে ! তুমি যে শ্রীকৃষ্ণের মন জান, তাহাতে আমাদের কোন বিবাদ নাই। কিন্তু তিনি তোমার মন জানেন কি না ইহাই জিজ্ঞাস্য। তখন শ্রীরাধিকা বলিলেন—সখি ! শ্রীকৃষ্ণ আমার চিত্ত জানেন কিনা ইহা আর অধিক কি জিজ্ঞাসা করিলে ? ইহার যাহা রহস্য তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যেহেতু আমি অদ্য তোমাকর্ত্তৃক তোমার প্রেমে চাঞ্চল্য প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব সেই কথা অন্যত্র প্রকাশ-

১০৬। রাধে ! জনোঽয়ময়ি যৎ তরলীকৃতোঽভূৎ
প্রেম্না ত্বয়ৈব তদপৃচ্ছমিদং স্বধার্ষ্ট্যম্।
শুশ্রূষতে শ্রবণমস্য যথা রহস্যং
বক্তুং তথার্হসি ন গোপয় কিঞ্চনাপি ॥

১০৭। অন্যোন্যচিত্তবিদুষৌ নু পরস্পরাত্ম-
নিত্যস্থিতেরিতি নৃষু প্রথিতৌ যদাবাম্।

রাধে ইতি—দেবাঙ্গনাবেশধারি শ্রীকৃষ্ণঃ উবাচ—অয়ি রাধে ! অয়ং জনঃ যৎ যস্মাৎ ত্বয়া এব প্রেম্না তরলীকৃতঃ চঞ্চলী কৃতঃ অভূৎ, তৎ সধার্ষ্ট্যমিদমপৃচ্ছম্, যথা অস্য মম শ্রবণং রহস্যং গোপ্যং শুশ্রূষতে শ্রোতুমিচ্ছতি তথাবক্তুম্ অর্হসি কিঞ্চন অপি ন গোপয় ইতি ॥ ১০৬

অন্যোন্যেতি—শ্রীরাধিকা উবাচ—পরস্পরাত্মনিত্যস্থিতেঃ

যোগ্য না হইলেও, অদ্য তোমার নিকট প্রকাশ করিব ॥ ১০৫

দেবাঙ্গনাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—অয়ি রাধে ! আমি যে রহস্যবিষয়টী শ্রবণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি, তাহাতে আমার ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইলেও, তোমার প্রীতিতে চঞ্চল হইয়াই তোমাকে এই প্রশ্ন করিতেছি। এই বৃত্তান্তের শ্রবণটি অতি রহস্যপূর্ণ হইলেও তোমার এই জন তাহা যেরূপে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছে ঠিক সেইরূপেই তোমার বর্ণনা করা উচিত। কিছুমাত্র গোপন করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ১০৬

তচ্চৌপচারিকমহো দ্বিতয়ত্বমেব
নৈকস্য সম্ভবতি কর্হিচিদাত্মনো নৌ ॥

১০৮। একাত্মনীহ রসপূর্ণতমেঽত্যগাধে
একাসুসংগ্রথিতমেব তনুদ্বয়ং নৌ।

পরস্পরাত্মনি নিত্যমবস্থানাৎ আবাং নু অন্যোন্যচিত্তবিদুযৌ পরস্পরচিত্তজ্ঞৌ ইতি যথা নৃষু মনুষ্যেষু মধ্যে প্রথিতৌ খ্যাতৌ, অহো তৎ চৌপচারিকম একস্য আত্মনঃ নৌ আবয়োঃ দ্বিতয়ত্বং কর্হিচিৎ কদাচিৎ ন সম্ভবত্যেব ॥ ১০৭

একাত্মনীতি—কস্মিংশ্চিদেকসরসি একস্মিন্ জলাশয়ে খলু চকাসৎ শোভমানম একনালোত্থম্ একমৃণালজাতং নীলপীতমব্জ-যুগলং পদ্মদ্বয়মিব ইহ রসপূর্ণতমে পরমরসময়ে অত্যগাধে অতি-

---

শ্রীরাধিকা বলিলেন—আমরা পরস্পর পরস্পরের চিত্তে নিত্য অবস্থান করি অতএব আমরা দুইজনেই দুইজনের মন জানি এইরূপ যে লোকে একটী প্রবাদ আছে, তাহাও আরোপমাত্র। কারণ আমাদের দুইজনে একাত্মক, অতএব সেই একের দুই হওয়া কখনও সম্ভবপর নহে ॥ ১০৭

যেমন কোন একটি সরোবরে একটি নাল হইতে উত্থিত নীল ও পীতবর্ণ দুইটি কমল বিকসিত হয়, সেই প্রকার অতিশয় গম্ভীর পরমরসময় একটি আত্মাতে নীল ও পীতবর্ণ আমাদের দেহদুইটি একটি প্রাণরূপ সূত্রে সংগ্রথিত রহিয়াছে। অর্থাৎ

কস্মিংশ্চিদেকসরসীব চকাসদেক-
নালোত্থমব্জযুগলং খলু নীলপীতম্ ॥

গম্ভীরে একাত্মনি এব নৌ আবয়োঃ তনুদ্বয়ং দেহদ্বয়মেকাত্মসং-
গ্রথিতমেকপ্রাণসূত্রনদ্ধম্ ॥ ১০৮

আমাদের দুইজনের দেহগত পার্থক্য থাকিলেও স্বরূপগত কোনই পার্থক্য নাই। কারণ তিনি স্বরূপে আনন্দ, আমি স্বরূপে হ্লাদিনী। শক্তি ও শক্তিমানের, অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায়, কোনই পার্থক্য নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বরূপ ও শক্তির দিকে দৃষ্টি থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু পরস্পর আস্বাদনগতবিচারে আমরা মূর্ত্তরূপে রাধা ও কৃষ্ণ সংজ্ঞায় ভেদরূপে প্রকাশ পাইতেছি। কারণ লীলাভিন্ন পরস্পরের সবিশেষ আস্বাদন হয় না। অথচ মূর্ত্ত না হইলেও লীলা হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়েই শ্রী-গোপালচম্পু বলেন—"ইমৌ গোরীশ্যামৌ মনসি বিপরীতৌ বহি-রপি স্ফুরত্তত্তদ্বস্ত্রাবিতি বুধজনৈর্নিশ্চিতমিদম্ ; স কোঽপ্যচ্ছ-প্রেমা বিলসদুভয়োঃ স্ফুর্ত্তিকতয়া দধন্ মূর্ত্তীভাব- পৃথগপৃথগপ্যা-বিরুদভূৎ।" এই শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্ব স্ব হৃদয়ে বিপরীত অর্থাৎ শ্রী-রাধার হৃদয় ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে শ্রীরাধা। বাহিরেও শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তির ন্যায় শ্যামবর্ণের বস্ত্র পরিধান করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধাকান্তিসদৃশ

১০৯। যৎ স্নেহপূরভৃতভাজনরাজিতৈক-
বর্ত্ত্যগ্রবর্ত্ত্যমলদীপযুগং চকাস্তি।
তচ্চেতরেতরতমোঽপনুদৎ পরোক্ষ-
মানন্দয়েদখিলপার্শ্বগতাঃ সদালীঃ॥

যদিতি— স্নেহপূরভৃতভাজনরাজিতৈকবর্ত্ত্যগ্রবর্ত্তিঃ বহু তৈল পরিপূর্ণস্য কস্যচিৎ পাত্রস্য যা একৈব বর্ত্তিঃ, তস্যাঃ উভয়াগ্রে বিদ্যমানং যদমলদীপযুগং চকাস্তি শোভতে, তচ্চ পরোক্ষং সাক্ষাৎ ইতরেতরতমোঽপনুদৎ পরস্পরান্ধকারনাশি সৎ অখিলপার্শ্বগতাঃ চতুর্দিক্ষু অবস্থিতাঃ আলীঃ সখীঃ আনন্দয়েৎ॥ ১০৯

পীতবর্ণের বস্ত্র ধারণ করেন। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতগণ ইহাই নির্দ্দেশ করেন যে, কোন একটী অনির্ব্বচনীয় পবিত্র প্রেম স্ফূর্ত্তি-রূপে বিলাস করিবার জন্য মূর্ত্তিভাব স্বীকার করিয়া পৃথক্ এবং অপৃথক্ রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছেন—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি র্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ॥
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥
(৪র্থ পরিচ্ছেদ)॥ ১০৮॥

আর যেমন বহুতৈলপরিপূর্ণ একটি পাত্রস্থিত একটি বাতির

১১০। যদ্যাপতেদ্ বিরহমারুত এতদাত্ত-
কম্পং ভবেদ্ যুগপদেব ভজেচ্চ মূর্চ্ছাম্।
ব্যগ্রা সদাল্যথ তদাবরণে যতেত
তৎ সুস্থয়েচ্চ সুখসদ্মগতং বিধায় ॥

১১১। সন্দর্শিতং তদিদমত্র রহস্যরত্নং
স্বস্বান্তসম্পুটবরং স্ফুটমুদ্ঘটয্য।

যদীতি—বিরহমারুতঃ বিরহরূপবায়ু আপতেৎ এতৎ তনু-দ্বয়ং কম্পযুক্তং ভবেৎ, যুগপদেব মূর্চ্ছাং ভজেত। অথ তর্হি আলী সখী ব্যগ্রা সতী তদাবরণে বিরহং দূরীকর্ত্তুং সদা যতেত যত্নবতী ভবতি। তৎ তনুদ্বয়ং সুখসদ্মগতং বিধায় সুস্থং করোতি চ॥ ১১০॥

(ললিতার) দুই মুখের অগ্রভাগ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উভয়েই উভ-য়ের অন্ধকার সাক্ষাৎ নাশ করিয়া থাকে, সেই প্রকার একই আত্মাতে একপ্রাণে বদ্ধ আমাদের দেহ দুইটি পরস্পরের দুঃখ দূর করিয়া পার্শ্বস্থিত সখীগণকেও আনন্দিত করিয়া থাকে ॥ ১০৯

সখি! যখন বিরহবাতাস উপস্থিত হয়, তখন আমাদের দেহরূপ প্রদীপদ্বয় কম্পান্বিত হইয়া এককালে মূর্চ্ছাগত হয়। সেই সময়ে নিপুণা সখীগণ ব্যগ্রতা সহকারে সেই বিরহপবন অপনোদনের জন্য যত্নবতী হইয়া উভয়কে উভয়ের সঙ্গরূপ সুখ-সদ্মের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া সুস্থ করেন ॥ ১১০

সন্দেহসন্তমসহারি তবাস্তু ভব্যে
হৃদ্যেব ধার্য্যমনিশং ন বহিঃ প্রকাশ্যম্ ॥

১১২। কৃষ্ণো জগাদ সখি ! যদ্ যদিদং ত্বয়োক্তং
তত্তৎ সযুক্তিকমধারয়মেব সর্ব্বম্।
চেতস্তু মে শঠমহো হঠবর্ত্ত্যবশ্যং
তত্তে পরীক্ষিতুমিহেচ্ছতি কিং করোমি ॥

সন্দর্শিতমিতি—হে ভব্যে ! কল্যাণি ! অদ্য তদিদং রহস্য-রত্নং গোপনীয়তমং প্রেম স্বস্বান্তসম্পুটবরং নিজান্তঃকরণরূপাং শ্রেষ্ঠপেটিকাম্ উদ্‌ঘটয্য স্ফুটং সন্দর্শিতং প্রকাশিতং তৎ তব সন্দেহসন্তমসহারি সংশয়তমোনাশি অস্তু হৃদি এবানিশং নিরন্তরং ধার্য্যং বহিঃ ন চ প্রকাশ্যম্ ॥ ১১১

কৃষ্ণ ইতি—কৃষ্ণ জগাদ্ উবাচ হে সখি ! যৎ যদিদং ত্বয়া উক্তং তত্তৎ সর্ব্বং সযুক্তিকমেব যুক্তিযুক্তমেব অধারয়মবধারয়ম্,

---

হে কল্যাণি ! অদ্য এই প্রেমরূপ পরম গোপনীয় রত্ন আমার হৃদয়রূপ শ্রেষ্ঠ সম্পুট সম্যক্‌রূপে উদ্‌ঘাটিত করিয়া তোমাকে প্রদর্শন করাইলাম। ইহা তোমার সন্দেহরূপ অন্ধকার সকলকে বিদূরিত করুক্। তুমি নিরন্তর ইহা হৃদয়ে ধারণ করিও, কখনও বাহিরে প্রকাশ করিও না ॥ ১১১

দেবাঙ্গনাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে সখি ! তুমি যাহা যাহা বলিলে, তৎ তৎ সকলই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অবধারণ

১১৩। ত্বং বর্ত্তসেঽত্র স তু সাম্প্রতমাত্মতাত-
গেহে কদাচিদবনায় গবাং বনেঽপি।
আত্মৈক্যমালি যুবয়োর্যদিহ প্রতীম-
স্তৎ কিং পরীক্ষণমৃতে সমুপৈতি সিদ্ধিম্॥

১১৪। সৈব স্মৃতিঃ সুমুখি! যস্য যথা যদা তে
সৈবাস্য চেদ্ ভবতি তর্হি তথা তদৈব।

অহো মে মম শঠং হঠবর্ত্ত্যবশ্যং চেতঃ তু তে তব তদুক্তমিহ অস্মিন্ বিষয়ে পরীক্ষিতুমিচ্ছতি কিং করোমি॥ ১১২

ত্বমিতি—ত্বমত্র বর্ত্তসে সঃ প্রিয়তমঃ তু সাম্প্রতমাত্মতাত-গেহে নিজপিতৃগৃহে কদাচিৎ গবামবনায় রক্ষণায় বনেঽপি বর্ত্ততে হে আলি! সখি! যদাত্মৈক্যমিহ প্রতীমঃ প্রতীতিং কুর্ম্মঃ তৎ কিং পরীক্ষণমৃতে বিনা সিদ্ধিং সমুপৈতি গচ্ছতি॥ ১১৩

করিলাম। কিন্তু আমার চিত্ত বড় শঠ। সে তোমার বাক্যকে অবশ্য পরীক্ষা করিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছে। এ বিষয়ে আমি কি করিব?॥ ১১২

হে সখি! তুমি এখানে রহিয়াছ, আর তোমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি পিতৃগৃহে কিম্বা গোপালনের নিমিত্ত বনে রহিয়াছেন। তোমাদের যে একাত্মতা অর্থাৎ একপ্রাণতা তাহা বিশ্বাস করিলাম বটে, কিন্তু তাহা পরীক্ষা বিনা সিদ্ধ হইতে পারে না॥ ১১৩

প্রত্যক্ষমেব যদি তাং কলয়ামি সম্প্র-
ত্যত্রৈব বা সখি তদৈব দধে প্রতীতিম্ ॥

১১৫। দূরেঽথবা নিকট এব স তে প্রিয়ঃ স্যা-
দেহীহ সত্বরমিতি স্মৃতমাত্র এব।
আয়াতি চেৎ তব সমক্ষময়ং তদা বা
মাত্মৈক্যমিত্যবগমো ধিনুয়াৎ সদা মাম্ ॥

যেতি—হে সুমুখি! সুন্দরি! যদা যৎকালে তে তব যস্য বস্তুনঃ যা এব স্মৃতিঃ যথা যেন প্রকারেণ ভবতি তদা তৎকালে অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সা এব স্মৃতিঃ তথা তেন প্রকারেণ ভবতি চেৎ সম্প্রতি যদি তাং স্মৃতিং প্রত্যক্ষমেবাত্রৈব কলয়ামি অবগচ্ছামি, হে সখি! তর্হি তদৈব প্রতীতিং বিশ্বাসং দধে ধারয়ামি এব ॥১১৪

দূরে ইতি—তে তব সঃ প্রিয়ঃ দূরে অথবা নিকটে এব স্যাৎ, "ইহ সত্বরং এহি" ইতি স্মৃতমাত্রঃ এব অয়ং প্রিয়ঃ তব সমক্ষমায়াতি চেৎ তদা বাং যুবয়োঃ আত্মৈক্যমিতি অবগমঃ বোধঃ মাং সদা ধিনুয়াৎ সুখীনীং কুর্য্যাৎ ॥ ১১৫

হে সুমুখি যে সময়ে তোমার চিত্তে যে বস্তুর যে স্মৃতি যে প্রকারে হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্তে যদি সেই সময়ে সেই বস্তুর সেই স্মৃতি সেই প্রকারেই হয় এবং তাহা যদি সম্প্রতি সেই স্থানেই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, হে সখি! তাহা হইলে আমার প্রতীতি দৃঢ় হইতে পারে ॥ ১১৪

১১৬। বিঘ্নঃ ক্বচিৎ তু গুরুনিঘ্নতয়াপি দৈবাদ্-
দৈত্যাগমাদপি কুতশ্চন বাপিহেতোঃ।
অন্যোন্যমপ্যতনু বাং স্মরতো যদি স্যা-
ন্নো সঙ্গতিস্তদিহ নাস্তিতমাং বিবাদঃ ॥

১১৭ যদ্যপ্যমুং গুরুপুরে সখি সঙ্কুচন্তী
নৈবাস্বয়স্ত্বভিসরস্যত এব দূরম্।

বিঘ্ন ইতি—অন্যোন্যং পরস্পরমতনু অনল্পং যথাস্যাত্তথা স্মরতোঃ অপি বাং যুবয়োঃ যদি ক্বচিৎ গুরুনিঘ্নতয়া গুরুজনপার-বশ্যতয়া অপি দৈবাৎ দৈত্যাগমাৎ বাপি হেতোঃ বিঘ্নঃ স্যাৎ সঙ্গতিঃ মিলনং নো ন ভবতি তৎ তদা বিবাদঃ নাস্তিতমাম্ অতি শয়েন নাস্তি ॥ ১১৬

তোমার প্রিয় নিকটে থাকুন বা দূরেই থাকুন 'এখানে শীঘ্র আগমন কর' তুমি এইরূপ স্মরণ করিবামাত্রই, যদি তোমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন, তবেই তোমাদের এক আত্মা এই বোধ আমাকে সর্ব্বদা সুখ প্রদান করিবে ॥ ১১৫

কিন্তু যদি তোমরা উভয়ে পরস্পর অতিশয় স্মরণ করি-লেও যদি কোনও সময় গুরুজনের পরাধীনতা বশতঃ অথবা দৈবাৎ দৈত্যাগমনজন্য, অথবা অন্য কোন কারণে বিঘ্নবশতঃ তোমাদের মিলন না হয়, তাহাতে আমার কোনই বিবাদ নাই ॥ ১১৬

কিঞ্চৈকদাপি ন তদাগমমীহসে ত্বং
স্বার্থস্ত্বিদন্তু নিতরাং মদিরাক্ষি বিদ্মঃ ॥
১১৮। কৃষ্ণপ্রিয়ে সখি! তদপ্যধুনা মমানু-
রোধাদমুং স্মর স এতু সুখং তনোতু।
নাত্রাস্তি তে গুরুজনাগমনাবকাশো
মৎসংশয়োত্থমপি খেদমপাকরোতু ॥

যদীতিদ্বয়ম্—হে সখি! হে মদিরাক্ষি! মত্তখঞ্জনযুগপ-দক্ষিণী যস্যাঃ হে তথাভূতে! যদ্যপি ত্বং গুরুপুরে গুরুজনগৃহে সঙ্কুচন্তী সতী অমুং শ্রীকৃষ্ণং নৈব আহ্বায়সি, অতএব দূরমভি-সরসি কিঞ্চ কদাপি স্বার্থং তু ন তদাগমমীহসে ইদং তু বয়ং নিতরাং বিদ্মঃ জানীমঃ তদপি তথাপি হে সখি! কৃষ্ণপ্রিয়ে! মম অনুরোধাৎ অধুনা অমুং শ্রীকৃষ্ণং স্মর, সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ এতু আগচ্ছতু সুখং তনোতু বিস্তারয়তু, অত্র তে তব গুরুজনাগমনাবকাশঃ গুরুজনস্যাগমনস্য সময়ঃ ন অস্তি, অতঃ মৎসংশয়োত্থং মম সন্দেহ-জমপি খেদং দুঃখমপাকরোতু দূরীকরোতু ॥ ১১৭-১১৮

হে সখি! হে মদিরাক্ষি! যদিও তুমি গুরুজনগৃহে তাঁহা-দের ভয়ে সঙ্কুচিতা হইয়া তোমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে নিজসমীপে আহ্বান করিতে না পারিয়া স্বয়ংই তাঁহার নিকটে দূরে অভিসার কর, আর নিজের সুখের জন্য কখনও তাঁহার আগমন ইচ্ছা কর না, ইহা আমরা উত্তমরূপে জানি। তথাপি হে সখি! হে কৃষ্ণ-

১১৯। ইত্যর্থিতা সরভসং বৃষভানুকন্যা
সন্যায়মাহ নয় মা হসনীয়তাং মাম্।
ব্রূষে যথৈব করবাণি তথৈব নো চেৎ
প্রেমৈব ধাস্যতি রুজং চিরমাত্তলজ্জঃ॥

১২০। বৃন্দারকেড্য ! ভগবন্ ! মদভীষ্টদেব !
শ্রীভাস্কর ! ত্রিজগদীক্ষণসৌখ্যদায়িন্ !

ইতীতি—দেবাঙ্গনাবেশধারিণা শ্রীকৃষ্ণেন ইতি সরভসং সকৌতুকমর্থিতা প্রার্থিতা বৃষভানুকন্যা শ্রীরাধা সন্যায়ং সযুক্তিকমাহ মাং হসনীয়তামুপহাসাস্পদতাং মা নিষেধে নয় প্রাপয় যথৈব ব্রূষে কথয়সি, চেৎ যদি তথৈব নো ন করবাণি. মম প্রেমা এব আত্তলজ্জঃ লজ্জাপ্রাপ্তঃ সন্ চিরং রুজং দুঃখং ধাস্যতি দাস্যতি ॥১১৯

প্রিয়ে! আমার অনুরোধ বশতঃ একটিবার শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ কর। তিনি আগমন করুন আমরা দেখিয়া সুখী হই। বিশেষতঃ সম্প্রতি তোমার গুরুজনের এখানে আগমনের আশঙ্কা নাই। অতএব তুমি নিঃসঙ্কোচে আমার সংশয়োত্থ দুঃখ দূরীভূত কর ॥১১৭-১১৮

দেবাঙ্গনাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক এইভাবে প্রার্থিতা হইয়া শ্রীবৃষভানুকন্যা শ্রীরাধিকা যুক্তির সহিত বলিতে লাগিলেন—হে সখি ! আমাকে উপহাসাস্পদ করিও না। তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যদি না করিতে পারি তবে আমার প্রেমই লজ্জিত হইয়া আমাকে চিরকাল দুঃখ প্রদান করিবে॥ ১১৯

মৎসর্ব্বকামদ ! কৃপাময় পদ্মিনীশ !
সত্যানৃতাগুখিলসাক্ষিতয়া প্রতীত ॥

১২১। গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরৌ ভবতঃ সদৈকা-
ত্মানাবিতীয়মনৃতা ন যদি প্রথাস্তি।
সম্প্রত্যসৌ গিরিধরোঽত্র তদাদদানো
মন্নেত্রয়োঃ পরিচয়ং স্বমুদেঽভ্যুদেতু ॥

১২২। উক্তেদমেব বৃষভানুসুতাত্মকান্তং
ধ্যাতুং সমারভত মীলিতনেত্রযুগ্মা।

বৃন্দারকেতিদ্বয়ম্—হে বৃন্দারকেড্য ! ভগবন্ মদভীষ্টদেব শ্রীভাস্কর, ত্রিজগদীক্ষণসৌখ্যদায়িন্ ! মৎসর্ব্বকামদ কৃপাময় পদ্মিনীশ, সত্যানৃতাগুখিলসাক্ষিতয়া প্রতীত, গান্ধর্ব্বিকাগিরি-ধরৌ সদা একাত্মানৌ ভবতঃ ইতি ইয়ং প্রথা জনশ্রুতিঃ যদি অনৃতা মিথ্যা ন অস্তি তদা সম্প্রতি অসৌ গিরিধরঃ স্বমুদে মন্নে-ত্রয়ো পরিচয়মাদদানঃ সন্ অভ্যুদেতু আবির্ভবতু ॥ ১২০-১২১

হে দেবারাধ্য ! হে ত্রিজগদ্বাসিপ্রাণিবর্গের দর্শনসুখ প্রদানকারিন্ ! হে আমার সর্ব্বাভীষ্টপ্রদানকারিন্ ! হে কৃপা-ময় ! হে পদ্মিনীশ ! হে সত্যমিথ্যা সকলের সাক্ষিস্বরূপ ! হে আমার উপাস্য দেবতা ! ভগবান্ সূর্য্যদেব ! রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদাই এক আত্মা, এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণ এখনই আমার নিজ অন্তরঙ্গ পরিজনবর্গকে সুখী করিবার নিমিত্ত আমার

সা যোগিনীব বিনিরুদ্ধহৃষীকবৃত্তি-
রাস্তে স্ম যাবদবিখণ্ডিতমৌনমুদ্রা ॥

১২৩। তাবদ্বিহায় সহসৈব হরিঃ স যোষি-
দ্বেশং সখীঃ স্বমখিলাঃ পরিচিন্বতীস্তাঃ ;
ভ্রূসংজ্ঞয়ৈব বিদধন্নিজপক্ষপাতে
চুম্বন্ প্রিয়াং মুহুরবারিতমালিলিঙ্গ ॥

উক্তেতিদ্বয়ম—ইদমুক্ত্বা এব বৃষভানুসুতা নিমীলিতনেত্র-যুগ্মা সতী আত্মকান্তং শ্রীকৃষ্ণং ধ্যাতুং সমারভত। সা যাবৎ যোগিনী ইব বিনিরুদ্ধহৃষীকবৃত্তিঃ বিনিবৃত্তেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ অবিখণ্ডিত মৌনমুদ্রা চ মৌনাবলম্বিনী সতী আস্তে স্ম, তাবৎ স দেবাঙ্গনা-বেশধারি হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সহসা এব যোষিদ্বেশং বিহায় স্বং পরি-চিন্বতীঃ তাঃ অখিলাঃ সখীঃ ভ্রূসংজ্ঞয়া কটাক্ষেঙ্গিতেন এব নিজ-পক্ষপাতে স্বপক্ষপাতিনীঃ বিদধৎ কুর্ব্বন্ সন্ প্রিয়াং শ্রীরাধাং মুহুঃ অবারিতং যথাস্যাত্তথা চুম্বন্ চুম্বনপুরঃসরমালিলিঙ্গ আলি-ঙ্গিতবান্ ॥ ১২২-১২৩

নয়নের প্রত্যক্ষ হইয়া আবির্ভূত হউন ! ॥ ১২০-১২১

এইরূপ বলিয়া বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা নেত্রযুগল মুদ্রিত করিয়া নিজকান্ত শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগি-লেন। তিনি যখন যোগিণীর ন্যায় ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল সংযত করিয়া মৌনমুদ্রাবলম্বন পূর্ব্বক বসিয়া রহিলেন, এই অবসরে শ্রীকৃষ্ণ সহসা স্ত্রীবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার পরিচয়প্রাপ্তসখীসকলকে

১২৪। রোমাঞ্চিতাখিলতনুর্গলদশ্রুসিক্তা
ধ্যানাগতং তমববুধ্য বহির্বিলোক্য।
আনন্দলীনহৃদয়া খলু সত্যমেব
যোগিন্যরাজত নিরঞ্জনদৃষ্টিরেষা॥

রোমাঞ্চিতেতি—তদা রোমাঞ্চিতাখিলতনুঃ রোমাঞ্চিতা অখিলতনুঃ যস্যাঃ সা এষ শ্রীরাধা গলদশ্রুসিক্তা নয়নজলব্যাপ্তা সতী তং শ্রীকৃষ্ণং ধ্যানাগতং ধ্যানেন আগতমববুধ্য জ্ঞাত্বা বহিঃ বিলোক্য আনন্দলীনহৃদয়া আনন্দমগ্নচিত্তা সতী সত্যমেব খলু নিরঞ্জনে ব্রহ্মণি দৃষ্টির্যস্যাঃ শ্লেষে কজ্জলশূন্যনয়না যোগিনী অরাজত শুশুভে॥ ১২৪

কটাক্ষের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া নিজের পক্ষপাতিনী করিলেন এবং প্রেয়সীকে মুহুর্মুহু অবারিতভাবে চুম্বন করতঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। ১২২-১২৩

সেই সময়ে শ্রীরাধা সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চিতা হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে ধ্যানে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং বাহিরেও শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্না হইলেন। তখন শ্রীরাধিকা সত্য সত্যই যোগিণীর ন্যায় নিরঞ্জনদৃষ্টি হইলেন অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিলেন, পক্ষে অশ্রুজলে নয়নের অঞ্জন বিধৌত করিতে লাগিলেন॥ ১২৪

১২৫। সংজ্ঞাং ক্ষণাদলভতাথ পটাঞ্চলেন
বক্ত্রং পিধায় সুদৃগাতনুতে স্ম লজ্জাম্।
তং প্রাহ সৈব ললিতা কিমহো বিলাসি-
ন্নাগা অলক্ষিতমিহ ত্বমতীব চিত্রম্॥

১২৬। অন্তঃপুরে কুলবধূকুলমাত্রগম্যে
শক্তো ন যত্র পবনোঽপি হঠাৎ প্রবেষ্টুম্।
তত্রেতি যস্তু গতভীঃ পুরুষঃ স এষ
গণ্যোঽতিসাহসিকশেখর এক এব॥

সংজ্ঞামিতি—সা ক্ষণাৎ সংজ্ঞামলভত, অথানন্তরং পটাঞ্চলেন বস্ত্রাঞ্চলেন বক্ত্রং মুখং পিধায়াচ্ছাদ্য সুদৃক্ সুলোচনা সা শ্রী-রাধা লজ্জামাতনুতে স্ম প্রকাশিতবতী সা তদা সা এব ললিতা তু তং শ্রীকৃষ্ণং প্রাহ, অহো বিলাসিন্ ত্বং কিমলক্ষিতমদৃশ্যমিহ আগাঃ আগতোঽসি, অতীব চিত্রমাশ্চর্য্যম্॥ ১২৫

অন্তঃপুরে ইতি—কুলবধূকুলমাত্র গম্যে কুলবধূনামেব প্রবেশযোগ্যে যত্র অন্তঃপুরেঃ পবন অপি হঠাৎ প্রবেষ্টুং ন শক্তঃ

অনন্তর ক্ষণকালমধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া, সুলোচনা শ্রী-রাধিকা বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা স্ববক্ত্র আচ্ছাদনপূর্ব্বক লজ্জাপ্রকাশ করিলেন। সেই সময়ে শ্রীললিতা নাগরবর শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন "অহো বিলাসিন্! তুমি অন্যের অলক্ষিতভাবে এখানে আসি-য়াছ। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য!॥ ১২৫

১২৭। তত্রাপি মদ্বিধসখীজনপালিতায়াঃ
সাধ্বীকুলাপ্লবনকীর্ত্তিসুরাপগায়াঃ।
স্নাত্বৈব মিত্রযজনায় কৃতাসনায়া-
স্তং ধ্যাতুমেব বিনিমীলিতলোচনায়াঃ ॥

তত্র তু যঃ গতভীঃ নির্ভীকঃ পুরুষ এতি গচ্ছতি সঃ এবঃ এক এবাতিসাহসিকশেখরঃ গণ্যঃ ॥ ১২৬

তত্রাপীতিদ্বয়ম্ — তত্রাপি সাধ্বীকুলাপ্লবনকীর্ত্তিসুরাপগায়াঃ যস্যাঃ কীর্ত্তিরূপাসুরাপগ গঙ্গা সাধ্বীকুলমাপ্লাবয়তি এবম্ভূতায়াঃ মদ্বিধসখীজনপালিতায়াঃ ললিতাখ্যসখীজনেন সুরক্ষিতায়াঃ এব মিত্রযজনায় মিত্রস্য সূর্য্যস্য পক্ষে নিজপ্রাণবন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যজনায় পূজায়ৈ পক্ষে সন্তোষায় কৃতাসনায়াঃ উপবিষ্টায়াঃ

একমাত্র কুলবধূগণেরই প্রবেশযোগ্য যে অন্তঃপুরে পবন পর্য্যন্ত গমন করিতে সমর্থ হয় না, তথায় যে পুরুষ নির্ভয়ে প্রবেশ করে, তিনিই অতিশয় সাহসিকগণের শিরোমণি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন ॥ ১২৬

যিনি প্রখরাগ্রণী আমার ন্যায় সখীকর্ত্তৃক সর্ব্বদা রক্ষিতা হইতেছেন, যাঁহার কীর্ত্তিরূপা সুরধুনীতে সাধ্বীরমণীগণ শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ স্নান করিয়া পবিত্রতা লাভ করিতেছেন, অর্থাৎ যিনি পরমাসতী—"যাঁর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী" যিনি স্নান সমাপন করিয়া সূর্য্যদেবের পূজা করিবার জন্য, পক্ষে নিজ প্রাণ-

১২৮। অঙ্গং বলাৎ স্পৃশসি যদ্‌বৃষভানুপুত্র্যা
দেবাৎ ততো দিনপতেরপি নো বিভেষি।
ন ত্বং কিমত্র গণয়িষ্যসি লোকধর্ম্মৌ
লজ্জা তু কেয়মিতি নহি পর্য্যচৈষীঃ ॥

১২৯। তন্মাধবাদ্য তব দিষ্টমহং স্তবে য-
দার্য্যা গৃহে নহি নাপি পতিঃ স কোপী।

তং সূর্য্যমেব ধ্যাতুং বিনিমীলিতলোচনায়াঃ মুদ্রিতনয়নায়াঃ বৃষ-ভানুপুত্র্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ অঙ্গং যৎ বলাৎ স্পৃশসি, তৎ দেবাৎ দিন-গতেঃ সূর্য্যাৎ অপি নো বিভেষি ভীতো ভবসি? ত্বং কিমত্র লোকধর্ম্মৌ ন গণয়িষ্যসি? ইয়ং লজ্জা তু কা ইতি তাং লজ্জাং নহি পর্য্যচৈষীঃ? পরিচিতবানসি? ॥ ১২৭-১২৮

তদিতি—তৎ তস্মাৎ হে মাধব! অদ্য তব দিষ্টং ভাগ্য-মহং স্তবে যৎ যস্মাৎ আর্য্যা জটীলা গৃহে নহি বিদ্যতে, সঃ কোপী

বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষবিধান করিবার জন্য, আসনে উপবেশন-পূর্ব্বক সূর্য্যকে পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবার উদ্দেশ্যে নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া রহিয়াছেন, সেই বৃষভানু রাজকন্যা শ্রীরাধিকার অঙ্গ তুমি যে বলপূর্ব্বক স্পর্শ করিতেছ, ইহাতে কি তুমি সূর্য্য-দেব হইতেও ভীত হইতেছ না? লজ্জা কাহাকে বলে তাহা ত তুমি জানই না, লোকমর্য্যাদা এবং ধর্ম্মমর্য্যাদাও কি তুমি গণনা কর না? ॥ ১২৭-১২৮

সখ্যোঽবলা বয়মহো করবাম কিং তে
ভদ্রেণ লম্পটবর ত্বমিতোঽবিতোঽভূঃ ॥

১৩০। কৃষ্ণোঽব্রবীৎ কমপি নৈব দধামি মন্তুং
গোশালচত্বরমনুশ্রিতখেলনোঽহম।

ক্রুদ্ধঃ পতিঃ পতিম্মন্যঃ অপি ন বিদ্যতে, সখ্যঃ বয়মবলাঃ দুর্ব্বলাঃ অহো! তে তব কিং করবাম। হে লম্পটবর! ইতঃ অস্মাৎ কারণাৎ ত্বং ভদ্রেণ মঙ্গলেন অবিতঃ রক্ষিতঃ অভূঃ ॥ ১২৯

কৃষ্ণ ইতি—কৃষ্ণঃ অব্রবীৎ কমপি মন্তুমপরাধং ন এব দধামি করোমি। গোশালচত্বরং গোশালায়াঃ প্রাঙ্গণে অনুশ্রিত-

---

হে মাধব! আর্য্যা জটিলা এবং সেই ক্রুদ্ধ পতিও গৃহে নাই। অতএব তোমার সৌভাগ্যকে আমি প্রশংসা করি আর আমরা সখীসকলও অবলা, তোমার কি করিতে পারি? হে লম্পটবর! সৌভাগ্যবশতঃ আজ মঙ্গলমতই তুমি এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইলে। এস্থলে ললিতার শ্লেষগর্ভবাক্যদ্বারা অন্য একটি অভিপ্রায়ও ধ্বনিত হইতেছে। যথা—হে কৃষ্ণ! এক্ষণে আর্য্যা ও ক্রুদ্ধ পতি গৃহে নাই, আমরাও ইঁহারই সুখাভিলা-ষিণী সখী। অতএব তুমি অসঙ্কোচে আমাদের সখী—শ্রীরাধি-কার সহিত বিহার কর ॥ ১২৯

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন—ললিতে! এ বিষয়ে আমার কোন অপরাধ নাই; আমি গোশালার প্রাঙ্গণে ক্রীড়া করিতে

দৈবাৎ সমস্মরমিমামথ সত্ত এব
দৈবেন কেনচিদিবাগমিতোঽপ্যভূবম্ ॥

১৩১। রাধাভ্যধত্ত ললিতে ! ক্ব নু বর্ত্ততেঽসৌ
দেবী প্রতীতিমুপযাতি বিলোক্য নো বা।
দেবী তু দীব্যতি দৃশৈব গতাধিরেত
দ্ধামান্তরত্র মুদমাতনুতে ততো নঃ ॥

খেলনঃ ক্রীড়াসক্তঃ অহং দৈবাৎ ইমাং রাধাং সমস্মরং স্মৃতবান্, অথ সত্ত এব কেনচিৎ দৈবেন ইব আগমিতঃ অত্র সমানীতঃ অভূবম্ ॥ ১৩০

রাধেতি—রাধা অভ্যধত্ত উবাচ, ললিতে ! অসৌ দেবী ক্ব নু বর্ত্ততে বিলোক্য প্রতীতিং বিশ্বাসমুপযাতি নো বা ? ললিতা আহ, দেবী তু দৃশা দৃষ্ট্বা এব গতাধিঃ গতসন্দেহা সতী, অত্র এতদ্ধামান্তঃ এতস্মিন্ গৃহমধ্যে দীব্যতি শোভতে, ততঃ নঃ অস্মাকং মুদং হর্ষমাতনুতে বিস্তারয়তি ॥ ১৩১

ছিলাম। দৈবাৎ শ্রীরাধিকার কথা আমার মনে হইল। তদনন্তর কোন দেবতাই যেন তৎক্ষণাৎ আমাকে এইস্থলে আনয়ন করিল ॥ ১৩০

শ্রীরাধিকা বলিলেন—সখি ললিতে ! সেই দেবী এক্ষণে কোথায় ? আমার স্মরণমাত্রে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিলেন ইহা দেখিয়া আমার পূর্ব্ববাক্যে তাহার বিশ্বাস হইতেছে কি না ?

১৩২। দেবীতি কাং ভণসি তাং পরিচায়য়াত্রে-
ত্যুক্ত্বা সখীং হরিরথাব্রুবদব্রুবাণাম্।
আং জ্ঞাতমদ্য ললিতে খলু ধূর্ত্ততা বো
ব্যক্তেয়তৈব সময়েন বভূব দিষ্ট্যা॥

১৩৩। কাপাত্র সিদ্ধবনিতা কিমু খেচরী বা
দেবী সমেতি তত এব গৃহীতবিদ্যা।

দেবীতি—অত্র দেবী ইতি কাং ভণসি, কথয়সি তাং উক্তাং সখীং পরিচায়য় তৎপরিচয়ং কথয় ইতি উক্ত্বা অথ হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অব্রুবাণাং নিরুত্তরাং তাং ললিতামব্রুবৎ, হে ললিতে আং জ্ঞাতমদ্য খলু ইয়তা এব সময়েন বঃ যুস্মাকং ধূর্ত্ততা দিষ্ট্যা ভাগ্যেন ব্যক্তা বভূব॥ ১৩২

ললিতা বলিলেন—সেই দেবী তোমাদের মিলনদর্শনে নিঃসন্দেহ হেতু তাঁহার মনঃপীড়া বিদূরিত হওয়ায় এই গৃহের মধ্যে শোভা পাইতেছেন এবং তাহাতে আমাদেরও হর্ষবিধান করিতেছেন॥১৩১

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তোমরা যাহাকে দেবী কহিতেছ আমার সমীপে তাহার পরিচয় প্রদান কর। ইহাতে ললিতার কোন উত্তর না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিতে লাগিলেন—অহো বুঝিয়াছি। সৌভাগ্যবশতঃ অদ্য অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তোমাদের ধূর্ত্ততা আমি বুঝিতে পারিলাম॥ ১৩২

মামত্যবশ্যমিয়মাত্মবশে বিধায়
দাসীয়তি প্রতিদিনং প্রসভং প্রকৃষ্য ॥

১৩৪। সৈবাস্ত মহ্যমপি কঞ্চন মন্ত্রমেকং
রাধে দদাতু ভব ভাবিনি মে সহায়া।
শিষ্যং ত্বমেব কুরু মামথবা প্রপন্ন-
মুৎকণ্ঠিতং রহসি কুত্রচনাপি নীত্বা ॥

কাপীতি—কাপি সিদ্ধবনিতা কিম্ব খেচরী গগনচারিণী দেবী বা অত্র সমেতি সমাগচ্ছতি। ইয়ং রাধিকা বঃ যুষ্মাকং সখী ততঃ তস্যাঃ এব গৃহীতবিদ্যা লব্ধামন্ত্রাসতী অত্যবশ্যং মামাত্মবশে বিধায় কৃত্বা প্রতিদিনং প্রসভং বলাৎ প্রকৃষ্যাকৃষ্য দাসীয়তি দাসং কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥ ১৩৩

সৈবেতি—হে রাধে! সা দেবী এবাস্ত মহ্যমপি কঞ্চন একং মন্ত্রং দদাতু, হে ভাবিনি! মে মম সহায়া সাহায্যকারিণী

কোন সিদ্ধবনিতা অথবা কোন আকাশচারিণীদেবী তোমাদের গৃহে আগমন করেন। তোমাদের সখী রাধিকা তাঁহার নিকট হইতে কোন সিদ্ধমন্ত্র শিক্ষা করিয়া—যে আমি কাহারও বশীভূত হই না—সেই আমাকেও বশীভূত করিয়াছেন এবং বলপূর্ব্বক প্রতিদিন আমাকে আকর্ষণ করিয়া দাস করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ১৩৩

হে শ্রীরাধে! সেই দেবী আমাকেও কোন একটি মন্ত্র

১৩৫। বংশ্যেব রাজতিতমামতিসিদ্ধবিদ্যা
সাঙ্কং তবানয়তি সাধুসতীঃ পুরস্ত্রীঃ।
তাঞ্চাপি চোরয়সি যর্হি তদা গতির্মে
কা স্যাদতো নহি ত্বয়াপি সদার্থসিদ্ধিঃ॥

ভব। অথবা প্রপন্নং শরণাগতমুৎকণ্ঠিতা চ মাং কুত্রচন অপি রহসি নির্জ্জনে নীত্বা ত্বমেব শিষ্যং কুরু॥ ১৩৪

বংশীতি—শ্রীরাধিকা আহ, বংশী এব অতিসিদ্ধবিদ্যয়া রাজতিতমাম্ অতিশয়েন শোভতে, সা বংশী সাধুসতীঃ পরমসতীঃ পুরস্ত্রীঃ কুলরমণীঃ তব অঙ্কং সমীপমানয়তি, শ্রীকৃষ্ণঃ আহ, যর্হি যদা তাং বংশীং চাপি চোরয়সি তদা মে মম কা গতিঃ স্যাৎ? অতঃ ত্বয়াপি সদা অর্থসিদ্ধিঃ প্রয়োজনং সাফল্যং নহি স্যাৎ॥১৩৫

প্রদান করুন। অয়ি ভাবিনি! আমাকে মন্ত্র দেওয়াইতে তুমি আমার সহায় হও। অথবা অতি উৎকণ্ঠার সহিত আমি তোমারই শরণাগত হইলাম। তুমিই আমাকে কোন নির্জ্জন স্থানে লইয়া তোমার শিষ্য কর॥ ১৩৪

শ্রীরাধিকা বলিলেন—সিদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন তোমার বংশীই ত অতিশয় শোভাবিশিষ্টরূপে তোমার হস্তে বিরাজ করিতেছে। সেই ত পরমসতী কুলরমণীগণকেও তোমার সমীপে সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ তোমার অভিপ্রায় অনুরূপ করিয়া আনিয়া দেয়। আর পৃথক্ মন্ত্রের প্রয়োজন কি? শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন—কিন্তু

১৩৬। দেবী হ্রিয়া তব গৃহান্তরিহাস্তি লীনা
ত্বাম্ এব মন্ত্রমুপদেক্ষ্যতি সা কথং বা।
উৎকণ্ঠসে তদপি চেৎ প্রবিশ স্বয়ং ভোঃ
সা চেৎ দয়েত ভবিতা তব কার্য্যসিদ্ধিঃ॥
১৩৭। ইত্যচ্যুতে বিশতি বেশ্ম জগাদ রাধা
কিং তত্ত্বমত্র সখি! মাং বদ সংশয়ানাম্।

দেবীতি—ললিতা আহ, দেবী তব হ্রিয়া লজ্জয়া ইহ গৃহ-মধ্যে লীনা লুক্কায়িতা অস্তি, সা দেবী ত্বাং শ্রীকৃষ্ণম্ এব সা বা কথং মন্ত্রমুপদেক্ষ্যতি, ভোঃ তদপি তথাপি উৎকণ্ঠসে চেৎ স্বয়ং গৃহং প্রবিশ গৃহমধ্যে গচ্ছ, চেৎ যদি সা দেবী দয়েত কৃপান্বিতা ভবেৎ, তর্হ্যেব কার্য্যসিদ্ধিঃ লাভো ভবিতা॥ ১৩৬

ইতীতি—ইতি আকর্ণ্য অচ্যুতে শ্রীকৃষ্ণে বেশ্ম বিশতি সতি রাধা জগাদ, সখি! অত্র বিষয়ে সংশয়ানাং মাং কিং তত্ত্বং

তোমরা যখন বংশীকে অপহরণ কর তখন আমার উপায় কি হইবে? অতএব বংশীদ্বারা আমার সর্ব্বদা কার্য্যসিদ্ধি হয় না॥১৩৫

তখন ললিতা বলিলেন—হে কৃষ্ণ! দেবী তোমাকে দেখিয়া লজ্জায় গৃহমধ্যে লুক্কায়িতা আছেন। আরও তিনি তোমাকে কেন মন্ত্র উপদেশ করিবেন! তথাপি যদি তুমি অতি উৎকণ্ঠান্বিত হইয়া থাক, তবে নিজেই গৃহমধ্যে প্রবেশ কর। যদি দেবীর দয়া হয়, তবেই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে॥১৩৬

রাধে ! ন সঙ্কুচ চল প্রবিশামি তস্যাঃ
সখ্যাস্তবাত্র হরিণা কলয়ামি সঙ্গম্ ॥

১৩৮। আলীষু মন্দহসিতামৃতবর্ষিণীষু
কৃষ্ণোক্তিপাটবমথোদভিনৎ তদুপ্তম্।
হৃদ্বপ্রমম্বধিত তর্কতরুস্ততোঽস্যা
ঋদ্ধঃ ফলং বহুরসং নিখিলাববোধম্ ॥

ব্যাপারং তদ্বদ, ললিতা আহ, রাধে ! ন সঙ্কুচ বিভেষি, চল গচ্ছ, গৃহং প্রবিশামি অহমিতি শেষঃ, অত্র তব তস্যাঃ সখ্যাঃ হরিণা সহ সঙ্গং কলয়ামি পশ্যামি ॥ ১৩৭

আলীষ্বিতি—অথানন্তরং শ্রীরাধায়াঃ হৃদ্বপ্রং হৃদয়ক্ষেত্রং অনু তদুপ্তং তেন শ্রীকৃষ্ণেন উপ্তং কৃষ্ণোক্তিপাটবরূপং বীজম্ আলীষু শ্রীললিতাদিসখীষু মন্দহসিতামৃতবর্ষিনীষ্ মন্দহাস্যরূপং

এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে শ্রীরাধিকা জিজ্ঞাসা করিলেন—ললিতে কি ব্যাপার প্রকাশ করিয়া বল আমি কিছুই বুঝিতেছি না। আমার সন্দেহ হইতেছে। ললিতা বলিলেন—সখি রাধে ! সঙ্কুচিতা হইও না, চল আমরাও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তোমার সেই সখীর সঙ্গ অবলোকন করি ॥ ১৩৭

অনন্তর শ্রীরাধিকার হৃদয়ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের বচননৈপুণ্যরূপ যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহা শ্রীললিতাদিসখীবৃন্দরূপ মেঘ-

১৩৯। অন্তর্দধে বহিরগাদথবাত্রদেবী
তন্মার্গণায় তদিতস্ত্বরয়া প্রয়ামঃ।
বিদ্যাং ত্বমেব সখি! তামুপদিশ্য কৃষ্ণ-
মানন্দয়েতি সহসা নিরগুস্তদাল্যঃ॥

জলং বর্ষতীষু সতীষু উদভিনৎ উদ্‌ভিন্নমভূৎ, ততঃ তদনন্তরম্ অস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ তর্কতরুঃ তর্করূপোবৃক্ষঃ ঋদ্ধঃ সঞ্জাতঃ সন্ নিখিলাববোধং নিখিলজ্ঞানরূপং বহুরসং বহুরসপূর্ণং ফলমধিত দধার॥ ১৩৮

অন্তর্দধে ইতি—অত্র দেবী অন্তর্দধে অন্তর্হিতা বভুব, অথবা ইতঃ স্থানাৎ বহিঃ অগাৎ, তৎ তস্মাৎ বয়ং তন্মার্গণায় তদন্বেষণায় ত্বরয়া বেগেন প্রয়ামঃ বয়মীতি শেষঃ। হে সখি! ত্বমেব তাং

মালার মৃদুহাস্যরূপ জলবর্ষণে অঙ্কুরিত হইয়া তর্করূপ বৃক্ষরূপে উৎপন্ন হইল। পরে ঐ বৃক্ষ যথার্থ জ্ঞানরূপ বহুরসপূর্ণ ফল প্রসব করিল। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দেবীর নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণরূপ বাক্য চাতুর্য্যে শ্রীরাধিকার হৃদয়ে যে সন্দেহ উঠিয়াছিল, সখীবৃন্দের হাস্যে তাহা আরও ঘনীভূত হইল। অনন্তর শ্রীরাধিকা হৃদয়ে বহু তর্কবিতর্কের পরে সমস্ত বুঝিতে পারিলেন এবং এই ঘটনার মধ্যে প্রাণকোটিপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হইল ভাবিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন॥ ১৩৮

অনন্তর শ্রীললিতা বলিলেন—সেই দেবী এইস্থানেই

১৪০। তৎ প্রেমসম্পুটগতৈর্বহুকেলিরত্নৈ-
স্তৌ মণ্ডিতাবজয়তাং রতিকান্তকোটীঃ।
সন্তোঽপি যৎ শ্রবণকীর্ত্তনচিন্তনাদ্যৈ-
স্তৌ প্রাপ্তুমুন্নতমুদঃ সততং জয়ন্তি ॥

বিদ্যামুপদিশ্য কৃষ্ণমানন্দয় ইত্যুক্ত্বা তদাল্যঃ তস্যাঃ রাধায়াঃ সখ্যঃ সহসা নিরগুঃ নির্গতাঃ ইতি ॥ ১৩৯

তদিতি—তৎ তদা তৌ শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ প্রেমসম্পুটগতৈঃ প্রেমরূপসম্পুটস্থৈঃ প্রেমোত্থৈরিতর্থঃ বহুকেলিরত্নৈঃ বহুবিধ-বিলাসরূপরত্নৈঃ মণ্ডিতৌ ভূষিতৌ সন্তৌ রতিকান্তকোটীঃ কোটি-সংখ্যককন্দর্পাদ্ অজয়তাং পরাজিতবন্তৌ যৎ যস্মাৎ সন্তঃ সাধবঃ অপি তৌ শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ প্রাপ্তুং শ্রবণকীর্ত্তনচিন্তনাদ্যৈঃ উন্নতমুদঃ হৃষ্টাঃ সন্তঃ রতিকান্তকোটীঃ সততং জয়ন্তি, তস্মাৎ তয়োঃ কাম-জয়ে কিমাশ্চর্য্যমিতি ॥ ১৪০

অন্তর্হিতা হইলেন, অথবা বাহিরে চলিয়া গেলেন, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য আমরা এস্থান হইতে সত্বর চলিয়া যাইতেছি। হে সখি রাধে! কিম্বা তুমি নিজেই সেই মন্ত্রটী উপদেশ করিয়া শ্রী-কৃষ্ণকে আনন্দিত কর। এই কথা বলিয়াই সখীগণ সত্বর সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৩৯

সেই সময়ে শ্রীরাধাগোবিন্দ দুই জনে প্রেমরূপ সম্পুট-মধ্যস্থ অর্থাৎ প্রেমোত্থ বহুবিধ বিলাসরূপ রত্নরাশির দ্বারা বিভূ

১৪১। ষট্‌শূন্যঋত্ববনিভির্গণিতে তপস্যে
শ্রীরূপবাঙ্মধুরিমামৃতপানপুষ্টঃ।
রাধাগিরীন্দ্রধরয়োঃ সরসস্তটান্তে
তৎ প্রেমসম্পুটমবিন্দত কোঽপি কাব্যম্ ॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি বিরচিতঃ শ্রীশ্রীপ্রেমসম্পুটঃ সম্পূর্ণঃ।

ষট্‌শূন্যেতি—ষট্‌শূন্যঋত্ববনিভিঃ ষট্=৬, শূন্য=০, ঋতু=৬, অবনি=১ ॥ অঙ্কস্য বামাগতিরিতি ১৬০৬, গণিতে শকে, তপস্যে ফাল্গুনে মাসি রাধাগিরীন্দ্রধরয়োঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ সরসঃ কুণ্ডস্য তটান্তে তীরে শ্রীরূপবাঙ্মধুরিমামৃতপানপুষ্টঃ শ্রীরূপগোস্বা-

---

মিত হইয়া কোটী কন্দর্পকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কারণ সাধুভক্তগণ, সেই যুব-যুগলকে লাভ করিবার জন্য ঐ সমস্ত কেলিরত্নের শ্রবণ কীর্ত্তন ও চিন্তনাদি দ্বারা পরমানন্দ লাভ করিয়া সতত কামকে পরাজিত করিতেছেন। তাৎপর্য্য এই যে—অপ্রাকৃত লীলারসের আস্বাদন পাইলে, প্রাকৃত ভোগলালসা আর হৃদয়ে থাকিতে পারে না। লীলারসের আস্বাদনেই চিত্ত নিয়তই মাতিয়া থাকে। দেহেন্দ্রিয়াদির অনুসন্ধান পর্য্যন্ত পাইবার অবকাশ পায় না ॥ ১৪০

১৬০৬ শকাব্দে ফাল্গুন মাসে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের

মিনঃ বাক্যমাধুর্য্যরূপস্থামৃতস্য পানেন পুষ্টঃ কোঽপি জনঃ তৎ শ্রীরাধাগোবিন্দসম্বন্ধি প্রেমসম্পুটং কাব্যমবিন্দত লব্ধবানিতি শেষঃ ॥ ১৪১

ইতি সিদ্ধান্তবাচস্পতি শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি বিরচিতং-
শ্রীশ্রীপ্রেমসম্পুটব্যাখ্যানং সম্পূর্ণম্ ॥

তটে অবস্থিত, শ্রীরূপগোস্বামিপাদের বাক্যমাধুর্য্যামৃত পানে পরিপুষ্ট কোন একজন এই প্রেমসম্পুট কাব্য লাভ অর্থাৎ প্রকাশ করিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ দৈন্যবশতঃ নিজনাম প্রকাশ করিলেন না ॥ ১৪১

ইতি শ্রীশ্রীপ্রেমসম্পুটের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

মঙ্গলাচরণম্।

যৎকারণ্যং শুচিরস চমৎকারবারাং নিধীংস্তান্
নৃভ্যো রাধা গিরিবরভৃতোঃ স্পর্শয়ত্তর্ষয়েন্নঃ।
তেষামেকং পৃষতমচিরাল্লব্ধুমাশাক্ষিদানৈঃ
সোঽব্যান্মন্তো দশনবিততেঃ কৃষ্ণচৈতন্যরূপঃ ॥০॥

যাঁহার কারুণ্য মনুষ্যদিগকে শ্রীরাধাগিরিবর ধরের শুচি অর্থাৎ উজ্জ্বল রসময় চমৎকার সাগর স্পর্শ করাইয়া থাকে অর্থাৎ যাঁহার করুণা হইলে মনুষ্যের মন শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় পারাবারবিহীন শৃঙ্গার রস সাগর স্পর্শ করে এবং তন্নিমিত্ত তৃষ্ণাতুর হয়, অর্থাৎ জলপিপাসু ব্যক্তিগণ যেমন জলের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়, এইরূপ যাঁহার কৃপালব্ধ ব্যক্তিগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের উজ্জ্বল রসময়ী লীলা শ্রবণাদি নিমিত্ত ব্যাকুল হয়, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু উজ্জ্বল রসময় চমৎকার সাগরের একবিন্দু লাভ করিবার নিমিত্ত আশা সঞ্চারী নয়নকটাক্ষে অপরাধের দন্তপংক্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥০॥

প্রথমং কুতূহলম্।

১। মাতঃ প্রাতঃ কিমিহ কুরুষে নহ্যতে পেটিকেয়ং
যত্নাদস্যাং কিমিহ নিহিতং কিন্তবানেন সূনো!
জ্ঞাতব্যেন প্রণয়িসখিভিঃ খেল গেহাদ্বহিস্ত্বং
জিজ্ঞাসা মে ভবতি মহতী ব্রূহি নো চেন্ন যামি॥

২। অস্যাং চন্দন চন্দ্র পঙ্কজ রজঃ কস্তুরিকা কুঙ্কুমা-
দ্যঙ্গানামনুলেপনার্থমথ তন্নেপথ্যহেতোস্তথা।
কাঞ্চী কুণ্ডল কঙ্কণাদ্যনুপমং বৈদূর্য্যমুক্তাহরি-
দ্রত্নাদ্যম্বরজাতমপ্যতিমহানর্ঘ্যং ক্রমাদ্বর্ত্ততে॥

প্রথমকুতূহল।

একদিন প্রাতঃকালে শ্রীব্রজরাজ মহিষী একটি পেটিকার মধ্যে বস্ত্রাদি বিবিধ বিলাসের দ্রব্য রাখিতেছেন এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ তথায় আসিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মাতঃ প্রাতঃকালে আপনি কি করিতেছেন? মাতঃ—বৎস! একটি পেটিকা সাজাইতেছি, শ্রীকৃষ্ণ—যত্নপূর্ব্বক ইহাতে কি দ্রব্য রাখিতেছেন? মাতা—বৎস! তোমার জানিবার কি প্রয়োজন? তুমি গৃহের বাহিরে গিয়া তোমার প্রিয় সখাগণের সঙ্গে খেলা কর। শ্রীকৃষ্ণ—জননি! আমার জানিতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে, আপনার বলিতে হইবে, যদি না বলেন তাহাহইলে আমি এখান হইতে যাইব না॥১॥

মাতা- বৎস! এই পেটিকার মধ্যে অঙ্গানুলেপনের নিমিত্ত চন্দন কর্পূর পদ্ম পরাগ, কস্তুরিকা ও কুঙ্কুম প্রভৃতি এবং

৩। অত্রেদং নিদধাসি কিং মম কৃতে রামস্য বা নন্দন !
ক্রমস্থামবধেহি যা তু ভবতোঃ হেতুঃ কৃতা পেটিকা।
সাঽন্যাঽতোঽপি বৃহত্যনর্ঘ্য মণিভাগেবং বলস্যাপরা
তৎ কস্মিংশ্চন তে জনন্যুরুরিয়ান্ স্নেহো যতো যাস্যতি ॥
৪। অস্মৎপুণ্যতপঃ ফলেন বিধিনা দত্তোঽসি মহ্যং যথা
মৎপ্রাণাবনহেতবে ব্রজপুরালঙ্কার সূনো তথা।
কন্যা কাচিদিহাস্তি মন্নয়নয়োঃ কর্পূরবর্ত্তিঃ পরা
তস্যাঃ অম্বর মণ্ডনাদিধৃতয়ে সেয়ং কৃতা পেটিকা ॥

বেষের নিমিত্ত কাঞ্চী, কুণ্ডল, কঙ্কণ প্রভৃতি অনুপম বৈদূর্য্যমণি, মুক্তা ও মরকত রত্নাদি এবং পরিধেয় বহুমূল্য বসন সমূহ বিদ্য-মান রহিয়াছে ॥২॥

শ্রীকৃষ্ণ—মাতঃ! এই পেটিকার মধ্যে যাহা রাখিয়াছেন ইহা কি আমার জন্য ? কিম্বা বলরামের জন্য ? মাতা—হে পুত্র ! আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। যে পেটিকা তোমার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে তাহা ইহা অপেক্ষা অনেক বড় এবং তাহাতে বহুমূল্য মণি ও বসন রহিয়াছে, সেইরূপ বলরামের জন্যও আরও একটি প্রস্তুত করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ—হে জননি! যদি আপনি এই পেটিকা আমার জন্য বা অগ্রজের জন্য প্রস্তুত নাই করেন তবে কাহার জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন, এতাদৃশ স্নেহভাজন আপনার কে ? ॥৩॥

জননী—হে বৎস ! ব্রজপুরালঙ্কার ! আমাদের পুণ্য তপঃ

৫। কাঽসৌ কস্য কুতস্তরাং জননি ! বা তস্যামতিস্নিহ্যসি
ক্বাঽহস্তে তদ্বদ সর্ব্বমেব শৃণু ভো যা মে সখী কীর্ত্তিদা।
তস্যাঃ কুক্ষিখনে রনর্ঘ্যমতুলং মাণিক্যমেতৎ স্বভা-
বীচীভি র্বৃষভানুমুজ্জ্বলয়তে মূর্ত্তং তদীয়ং তপঃ ॥৫॥
৬। সৌন্দর্য্যাণি সুশীলতা গুরুকুলে ভক্তি-স্ত্রপাশালিতা
সারল্যং বিনয়িত্বমিত্যখিধরং যে ব্রহ্মসৃষ্টা গুণাঃ।

ফলে, আমার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত বিধি যেমন তোমাকে আমায় প্রদান করিয়াছেন – তদ্রূপ আমার জীবাতুস্বরূপা এক কন্যা এই গোকুলে আছে, সে আমার তাপিত নয়নযুগলের শ্রেষ্ঠ কর্পূর-বর্ত্তিসদৃশা—তাহারই বসনভূষণ রাখিবার জন্য আমি এই পেটিকা প্রস্তুত করাইয়াছি ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে জননি! সেই কন্যা কে ? কাহার কন্যা ? সে কোথায় থাকে এবং কেন আপনি তাহাকে এত স্নেহ করেন ? এই সকল বিষয়ই আমাকে বলুন। মাতা—হে বৎস! শ্রবণ কর, আমার যে কীর্ত্তিদা নামে এক সখী আছে, তাহারই কুক্ষি-খনি অর্থাৎ গর্ভ-খনি হইতে অনর্ঘ্য বা মহামূল্য ও অতুলনীয় এই কন্যারত্ন প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় কান্তি-তরঙ্গ দ্বারা বৃষভানুকে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠমাসের সূর্য্যকে, পক্ষে বৃষভানুনামক গোপরাজকেও উজ্জ্বল করিয়াছে। এই কন্যাকে বৃষভানুরাজার মূর্ত্তিমান তপ বলিলেই হয় ॥৫॥

তে যত্রৈব মহত্ত্বমাপুরথ মে স্নেহস্তু নৈসর্গিকঃ
সা রাধেত্যথ গাত্রমুৎপুলকিতং কৃষ্ণোহংশুকেনাপ্যধাৎ ॥

৭। সা পত্যুঃ সদনেঽস্তি সম্প্রতি পতিশ্চাস্যা ইহৈবাগতো
গোষ্ঠেন্দ্রেণ সমং স্বগৈহিককৃতি-ব্যাসঙ্গহেতো র্বহিঃ ;
আস্তে সংসদি যর্হি বীক্ষিতুময়ং মামেষ্যতি প্রীতিতো
বক্ষ্যাম্যেনমিমাং বহন্ নিজগৃহং তাং প্রাপয়ন যাস্যাতি ॥

হে বৎস ! সৌন্দর্য্যরাশি, সুশীলতা, গুরুজনগণে ভক্তি, লজ্জাশালিতা, সরলতা, বিনয়িতা প্রভৃতি যে সকল গুণ পৃথিবীতে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে—সেই গুণরাজি তাহাকে আশ্রয় করিয়াই মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ গুণসমূহ যাহাকে আশ্রয় করে, তাহাকেই মহৎ করে, কিন্তু এই কন্যার আশ্রয়ে তাহারাই মহৎ হইয়াছে—ইহাই আশ্চর্য্য ; তাহাতে আমার স্বাভাবিক স্নেহ—তাহার নাম **"রাধা"**। জননীরমুখে শ্রীরাধার গুণরাজি ও নাম শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গাত্র উৎপুলকিত হইলে তাহা তিনি বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিলেন ॥৬॥

সে পতি-গৃহে আছে—সম্প্রতি তাহার পতিও আমাদের এখানেই আসিয়াছে—কোন গৃহকার্য্যের জন্য গোষ্ঠরাজের সহিত পরামর্শ উপলক্ষে বাহিরে সভায় রহিয়াছে—যখন আমাকে দেখিতে অন্তঃপুরে আসিবে—তখনই আমি তাহাকে প্রীতি সহকারে বলিব হে অভিমন্যো ! তুমি এই পেটিকা বহন করিয়া নিজগৃহে লইয়া রাধাকে অর্পণ করিও ॥৭॥

৮। অত্রান্তরে নিকটমাগতয়া লবঙ্গ-
বল্ল্যা দ্রুতং নিজগদে শৃণু গোষ্ঠরাজ্ঞি !
আহূতপূর্ব্বমিহ যৎ তদিদং স্বুবর্ণ-
কারদ্বয়ং কলয় রঙ্গণ-টঙ্গণাখ্যম্ ॥

৯। শ্রুত্বৈতদাহহৃত্তমুবাচ ততো ব্রজেশা
কৃষ্ণস্য-কুণ্ডল কিরীট-পদাঙ্গদাদি।
নির্ম্মাপয়ন্ত্যচিরতো বহিরেমি যাবৎ
ত্বং পেটিকাং নয় গৃহান্তরিতো ধনিষ্ঠে ॥

১০। ইত্যুক্ত্বাস্যাং গতায়াং স্বুবল মুখ-স্বুহৃৎস্বাগতেষ্বাত্তমোদ-
স্তৈঃসাকং মন্ত্রয়িত্বা কিমপি রহসি তাং পেটিকামুদ্‌ঘট্য।
নিষ্কাশ্যাতঃ সমস্তং মণি বসন কুলান্যর্পয়িত্বা ধনিষ্ঠা-
পাণৌ তস্যাং প্রবিশ্য স্বয়মথ সখিভি মুর্দ্রয়ামাস তাং সঃ ॥

এমন সময়ে লবঙ্গলতা নামে এক দাসী নিকটে আসিয়া বলিলেন—হে গোষ্ঠরাজ্ঞি ! আপনি পূর্ব্বে যাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, সেই 'রঙ্গণ' ও 'টঙ্গণ' নামক দুইজন স্বর্ণকার আসিয়াছেন—দেখুন ॥৮॥

এই বাক্য শ্রবণে আনন্দিতা হইয়া ব্রজেশ্বরী যশোদা ধনিষ্ঠাকে বলিলেন—"হে ধনিষ্ঠে ! কৃষ্ণের কুণ্ডল, কিরীট ও পদাঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইতে বাহিরে যাইতেছি—শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব—তুমি এতাবৎ কালের জন্য গৃহমধ্যে লইয়া এই পেটিকাটীকে সংরক্ষণ কর ॥৯॥

১১। দ্বিত্রিক্ষণোপরমতঃ প্রণমন্তমেত্য
তত্রাভিমন্যুমভিবীক্ষ্য পুরো যশোদা।
পৃষ্ট্বা শমাহ শৃণু ভো ভবতো গৃহিণ্যা
হেতোঃ কৃতাস্থ মণিমণ্ডন পেটিকেয়ম্ ॥

১২। অস্যামনর্ঘ্য মণিকাঞ্চন দাম বাসঃ
কস্তূরিকাদ্যতি মনোহরমস্তি বস্তু।
নান্যত্র বিশ্বসিমি তেন বহং স্বমেষ
গত্বা গৃহং নিভৃতমর্পয় রাধিকায়ৈ ॥

এই কথা বলিয়া ব্রজেশ্বরী চলিয়া গেলে সুবল প্রভৃতি প্রিয়নর্ম্ম সখাগণ আগমন করিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের আগমনে পরমানন্দিত হইয়া তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া নির্জ্জনস্থানে সেই পেটিকাটী খুলিয়া তাহা হইতে মণি, বসনভূষণাদি সমস্ত বস্তু বাহির করিয়া ধনিষ্ঠার হস্তে দিলেন ; এবং স্বয়ং তাহাতে প্রবেশ করিয়া সখাগণদ্বারা পুনরায় পেটিকাটী আবদ্ধ করাইলেন ॥১০॥

ক্ষণকাল পরে শ্রীব্রজেশ্বরী গৃহে আগমন করিলে অভিমন্যু আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। যশোদা তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া কুশল জিজ্ঞাসার পরে বলিলেন—হে অভিমন্যো তোমার গৃহিণীর জন্য এই মণিময় অলঙ্কারে পূর্ণ এই পেটিকা প্রস্তুত হইয়াছে ॥১১॥

ইহার মধ্যে মহামূল্য মণি, কাঞ্চনমালা, বসন, কস্তূরিকা প্রভৃতি মনোরম বস্তুনিচয় বিদ্যমান আছে ; আমি অন্য কাহাকেও

১৩। সন্দেষ্টব্যমিদং মদক্ষি-সুখদে শ্রীকীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিদে
রাধে প্রেষিত-পেটিকান্তর গতেনাত্যুজ্জ্বল-জ্যোতিষা।
ত্বদ্‌গাত্রোচিত-মণ্ডনেন নিতরাং ত্বদ্‌বল্লভেন স্ফুটং
ত্বং শৃঙ্গারবতী সদা ভব চিরঞ্জীবেতি সৌভাগ্যতঃ ॥
১৪। শ্রুত্বৈতত্ত্বরিতং ব্রজেশ্বরি ! যথৈবাজ্ঞা তবেতি ব্রুবন্
ধৃত্বা মূর্দ্ধণি পেটিকাং স্বভবনং প্রীত্যাঽভিমন্যু র্যদা।
গন্তুং প্রক্রমতে স্ম তচ্ছিভিসরন্ কৃষ্ণ স্তমারুহ্য তদ্-
ভার্য্যাং হন্ত ! নিজ-প্রিয়াং স্মিতমধাৎ স্বং কৌতুকাব্ধৌ কিরন্ ॥

বিশ্বাস করি না, অতএব তুমি এই পেটিকাটী স্বয়ং বহন করিয়া গৃহে যাইয়া নিভৃতে শ্রীরাধিকাকে অর্পণ কর ॥১২॥

তাহাকে এই সমাচার বলিও—"হে মদক্ষি-সুখদে! হে কীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিদে, হে রাধে! অতি উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় মৎপ্রেরিত পেটিকা মধ্যস্থ তোমার বল্লভ (অতিপ্রিয়) পক্ষে শ্যামসুন্দর এবং তোমারই গাত্রোচিত এই মণ্ডন দ্বারা তুমি সদাকালের জন্য শৃঙ্গারবতী বা বেশবতী পক্ষে উজ্জ্বলরসবতী হও এবং সৌভাগ্য-লাভে চিরজীবিতা হও ॥১ ॥

ইহা শ্রবণ করিয়া অভিমন্যু বলিলেন—"হে ব্রজেশ্বরি ! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"—ইহা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ ঐ পেটিকা মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক তিনি যখন প্রীতি সহকারে নিজা-লয়ের দিকে যাইতে উদ্যত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণও অভিমন্যুর মস্তকে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহারই বনিতা নিজ-প্রিয়া শ্রীরাধিকার সমীপে

১৫। গোপঃ সোঽপি মুদা হৃদাহ তদহং ধন্যঃ কৃতার্থোঽস্মি যন্
মঞ্জূষান্তরিহাস্তি কাঞ্চন-মণীরাশি র্মহাদুর্লভঃ।
ভারাদেব ময়ানুমীয়ত ইতঃ ক্রীণামি কোটী র্গবাং
যদ্ গোবর্দ্ধন-মল্লবন্মম গৃহে লক্ষ্মী র্ভবিত্রী পরা॥
১৬। গোষ্ঠাধীশ পুরাদ্ ব্রজন্ স্বনিলয়াভ্যাসাবধি স্থানম-
প্যারোহৎ-পুলকোল্লসত্তনুরতিপ্রীতি-প্রীতি-প্লুতাক্ষিদ্বয়ঃ।
তাদৃগভার-শিরা অপি ক্ষণমপি গ্লানিং স নৈবান্বভূৎ
পূর্ণানন্দঘনং বহন্ কথমহো জানাতু বর্ত্মশ্রমম্॥

অভিসারী হইয়া আপনাকে কৌতুক-সমুদ্রে নিঃক্ষেপ করিয়া মৃদু মধুর হাস্য করিলেন ॥১৪॥

সেই গোপও মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"অদ্য আমি ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম, যেহেতু ইহার ভারে অনুমান হইতেছে যে এই পেটিকার মধ্যে মহাদুর্ল্লভ ও মণি রাশি রহিয়াছে আমি ইহাদ্বারা কোটি কোটি গো ক্রয় করিব—তাহা হইলে গোবর্দ্ধন মল্লবৎ আমার গৃহেও পরমা লক্ষ্মীবিরাজ করিবেন ॥১৫॥

অভিমন্যু এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে গোষ্ঠাধীশ শ্রীনন্দমহারাজের পুরী হইতে যাত্রা করিয়া নিজগৃহ নিকট পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে পুলকভরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উল্লসিত হইল এবং প্রীতির আতিশয্য বশতঃ চক্ষুদ্বয় হইতে জলপ্রপাত হইতে লাগিল। অধিকন্তু তাদৃশ ভার শিরে বহন করিয়াও তিনি ক্ষণকালের জন্যও কোন প্রকার গ্লানি অনুভব করিতে পারেন নাই;

১৭। গত্বা পুরং স্বজননীং জটিলামুবাচ
মাতঃ! শুভক্ষণত এব গৃহাদগচ্ছম্।
পশ্যাদ্য কাঞ্চন মণীবসনাদি পূর্ণা
লব্ধাঽতিভাগ্যভরতঃ কিল পেটিকেয়ম্॥
১৮। দত্বা স্বয়ং ব্রজপয়ৈব তব স্নুষায়ৈ
শৃঙ্গার-হেতব ইহাপ্রতিম প্রসাদম্।
কুর্ব্বাণয়া সপদি তাং প্রতি পদ্যমেকং
প্রোচে চ তৎ কলয় সাপি শৃণোত্বদূরে॥
১৯। সন্দেষ্টব্যমিদং মদক্ষিসুখদে শ্রীকীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিদে
রাধে প্রেষিতপেটিকান্তর গতেনাত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষা।

যেহেতু পূর্ণানন্দঘন বস্তু বহন করিয়া কি কখনও কাহারও পথ-শ্রম বোধ হয় ॥১৬॥

তখন তিনি গৃহে গমন করিয়া নিজ জননী জটিলাকে বলিলেন—"মা! অদ্য শুভক্ষণেই গৃহ হইতে বাহিরে গিয়াছিলাম; দেখুন, আজ কাঞ্চন, মণি ও বসনাদিতে পূর্ণ এই পেটিকাটী অতি ভাগ্যবশতঃ লাভ করিয়াছি ॥১৭॥

"হে জননি! ব্রজেশ্বরীই স্বয়ং তোমার স্নুষাকে (পুত্রবধূকে) শৃঙ্গার জন্য এই অপ্রতিম প্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন এবং তৎ-ক্ষণাৎ একটী পদ্য বা শ্লোক রচনা করিয়া তাহাকে বলিয়া পাঠা-ইয়াছেন—সেই শ্লোকটি তুমি শ্রবণ কর, সে ও (শ্রীরাধাও) অদূরে থাকিয়া শ্রবণ করুক্ ॥১৮॥

ত্বদ্‌গাত্রোচিত মণ্ডনেন নিতরাং ত্বদ্‌বল্লভেন স্ফুটং
ত্বং শৃঙ্গারবতী সদা ভব চিরঞ্জীবেতি সৌভাগ্যতঃ ॥

২০। হৃদাহ তুষ্টা জটিলাতিভদ্র-
মভূদিদং সাম্প্রতমেব দিষ্ট্যা ।
বধূ র্ভবিষ্যত্যতি সুপ্রসন্না
পুত্রেঽত্র মে লব্ধা-নিজোপকারা ॥

২১। স্মিত্বাঽথ সা স্পষ্টমুবাচ সূনো !
স্নুষা তথাহং ভবতঃ স্বসা বা ।
ন পারয়িষ্যত্যতিভারমেতদ্
ইতঃ সমুত্থাপয়িতুং কদাপি ॥

সমাচারটী এই—"হে মদক্ষি-সুখদে ! হে কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিদে ! হে রাধে ! মৎপ্রেরিত পেটিকার মধ্যস্থ অতি উজ্জ্বল জ্যোতিঃপূর্ণ তোমার অতি প্রিয় এবং গাত্রোচিত মণ্ডন বা অলঙ্কার দ্বারা তুমি সর্ব্বদা শৃঙ্গারবতী হইও এবং সৌভাগ্যভরে চিরজীবনী হও ॥১৯॥

এই বাক্য শ্রবণে তুষ্টা হইয়া জটিলা মনে মনে বলিলেন—অদ্য ভাগ্যক্রমে বড়ই মঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে ! এই উপকার প্রাপ্ত হইয়া বধূ আমার পুত্রেরপ্রতি অতিশয় সুপ্রসন্না হইবে ॥২০॥

তৎপরে ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রকাশ্যভাবে জটিলা বলিলেন হে বৎস তোমারবধূ আমি বা তোমার ভগিনী কেহই এই অতিভারী পেটিকা এস্থান হইতে উঠাইতে কখনও সম্ভব হইবেনা ॥২১॥

২২। মঞ্জুষিকাং তত্ত্বমিতো গৃহীত্বা
শয্যা-গৃহান্তর্ বৃষভানু-পুত্র্যাঃ।
বেদ্যাং নিধায়ৈহি যথোদ্‌ঘটয্য
সেমাং প্রিয়ং মণ্ডনমাশু পশ্যেৎ॥

২৩। অত্রান্তরে সহচরীষ্বতি হর্ষিণীষু
রাধা রহস্যমলধী ললিতামুবাচ।
অদ্যালি! বামকুচদো-র্নয়নোরু চারু
কিং স্পন্দতে মম বদেত্যথ সা-জগাদ॥

২৪। মধ্যে মনোহরমিহাস্তি মণীন্দ্রভূষা-
জাতং স্বয়ং ব্রজপয়া হৃত এব দত্তম্।

"অতএব এই মঞ্জুষিকাটি তুমি এস্থান হইতে লইয়া গিয়া বৃষভানুকুমারীর শয়ন কক্ষের বেদিতে রাখিয়া আস, যাহাতে সে এই পেটিকা খুলিয়া নিজপ্রিয় মণ্ডন শীঘ্রই দেখিতে পায়॥ ২২॥

এই ব্যাপারে সহচরীগণ অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকিলে বিমলবুদ্ধি শ্রীরাধা নির্জনে ললিতাকে বলিলেন—"সখি! অদ্য অস্থানে অসময়ে আমার বামকুচ, বামবাহু, বাম নয়ন ও বাম উরু প্রভৃতি সুচারু স্পন্দন হইতেছে কেন—বল দেখি? ইহার উত্তরে ললিতা বলিতেছেন—"শ্রীরাধে! মনে হয়—পেটিকার মধ্যে মণীন্দ্রভূষাজাত অর্থাৎ মণিনির্ম্মিতভূষণ সমুদয়, পক্ষে মণিভূষণসমূহ-পরিধানকারী শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান আছে,

তৎপ্রাপ্তিরূপ শুভসূচক এব রাধে !
স্পন্দোঽতিসৌভগভরাবধিহেতুরেষঃ ॥

২৫। দৃষ্টৈব মন্মনসি কঞ্চন ভাবমেষা
মঞ্জুষিকৈব ললিতে ! বিতনোতি বাঢ়ম্।
উদ্‌ঘাটয়ামি তদিমামধুনৈব বীক্ষে
সৌভাগ্যদং কিমিহ ভূষণরত্নমস্তি ॥

২৬। ইত্থং সখীষু সকলাসু তদোৎসুকাসু
তাং পেটিকামভিত এব সমাসিতাসু।
দ্রষ্টুং গতাসু নিবিড়ত্বমথ স্বয়ং সা
দামান্যুদস্য রভসাদুদঘাটয়ত্তাম্ ॥

কাজেই ব্রজেশ্বরী স্বয়ং ইহা প্রদান করিয়াছেন, তোমার বাম অঙ্গ স্পন্দনে তৎপ্রাপ্তি রূপ শুভ সূচনাই করিতেছে—হে সখি ! এই স্পন্দনটি অতি সৌভাগ্যের পরাবধি লাভের হেতু ॥২৩-২৪॥

শ্রীরাধা বলিলেন—"হে ললিতে ! দর্শন মাত্রই এই মঞ্জু-ষিকাই আমার মনে কোনও এক অনির্ব্বচনীয় ভাবাতিশয্য দান করিতেছে, অতএব ইহাকে এক্ষণেই উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখি ত ইহার মধ্যে সৌভাগ্যদায়ক কি ভূষণরত্ন আছে ॥২৫॥

[শ্রীরাধা ও ললিতা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করি-তেছেন, এমন সময় অভিমন্যু আসিয়া শ্রীরাধার শয্যার নিকটস্থ বেদিকার উপরে পেটিকাটী রাখিয়া গেলেন।]

এইভাবে সখীগণ উৎসুকা হইয়া তন্মধ্যে কি নিগূঢ় বস্তু

২৭। যাবৎ কিমেতদিতি তা অহহেতি হোচু-
র্যাবদ্ ভৃশং জহসুরেব স্বহস্ত-তালম্।
যাবত্রপা সহচরী প্রতিবোধমাপ
যাবৎ প্রমোদলহরী শতমুল্ললাস ॥

২৮। যাবন্নিরাবরণমঙ্গ মনঙ্গ-নক্রো
জগ্রাস যাবদতিসম্ভ্রম আপ পুষ্টিম্।
তৎপূর্ব্বমেব সহসা ততঃ উত্থিতঃ স
সর্ব্বাঃ কলানিধি রহো যুগপচ্চুচুম্ব ॥

আছে দর্শন করিবার জন্য সেই পেটিকার চতুর্দ্দিকে সমাসীন হইলে পর স্বয়ং শ্রীরাধা অঙ্গের আভরণ সকল ত্যাগ করিয়া সবেগে সেই পেটিকাটী উদ্‌ঘাটন করিলেন ॥২৬॥

তখন সখীগণ 'অহহ !!! একি গো !!!' বলিতে বলিতে হাততালি দিয়া অতিশয় হাস্যই করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নিদ্রিত লজ্জারূপা সহচরী তখন জাগিয়া উঠিল এবং শত শত প্রমোদ লহরী উল্লসিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের অনাবৃত অঙ্গসমুদয়কে তখন অনঙ্গনক্র গ্রাস করিল, এবং সম্ভ্রম অতিশয় পুষ্টিলাভ করিল অর্থাৎ তাহারা মহাব্যস্ত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইতঃপূর্ব্বেই কলানিধি শ্রীকৃষ্ণ সেই পেটিকা হইতে সহসা উত্থিত হইয়া যুগপৎ সকলেরই বদন চুম্বন করিয়া ফেলিলেন ॥২৭-২৮॥

২৯। ধন্যং ভূষণবস্তু তে গৃহপতি র্ধন্যো যদানীতবান্
ধন্যা গোষ্ঠ-মহেশ্বরী সখি! যয়া স্নেহাদিদং প্রেষিতম্।
ত্বং শৃঙ্গারবতি ভবেতি চ পুন ধন্যৈব সন্দেশ-বাগ,
ধন্যং গেহমিদং যদেত্য নিভৃতং মঞ্জুষিকা খেলতি॥

৩০। গোষ্ঠেশা নিদিদেশ তে বহুতর স্নেহাত্তত স্তে পতিঃ
শ্বশ্রূরালি তদন্বতীব রভসাদ্দত্ত্বৈব মঞ্জুষিকাম্।
ত্বং শৃঙ্গারবতী ভবেত্যয়ি গুরুত্রয্যা বচঃ-পালনং
গান্ধর্ব্বে! কুরু সর্ব্বথেতি ললিতা-বাণ্যাথ সা তত্রপে॥

তদনন্তর ললিতা শ্রীরাধাকে বলিলেন—"হে সখি! যে ভূষণবস্তু আসিয়াছে, তাহা ধন্য বটে! যে আনিয়াছে, সেই তোমার গৃহপতিও ধন্য- যিনি স্নেহ করিয়া এই ভূষণ প্রেরণ করিয়াছেন, সেই গোষ্ঠমহেশ্বরীও ধন্যা এবং "হে রাধে! মৎ-প্রেরিত ভূষণদ্বারা তুমি শৃঙ্গারবতী হইও।"—এই সমাচারবাণীও ধন্যই, এবং যাহাতে এই মঞ্জুষিকা আসিয়া খেলা করিতেছে—সেই এই গৃহও ধন্যই ॥২৯॥

"হে আলি! গোষ্ঠেশ্বরী বহুতর স্নেহভরে তোমাকে আদেশ করিয়াছেন—"আমি যাহা পাঠাইলাম তাহাদ্বারা তুমি শৃঙ্গারবতী হইও—এবং তোমার পতি ও শ্বশ্রূ উভয়ই তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। অতএব হে গান্ধর্ব্বিকে! সর্ব্বথাই গুরুত্রয়ের আজ্ঞা পালন কর।" ললিতার এইবাণী শুনিয়া শ্রী-রাধা লজ্জিতা হইলেন ॥৩০॥

৩১। মঞ্জূষিকাস্বরিহ মে বহুরত্নভূষা
আসন্ স্বয়ং ব্রজপয়া সখি! যা বিতীর্ণাঃ।
সংরক্ষ্য তাঃ ক্বচন ধূর্ত্ত ইহ প্রবিষ্ট-
শ্চৌরোঽয়মস্তি তদিদং বদ ভো মদার্য্যাম্॥

৩২। রাধাভিসারিন্নভিমন্যুবাহন!
ক্ষিতিং সতীশূন্যতমাং চিকীর্ষো!
প্রযচ্ছ রত্নাভরণানি শীঘ্রং
নো চেদিহার্যামহমানয়ামি॥

৩৩। ধূর্ত্তা সখী তে ললিতে! স্বকৃত্যে
দক্ষাবহিত্থামধুনা ললম্বে।

তখন শ্রীরাধা বলিলেন—"সখি! ব্রজেশ্বরী স্বয়ং এই পেটিকার মধ্যে বহু রত্নভূষণাদি আমার জন্য দিয়াছেন—তাহা চুরি করিয়া কোনও স্থানে রাখিয়া এক ধূর্ত্ত চৌর মঞ্জূষিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; এই সব কথা তুমি আর্য্যা জটিলাকে জানাও ॥৩১॥

তখন ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"হেরাধাভিসারিন্! হে অভিমন্যুবাহিন্! অর্থাৎ অভিমন্যুর মস্তকে আরোহন করিয়া তাহারই পত্নী রাধার নিকট অভিসারী হইয়া আসিয়াছ। তুমি পৃথিবীকে সতীশূন্য করিতে উদ্যত হইয়াছ। শীঘ্রই রত্নাভরণ সমুদয় ফিরাইয়া দাও, নচেৎ এখানে আর্য্যা জটিলাকে আনয়ন করিতেছি" ॥৩২॥

মামানয়ৎ প্রেষ্য পতিং বলাদ্ যা
মঞ্জূষিকান্তঃ কুতুকাদ্ বসন্তম্ ॥

৩৪। মঞ্জূষায়াঃ সৌরভং বীক্ষ্য তস্যা
বস্তূদস্য প্রাপয়ং স্তাং ধনিষ্ঠাম্ ।
তত্র প্রীত্যা প্রাবিশং স্বং সুগন্ধী-
কর্ত্তুং দৈবাদানয়ন্মাং পতি স্তে ॥

৩৫। ন্যায়ং সখ্যো নৌ কুরুধ্বং যদস্যা
দোষঃ স্যাচ্চেদস্তু দণ্ড্যা মমেয়ম্ ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"দেখ ললিতে! তোমার সখী রাধা অত্যন্ত ধূর্ত্তা এবং নিজ কার্য্য সাধনে নিপুণা; আমি কৌতুহল-বশতঃ এই মঞ্জূষিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তোমার সখী পতি প্রেরণ করিয়া বলপূর্ব্বক আমাকে আনাইয়া এক্ষণে অবহিত্থা অবলম্বন করিয়াছেন" ॥৩৩॥

তৎপরে শ্রীরাধাকে বলিলেন—"হে রাধে! আমি এই পেটিকার সৌরভ আস্বাদন করিয়া তদন্তর্গত দ্রব্যসমূহ ধনিষ্ঠা-দ্বারা তোমার নিকট পাঠাইয়া প্রীতিবশতঃ মঞ্জুষিকার মধ্যে নিজদেহ সুগন্ধি করিবার জন্য প্রবেশ করিয়াছিলাম; এমন সময়ে দৈবক্রমে তোমার পতি আমাকে আনয়ন করিয়াছে"॥৩৪॥

তদনন্তর সখীগণকে বলিলেন—"হে সখীগণ! আমি তোমাদের নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ আনয়ন করিতেছি;

নোচেদ্ যুষ্মদ্দোর্ভুজঙ্গোগ্রপাশৈ-
র্বদ্ধঃ স্থাস্যাম্যত্র তামাং ত্রিরাত্রম্ ॥

৩৬ যস্ত্যেবং বিভবেন তন্নবযুবদ্বন্দ্বং স্ফুরদ্ যৌবনং
সখ্যাল্যক্ষি-চকোরিকাঃ শরততিং কামোরসঃ স্বাদনাম্।
ধ্যানং ভক্ততিঃ সদা কবিকুলং স্বীয়া বিচিত্রা গিরঃ
কীর্ত্তিং ক্ষ্মা ভুবনেষু সাধু সফলীচক্রে নুম স্তৎপরম্ ॥

ইতি শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকায়াং প্রথমং কুতূহলম্ ॥১॥

তোমরা বিচার কর দেখি। যদি শ্রীরাধার দোষ হয় তবে আমি শ্রীরাধাকে দণ্ড করিব ; আর যদি আমারই দোষ হয়, তবে তোমাদের সকলের বাহুরূপ ভুজঙ্গের বা সর্পের উগ্রপাশে বদ্ধ হইয়া এখানে তিনরাত্র দুঃখের সহিত অবস্থান করিব" ॥৩৫॥

যে যুগল কিশোরের এবম্বিধ বৈভবদ্বারা সখীগণ নয়ন-চকোরকে, কাম নিজ শর সমূহকে, রস আস্বাদনকে, ভক্তবৃন্দ ধ্যানকে, কবিগণ নিজ নিজ বিচিত্র বচনরাজিকে এবং চতুর্দ্দশ-ভূবন মধ্যে এই ভৌম বৃন্দাবন বা পৃথিবী স্বকীর্ত্তিকে উত্তমরূপে সফলীকৃত করিয়াছেন—সেই বিলাসপরায়ণ ও নিত্য-যৌবন বা ব্যক্ত-কৈশোর ব্রজনব যুব-যুগল শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমরা স্তুতি করিতেছি ॥৩৬॥

ইতি প্রথম কুতূহল ॥১॥

দ্বিতীয় কুতূহলম্।

১। প্রাতঃ পতঙ্গতনয়া মনয়া পদব্যা
স্নানায় যাতি কিমিয়ং বৃষভানু পুত্রী।
ইত্যাকুলৈব কুটিলা ব্রজরাজবেশ্ম
কৃষ্ণং বিলোকিতুমগান্মিষতোঽতি মন্দা ॥

২। স্নাতুং স চাপি নিজমাতৃ রনুজ্ঞয়ৈব
তদ্ যামুনং তটমগাদিতি সম্বিদানা।
গন্তুং তদীয় পদলক্ষ্মদিশেচ্ছদেষা
তত্রৈব যত্র স তয়া সুবিলালসাতি ॥

দ্বিতীয় কুতূহল।

একবার মাঘমাসে শ্রীরাধা নিয়ম করিয়া যমুনায় প্রাতঃ স্নান উপলক্ষে যাইতেছিলেন ; তাহাতে কুটিলার মনে সন্দেহের উদয় হইল। একদিন শ্রীরাধা গৃহ হইতে বাহির হইবার পরেই কুটিলা ছলক্রমে নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণ আছেন কিনা অনুসন্ধান করিতে উৎসুক হইয়া শ্রীব্রজরাজ মহলে গমন করিলেন। এই বৃষভানুকুমারী শ্রীরাধা এইপথে যমুনায় প্রাতঃস্নান করিতে যায় কিনা—এই তথ্য জানিবার জন্য আকুল চিত্তে অতি মন্দ কুটিলা কৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য কোনও ছলে ব্রজরাজ ভবনে গমন করিলেন ॥১॥

কুটিলা পরিজন মুখে জানিল যে শ্রীকৃষ্ণও মা যশোদার আজ্ঞাক্রমে যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছেন। এতৎ শ্রবণে কুটি-

৩। অত্রান্তরে সহচরী তুলসী প্রবিশ্য
কুঞ্জং বিলোক্য ললিতাদি সখী-সমেতাম্।
রাধাং প্রিয়েণ সহ হাস বিলাস লীলা-
লাবণ্যমজ্জিত-হৃদং মুমুদেঽবদচ্চ ॥

৪। ভো ভোঃ প্রসূনধনুষো জনুষোঽতিভাগ্য-
বিখ্যাপনায় যদিমং মহমাতনুধ্বে !
তৎ সাম্প্রতং শৃণুত সাম্প্রতমেনমেব
দ্রষ্টুং ব্রজাল্লঘুতরং কুটিলা সমেতি ॥

লার সন্দেহ আরো বৃদ্ধি হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ পদ চিহ্ন অনুসরণপূর্ব্বক যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত সুন্দর সুন্দর বিলাসাদি করিতেছেন তথায় যাইতে ইচ্ছা করিল ॥২॥

কুটিলা নিকুঞ্জের নিকটবর্ত্তী হইলে তুলসীনাম্নী শ্রীরাধার সহচরী কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে শ্রীরাধা ললিতাদি সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া প্রিয়তমের সহিত হাসবিলাস-লীলা-লাবণ্যে মগ্নচিত্ত হইয়াছেন—এতদ্দর্শনে তুলসী আনন্দিতা হইয়া বলিলেন ॥৩॥

"ওহে ওহে গোপীগণ! কুসুমধনুর বা কামদেবের জন্মের অতি ভাগ্য বিস্তার অভিপ্রায়ে তোমরা যে এই মহোৎসব আরম্ভ করিয়াছ তৎসম্বন্ধে এখন একটি কথাও শুন—এই সুন্দর উৎসব-টীই দর্শন করিবার জন্য কুটিলা মৃদুমন্দগতিতে ব্রজ হইতে এদিকে সমাগত প্রায় ॥৪॥

৫। সা ক ক হন্ত ! কথয়েতি সশঙ্কনেত্রং
প্রত্যাশমালিভি রিয়ং নিজগাদ পৃষ্টা।
সট্টীকরাটবিমসৌ সময়া ব্যলোকি
তন্থে'ব সম্প্রতি তু বোঽন্তিকমপ্যুপাগাৎ॥

৬। প্রোচে হরিঃ ক্ষণমুদর্কমিহৈব কুঞ্জে
স্থিত্বালয়ঃ কলয়তাহমিতো জিহানঃ।
তাং বঞ্চয়ন্ প্রতিভয়া রচিতাঽভিমন্যু-
বেশঃ কুতূহলমিতোঽপ্যধিকং বিধাস্যে॥

৭। ইত্যুক্ত্বা রহসি প্রবিশ্য বিপিনাধীশাস্ততত্তৎ পৃথঙ্
নেপথ্যঃ পিহিত স্বলক্ষ্ম নিচয়ঃ কণ্ঠস্বরং তং শ্রয়ন্।

ইহা শুনিয়াই সখীগণ "হায় ! হায় !! সে কোথায় ? বল বল।" এই বলিয়া সশঙ্কনেত্রে প্রতিদিকে নিরিক্ষণ করিয়া তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি তখন তাহাকে সটিকরার বনের নিকট দেখিয়া আসিয়াছি : মনে করি এতক্ষণে এইস্থানেরই নিকটবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবে॥৫॥

এতৎ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে সখিগণ ! তোমরা এই কুঞ্জেই ক্ষণকাল থাকিয়া উদক' বা ভাবী ফল অথবা সূর্য্যোদয় দর্শন কর—আমি এস্থান ত্যাগ করিয়াই অভিমন্যুবেশ ধারণ করিয়া প্রতিভাদ্বারা কুটিলাকে বঞ্চনা করিয়া ইহা অপেক্ষা অধিকতর কৌতুক বিস্তার করিব॥৬॥

নিষ্ক্রম্যানুসসার তাং স্মৃতিময়ং সাঽহ্বয়াতি দূরাদ্ যয়া
নার্থে হন্ত! বিচক্ষণঃ ক নু ভবেন্নানাকলা-কোবিদঃ ॥
৮। কস্মাত্ত্বং কুটিলে! ব্রজাদ্ ভ্রমসি কিং বধ্বা ইহান্বেষণা
যায়াতা ক নু সার্কজাপস্থ মকর-স্নানং মিষং কুর্ব্বতী।
অত্রৈবাস্তি গতা কচিৎ ক রমণীচৌরঃ স চাপ্যাগতঃ
স্নাতুং ভ্রাতরতোঽম্বয়াস্মি গমিতা কুর্ব্বে কিমাজ্ঞাপয় ॥

এই বলিয়া কোনও নির্জ্জন কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া তিনি বনদেবী বৃন্দার নিকট হইতে অভিমন্যুবেশোপযোগী পৃথক্ পৃথক্ সামগ্রী গ্রহণ করিলেন। তদ্দ্বারা নিজ চিহ্নসমূহ আবৃত করিয়া অভিমন্যুর ন্যায় কণ্ঠস্বর আশ্রয় করিয়া কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া কুটিলা যে পথে অতিদূরে আসিতেছে, সেই পথেই চলিলেন। অহো! বিবিধ কলা পারদর্শী ব্যক্তি কি কোথাও নিজ কার্য্য সাধনে বিচক্ষণ না হইয়া পারেন? ॥৭॥

অভিমন্যুবেশী কৃষ্ণ ও কুটিলার কথোপকথন শ্রীকৃষ্ণ— কুটিলে! এ সময় ব্রজ হইতে কেন বাহিরে যাইতেছ? কুটিলা— বধূর অন্বেষণে এখানে আসিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ—সে কোথায় আসিয়াছে? কুটিলা—যমুনায় মকর স্নান ছলে আসিয়া ইহার মধ্যে কোনও স্থানে আছে। শ্রীকৃষ্ণ—সেই রমণী চৌর কোথায়? কুটিলা—সেও স্নান করিতে আসিয়াছে। এই জন্যই জননী আমাকে ইহাদের বৃত্তান্ত জানিতে পাঠাইয়াছেন। এখন কি করিব আজ্ঞা কর ॥৮॥

৯। যদ্যপ্যদ্য পরিচ্যুতো মম বৃষো নব্যো হলে যোজনা-
দন্বেষ্টুং তমিহাগতোঽস্মি তদপি স্বল্পৈব সা হৃদ্ব্যথা।
মদ্দারেষ্বপি লম্পটত্বমিতি যৎ সোঢ়ুং কিমেতৎ ক্ষমে
গত্বা কংসমিতঃ ফলং তদুচিতং দাস্যামি তস্মৈ স্বসঃ॥

১০। যুক্তিং কামপি মে শৃণু প্রথমতো নিহ্নুত্য তিষ্ঠাম্যহং
কুঞ্জেঽস্মিন্ পরিত স্ত্বয়াঽত্র রভসাদন্বিষ্যতাং রাধিকা।
সা কৃষ্ণেন বিনাস্তি চেদিহ মিষেণানীয়তাং সোঽপি চেদ
আস্তেঽলক্ষিতমেব তত্র নয় মাং বীক্ষ্যেব তং দূরতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ—"হে ভগিনি! অদ্য আমার একটি নবীন বৃষ হলে যোজনা করায় হলচ্যুত হইয়া পলায়ণ করিয়াছে—আমি তাহার অন্বেষণে এদিকে আসিয়াছি। নবীন বৃষ হারাইয়া গেলেও আমার হৃদয়ে অতি অল্পই ব্যাথা লাগিয়াছে; কিন্তু সেই রমণী-চৌর যে আমার পত্নীর প্রতিও লাম্পট্য প্রকাশ করিয়াছে ইহাতে যে দারুণ ব্যাথা হইতেছে, তাহা কি সহ্য করিতে পারি? এখান হইতে মথুরায় কংস রাজার নিকট গিয়া ইহার উচিত শাস্তি দিতে হইবে॥৯॥

"প্রথমতঃ আমার একটি যুক্তি শুন! আমি এই কুঞ্জে লুকাইয়া থাকিব; তুমি শীঘ্রই রাধিকাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ কর, যদি সে কৃষ্ণ বিনা একাকিনী থাকে, তবে তাহাকে ছলক্রমে এই কুঞ্জে আনয়ন কর—আর যদি কৃষ্ণের নিকটে থাকে, তবে

১১। ভ্রামং ভ্রামং ফণিহ্রদ তটাদ্বীক্ষ্য বীক্ষ্যেব কুঞ্জা
নন্তঃ প্রোদ্যৎকুটিলিম-ধুরা কেশিতীর্থোপকণ্ঠে।
পুষ্পোদ্যানেঽমল-পরিমলাং কীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিবল্লীং
প্রাপালীনাং ততিভিরভিতঃ সেব্যমানাং শনৈঃ সা॥

১২। কিং স্নাতুমেষি কুটিলে! নহি তৎ কিমর্থং
যুষ্মচ্চরিত্রমবগন্তু মিহাম্বগচ্ছম্।
জ্ঞাতং তদাশু ললিতে! বদ তদ্ ব্রবীমি
কিম্বাঽত্র বক্তি নিখিলং হরিগন্ধ এব॥

তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই আমাকে অলক্ষিতভাবে সেই স্থানে লইয়া যাইও ॥১০॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় কৌটিল্যস্বভাবা কুটিলা কালীয়হ্রদ তট হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি কুঞ্জ দেখিতে দেখিতে কেশীঘাটের নিকটবর্ত্তী এক পুষ্পোদ্যানে আসিয়া দেখিল যে বিমল পরিমল-শালিনী কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিবল্লী শ্রীরাধা সখী লতাপক্ষে, অলি মণ্ডলীদ্বারা বেষ্টিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা ধীরে ধীরে তাঁহার সেবা করিতেছেন ॥১১॥

ললিতা ও কুটিলার প্রশ্নোত্তর— ললিতা—হে কুটিলে! তুমি কি স্নান করিতে আসিয়াছ? কুটিলা না, ললিতা—তবে কি জন্য? কুটিলা-তোমাদের চরিত্র জানিতে আসিয়াছি। ললিতা —বেশ জান। কুটিলা—হে ললিতে! শীঘ্রই আমি তৎ সমস্ত জানিয়াছি। ললিতা—এখন তাহা একবার নিজমুখে বল ত।

১৩। সিংহস্য গন্ধমপি বেৎসি স চেদিহাস্তি
নিহ্নুত্য কুত্রচন, তদ্বিভিমোহতি মুগ্ধাঃ।
তূর্ণং পলায্য তদিতো গৃহমেব যামঃ
স্নেহং ব্যধা স্বমমলং যদিহৈবমাগাঃ॥

১৪। যাস্যন্তি গেহময়ি ধর্ম্মরতা ভবত্যঃ
কীর্ত্তিং বনেষু বিরচয্য কুলদ্বয়স্য।
কিন্ত্বগ্রতো য ইহ রাজতি নীপকুঞ্জ
স্তদ্দ্বারমুদ্ঘটয়তাস্মি দিদৃক্ষুরেতম্॥

কুটিলা—আর কি-ই বা বলিব ? 'হরি' গন্ধই সকল খবর বলিয়া দিতেছে ॥১২॥

ললিতা—'হরি' শব্দের 'সিংহ' অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিলেন —কুটিলে ! যদি তুমি সিংহের গন্ধই পাইয়া থাক, তবে অবশ্যই কোনও স্থানে সিংহ লুকাইয়া আছে ; আমরা অতি মুগ্ধা অবলা, বড়ই ভয় হইতেছে ; এখন এখান হইতে পলায়ন করিয়া সত্বরই গৃহে যাইতেছি ; তুমি এ স্থানে এইরূপে আসিয়া বিমল স্নেহই প্রকাশ করিলে ॥১৩॥

কুটিলা—ক্রোধভরে অয়ি ! ধর্ম্মপরা সতীগণ ! তোমরা বনে বনে কুলদ্বয়ের কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া গৃহে যাইবে ! কিন্তু সম্মুখে যে নীপ বা কদম্বকুঞ্জ রহিয়াছে, তাহার দ্বার উদ্ঘাটন কর, আমি ইহার অভ্যন্তর দেখিতে ইচ্ছা করি ॥১৪॥

১৫। এতৎ কয়াঽপি বনদেবতয়া স্ববেশ্ম
রুদ্ধা গতং শরশলাক-কবাটিকাভ্যাম্।
কা নাম সাহসবতী পরকীয় গেহ-
দ্বারং বিমুচ্য বত দোষমশেষমিচ্ছেৎ॥

১৬। সত্যং ব্রবীষি ললিতে! কুলজাঽসি মুগ্ধা
নৈবাবিশঃ পরগৃহং জনুষোঽপি মধ্যে।
কিন্তু প্রবেশয়সি ভোঃ স্বগৃহং পরং যৎ।
তচ্ছাস্ত্র পাঠনকৃতে ত্বমিহাবতীর্ণা॥

১৭। ইত্যুক্ত্বারুণিতেক্ষণা দ্রুতমিয়ং গত্বা কুটীরান্তিকং
ভিত্বা পুষ্প-কবাটিকামতিজবাদন্তঃ প্রবিশ্য স্ফুটম্।

ললিতা—কোনও বনদেবতা, নিজ বসতির বা নিজ নিকুঞ্জ-গৃহের দ্বার শরশলাকানির্ম্মিত কপাটদ্বারা আবদ্ধ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। অতএব এই নীপ-কুঞ্জের দ্বার উদ্ঘাটন যুক্তি যুক্ত নহে। কোন্‌নারী এত সাহসবতী আছে যে পরগৃহদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া অশেষদোষ গ্রহণ করিতে প্রয়াসকরিবে॥১৫॥

কুটিলা—ললিতে! তুমি সত্যই বলিয়াছ! তুমি মুগ্ধা কুলবালাই বটে!! এই জন্মের মধ্যেও পর গৃহে কোনও দিন প্রবেশ কর নাই!!! কিন্তু নিজগৃহে পরপুরুষকে প্রবেশ করাইতে ভাল জান এবং কুলকামিনীদের গৃহে পর পুরুষকে প্রবেশ করান যে শাস্ত্রে লিখিত আছে, সেই শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইবার জন্যই তুমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ। কুটিলা ক্রোধে রক্ত-চক্ষু হইয়া

দৃষ্টা কৌসুমতল্পমত্র চ হরে র্মাল্যং তথা রাধিকা-
হারঞ্চ ত্রুটিতং প্রগৃহ্য রভসাদগারাদ্বহিঃ ॥

১৮। মাঘস্নানমিদং যথা বিধিকৃতং পুণ্যং তথোপার্জ্জিতং
পূতং যেন কুলদ্বয়ং রবিসুতাতীরে রবিশ্চার্চ্চিতঃ।
তদ্ যূয়ং ললিতে! যিযাসথ গৃহং কিংবাত্র রাত্রিন্দিবং
ধর্ম্মং কর্ত্তুমভীপ্সথেতি বদ মে শ্রোত্রং সমুৎকণ্ঠতে ॥

১৯। কিং কুপ্যসীহ কুটিলে! ন মমৈষ হারো
ভ্রাতু স্তবৈব শপথং করবৈ প্রসীদ।

এই কথা বলিয়াই দ্রুতগতিতে কুঞ্জকুটীর সমীপে সবেগে পদাঘাত করিয়া শরশলাকা-নির্ম্মিত পুষ্পকপাটিকা ভাঙ্গিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তথায় সাক্ষাৎরূপে কুসুমশয্যায় শ্রীহরির মাল্য ও শ্রীরাধার ছিন্ন মুক্তাহার দর্শন করিয়া তদুভয় গ্রহণ করিয়া সত্বর বাহিরে আসিল ॥ ৬-১৭॥

তখন কুটিলা ললিতাকে তদুভয় দেখাইয়া বলিল---ললিতে! তোমরা যেমনভাবে মাঘ স্নান ব্রতাচরণ করিয়াছ, তেমনভাবেই পুণ্যও উপার্জ্জন করিয়াছ—তাহাতে তোমরা কুলদ্বয় পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল পবিত্র করিয়াছ! আহা!! এই যমুনাতীরে তোমারই যথাবিধি সূর্য্যার্চ্চন করিয়াছ!!' এক্ষণে বল দেখি তোমরা কি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা কর, না এস্থানে দিবানিশি ধর্ম্মোপার্জ্জনে অভিলাষিণী হইয়াছ? আমার কর্ণ ইহা শুনিতে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে ॥১৮॥

ইত্যুক্তবত্যমল চন্দ্রমুখী সকম্প -
শীর্ষং সহুঙ্কৃতি কটু ভ্রুতয়া ততর্জ্জ ॥

২০। নেতঃ প্রযাস্যত গৃহং যদি ন প্রযাত
রাজ্যং কুরুধ্বমিহ তাবদহন্তু যামি।
তাং মাতরং ভগবতীমপি হারমাল্যে
সন্দর্শ্য যুষ্মদুচিতেষ্ট-বিধৌ যতিষ্যে ॥

২১। কামং প্রযাহি কুটিলে! কটু কিং ব্রবীষি
হারং প্রদর্শয় গৃহং গৃহমেব সর্ব্বাঃ।

কুটিলার ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণে বিমল-চন্দ্রবদনা শ্রীরাধা বলিলেন – কুটিলে তুমি বৃথা কোপ করিতেছ কেন? এই হার আমার নয়; তোমার ভ্রাতার শপথ করিয়া বলিতেছি, ওগো তুমি প্রসন্না হও।" তদনন্তর শ্রীরাধা শিরঃকম্পন সহকারে হুঙ্কার করিয়া বিকট ভ্রূভঙ্গীপূর্ব্বক তর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

তখন কুটিলা বলিল—যদি গৃহে যাইতে তোমাদের অনিচ্ছা হয়, তবে আর যাইও না—তোমরা এই বনেই রাজ্য-বিস্তার করিতে থাক, আমি কিন্তু গৃহে যাইতেছি; আমার জননীকে ও ভগবতী পৌর্ণমাসীকে এই হার ও মাল্য দেখাইয়া তোমাদের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করিতেছি ॥২০॥

শ্রীরাধা—কুটিলে! তুমি সচ্ছন্দে গমন কর। তুমি কটু কথা শুনাইতেছ কেন? ঘরে ঘরেই গিয়া সকলকে হার দেখাও—

নাস্মাকমেষ যদতো ন বিভেমি কিঞ্চন্
মিথ্যাপ্রবাদমপি নো ন কদা দদাসি ॥
২২। সা ক্রুদ্ধা দ্রুতমেব গোষ্ঠগমনং স্বস্য প্রদর্শ্যৈব তা
যত্রাস্তে হরি রাজগাম শনকৈ স্তত্রৈব নিহ্নুত্য সা।
ভ্রাত র্মাল্যমঘদ্বিষঃ কলয় ভো বধ্বাশ্চ হারং ময়া
প্রাপ্তং সৌরত-তল্পগং রহসি তা দৃষ্টাঃ স নালোকিতঃ ॥
২৩। ভদ্রং ভদ্রমিদং বভূব মথুরাং গচ্ছামি তূর্ণং ভগি-
ন্যেতাবদ্দ্বয়মেব লম্বন মভূদ্ বিজ্ঞাপনে রাজনি।

এই হার যখন আমাদের নয়, তখন আর বিন্দুমাত্রও ভয় করি না। ওগো! কখনও আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করিও না ॥২১॥

অনন্তর কুটিলা কুপিতা হইয়া যেন গোষ্ঠে গমন করিতেছেন, এই ভাব তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করাইয়া দ্রুতবেগে অভিমন্যুবেশী হরির নিকটে ধীরে ধীরে অতি গোপনে উপস্থিত হইয়া বলিল—"হে ভ্রাতঃ! অঘারি শ্রীকৃষ্ণের এই মাল্য দর্শন কর ও বধূর ছিন্ন মুক্তাহারখানাও সৌরত-শয্যায় প্রাপ্ত হইয়াছি; রাধিকা প্রভৃতিকে নির্জ্জনে দেখিলাম বটে, কিন্তু সেই রমণী-চৌরকে দেখিতে পাইলাম না ॥২২॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে ভগিনি! ভালই হইল; আমি সত্বরই মথুরায় যাইতেছি। এই ছিন্নহার ও মাল্য উভয়ই

কিন্তু স্বীয় গৃহস্থ বক্তুমুচিতো ন স্যাৎ কলঙ্কো মহাং
স্তস্মিন্ বৃষ্ণি সদস্যত শ্চতুরিমা ম্নাতব্য একো ময়া

২৪। গোবর্দ্ধনং প্রিয়সখং প্রতিবাচ্যমেত-
চ্চন্দ্রাবলীমপি ভবদ্‌গৃহিণীং নিকুঞ্জে।
আনীয় দূষয়তি নন্দসুত স্তদেতদ্
বস্তুদ্বয়ং কলয় তন্মিথুনস্য লব্ধম্ ॥

২৫। ইত্থং লম্পটতাং ব্রজে প্রতিগৃহং দৃষ্টৈব তস্যাধিকাং
ত্বামাজ্ঞাপয়মদ্য তত্ত্বমধুনা বিজ্ঞাপ্য রাজ্ঞি দ্রুতম্।
পত্তীনাং শতমশ্ববার দশকং প্রেষ্যৈব নন্দীশ্বরান্
নন্দং সাত্মজমানয়ন্ মধুপুরীং তং তৎ ফলং প্রাপয় ॥

রাজসমীপে নিবেদনের সাহায্য করিবে, কিন্তু নিজগৃহের মহা-কলঙ্ক প্রকাশ করা উচিত নহে, অতএব যদুসভায় একটা চতুরতা প্রকাশ করিতে হইবে ॥২৩॥

আমার প্রিয় সখা গোবর্দ্ধন মল্লের নিকট বিজ্ঞাপন করিব —হে বান্ধব! তোমার গৃহিণী চন্দ্রাবলীকে নিকুঞ্জে আনয়নপূর্ব্বক নন্দনন্দন দূষিত করিয়াছে; তাহাদের ছিন্নহার ও মাল্য পাই-য়াছি—দেখ ॥২৪॥

"দেখ সখে! অদ্য যেমন কৃষ্ণ তোমার গৃহিণীর প্রতি লম্পটতা করিয়াছে তদ্রূপ প্রতিগৃহেই তাহার লম্পটতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া তোমাকে জানাইলাম। তুমি

২৬ ইত্যুক্তৈব ময়া পুনঃ স্বভবনং পূর্ব্বাহ্ণ এবৈষ্যতে
মধ্যাহ্ণে খলু রাজকীয়-পুরুষা যাস্যন্তি তে তু ব্রজম্ ॥
ত্বং গত্বা গৃহ এব মাতৃসহিতা তিষ্ঠেরিতি প্রোচিবান্
কৃষ্ণো দক্ষিণাদিঙ্‌মুখোঽব্রজদথো সা তাশ্চ বেশ্মাযযুঃ ॥

২৭। কৃষ্ণো বিলম্ব্য ঘটিকাত্রয়তোঽথ তাদৃগ্‌—
বেশঃ স্বয়ং স জটিলা গৃহমাসসাদ।
ভোঃ ক্বাসি মাত রয়ি ভো কুটিলে ! সমেত্য
জানীহি বৃত্তমিতি তে প্রতি কিঞ্চিদূচে ॥

রাজা কংসের নিকট নিবেদন করিয়া একশত পদাতিক এবং দশ-জন অশ্বারোহী সেনা প্রেরণ করিয়া নন্দীশ্বর হইতে পুত্রের সহিত নন্দকে বন্ধনপূর্ব্ব মথুরায় আনিয়া তাহার প্রতিফল প্রদানকর ২৫

ইহা বলিয়াই আমি পূর্ব্বাহ্ণে ফিরিয়া আসিব, কারণ মধ্যাহ্ণে রাজকীয় পুরুষগণ ব্রজে যাইবে। তুমি গৃহেই গিয়া জননীর সহিত একত্র থাকিও।" অভিমন্যু-বেশী কৃষ্ণ এই কথা কুটিলাকে বলিয়া দক্ষিণমুখে মথুরাপথে চলিলেন। অনন্তর কুটিলা ও গোপীগণ স্ব স্ব ভবনে আগমন করিলেন ॥২৬॥

অভিমন্যুবেশে কৃষ্ণ কোনও স্থলে তিন ঘটিকা বিলম্ব করিয়া স্বয়ং ঐ বেশেই জটিলা গৃহে আগমনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—হে মাতঃ! তুমি কোথায় আছ? হে কুটিলে! কোথায় আছ? তোমরা এস্থানে আসিয়া একটা কথা শুনিয়া যাও ॥২৭॥

২৮। বিজ্ঞাপিতঃ স নৃপতিঃ প্রজিঘায় যদ্ যদ্
দ্রাগশ্ববার-দশকং তদিহৈতি দূরে।
কিন্ত্বত্র লম্পটবরো ধৃত-মৎ-স্বরূপো
মদ্গেহমেতি তদলক্ষিত আগতোঽস্মি ॥

২৯। বহির্দ্বারং রুদ্ধা ভগিনি! সহ মাত্রা দ্রুতমিতঃ
সমারুহ্যৈবাট্টং কলয় তরুণী লম্পট-পথম্।
তমেষ্যন্তং তর্জ্জন্ত্বতিকটু গিরা তিষ্ঠ সুচিরং
বধূং রুন্ধন্ বর্ত্তে তলসদন এবাহমধুনা ॥

৩০। অথায়ান্তং দৃষ্ট্বা ত্বরিতমভিমন্যুং কটু রট-
ন্ত্যরে ধর্ম্মধ্বংসিন্ ব্রজকুলভুবাং কিং নু যতসে।

"আমি রাজা কংসকে জানাইয়াছি, তিনি যে দশজন অশ্বারোহী সেনা পাঠাইয়াছেন, তাহারা দূরে আসিতেছে, কিন্তু সেই লম্পটবর আমার বেশ ধারণপূর্ব্বক আমাদের গৃহে আসিতেছে, তাহার জন্য আমি অলক্ষিতভাবে গৃহে আসিলাম ॥২৮॥

"হে ভগিনি! তুমি বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া জননীর সহিত অট্টালিকার উপরি শীঘ্রই আরোহণ করিয়া সেই তরুণীলম্পটের পথ নিরীক্ষণ করিতে থাক। তাহাকে আসিতে দেখিলে অতি কটুবাক্যে তিরস্কার করিবে, আমি তোমাদের বধূকে অবরোধ করিয়া নীচের ঘরেই সুচিরকাল বর্ত্তমান রহিলাম ॥২৯॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার নিকট তল-ভবনে গমন করিলেন। শীঘ্রই অভিমন্যু নিজের ঘরের নিকট আসিলে কুটিলা

প্রবেষ্টুং মদ্ ভ্রাতু র্ভবন ময়ি লোষ্ট্রালিভিরিতঃ
শিরো ভিন্দন্তী তে বত চপল দাস্যে প্রতিফলম্ ॥

৩১। তবান্যায়ং শ্রুত্বা কুপিতমনসঃ কংস নৃপতে
র্ভটা আয়াস্ত্যদ্ধা সপিতৃকমপি ত্বাং সুখয়িতুম্ ।
যদা কারাগারে নৃপতি-নগরে স্থাস্যসি চিরং
নিরুদ্ধ স্তর্হি ত্বচ্চপলতরতা যাস্যতি শমম্ ॥

৩২। ইতি শ্রুত্বা জল্পং বিকলমভিমন্যুঃ কথমহো
স্বসারং মে প্রেতোহলগদহহ কশ্চিৎ কটুতরঃ ।

তাহাকে দেখিয়া কটুভাষায় বলিতে লাগিল—"ওরে! ব্রজকুল রমণীদের ধর্ম্মধ্বংশী! তুই কি আমার ভ্রাতার গৃহেও প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিস!! ওরে! চঞ্চল, দেখ! এই দিকে আসিলে এইলোষ্ট্র সমূহ দ্বারা তোর মাথা ভাঙ্গিয়া ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব॥৩০॥

"তোর অন্যায় আচরণের কথা শুনিয়া রাজা কংস কুপিত মনে তোর পিতার সহিত তোকে সুখী করিবার জন্য রাজসৈন্য পাঠাইয়াছেন-তাহারা অবিলম্বে আসিতেছে। যখন তাহারা তোকে রাজধানী মথুরায় নিয়া কারাগারে জন্মের মত নিরোধ করিয়া রাখিবে, তখনই তোর এই চাঞ্চল্যতরতা শান্তি হইবে॥৩১॥

এই ভাবে নিজ ভগিনীর বিসদৃশ ভাষা শ্রবণ

তদানেতুং যামি ত্বরিতমিহ তন্মান্ত্রিক-জনা-
নিতি গ্রামোপান্তং বিতত-বহুচিন্তঃ স গতবান্ ॥

৩৩। এবং হরি স জটিলা গৃহ এব তস্যা
বধ্বা সহারমত চিত্র-চরিত্র রত্নঃ ॥
যত্নঃ ক এব ফলবত্বমগান্ন তস্য
কিম্বা ফলং পরবধূরমণাদৃতেঽস্য ॥

ইতি শ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয় কুতূহলম্ ॥২॥

করিয়া অভিমন্যু বিকল-মনে চিন্তা করিতে লাগিল—"আমার ভগিনীকে কি প্রকারে কটুতর প্রেত আশ্রয় করিয়াছে! অতএব এক্ষণে শীঘ্রই মান্ত্রিক বা ওঝা গণকে আনয়ন করাই যুক্তিযুক্ত।" এই স্থির করিয়া নানা চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া অভিমন্যু গ্রামের শেষ সীমায় গমন করিল ॥৩২॥

এইপ্রকারে সেই চিত্রচরিত্ররূপ রত্নধারী শ্রীহরি জটিলার গৃহেই তাহারই বধূরসহিত নানাবিধ বিলাসে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহার পরবধূরমণ ব্যতিরেকে আর কোনও কার্য নাই, সেই কৃষ্ণের কোন্ যত্নই না সফল হয়? অর্থাৎ সকল চেষ্টাই ফলদায়ক হইয়া থাকে ॥৩৩॥

ইতি দ্বিতীয় কুতূহল ॥২॥

তৃতীয়ং কুতূহলম্ ।

১। অথৈকদা সা জটিলা বিবিক্তে
চিন্তাতুরা কিঞ্চিদুবাচ পুত্রীং ।
ন রক্ষিতুং হা প্রভবামি কৃষ্ণাদ্
বধূং ততঃ কিং করবাণ্যুপায়ম্ ॥১॥

২। ত্বং পুত্রি ! তস্মাদ্ গৃহ এব রুন্ধি
বধূং বহি র্যাতি কদাপি নেয়ম্ ।
যথা যথায়াতি হরি র্ন গেহং
তথা তথা হা ভব সাবধানা ॥

৩। মাত র্ভবত্যা ন বধূ র্নিরোদ্ধুং
শক্যা যতঃ প্রত্যহমেব যত্নাৎ ।

তৃতীয় কুতূহল ।

শ্রীরাধার নানাপ্রকার শ্রীকৃষ্ণানুরাগ লক্ষণ অবগত হইয়া জটিলা একদিন অত্যন্ত চিন্তাতুর হইয়া নিজ তনয়া কুটিলাকে নির্জনে আহ্বান করিয়া বলিলেন—“দেখ ! কৃষ্ণ হইতে আর বধূকে রক্ষা করিতে পারিলাম না এখন কি উপায় করা যায় ॥১॥

“বৎসে ! কুটিলে ! একটি উপায় বলিতেছি, যাহাতে কোনও প্রকারে বধূ গৃহের বাহিরে না যাইতে পারে, এইরূপ ভাবে তাহাকে অবরোধ কর । যে যে ভাবে হরি আমাদের গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে, সেই সেই ভাবেই তুমি সদা সাবধানে থাকিবে ॥২॥

ব্রজেশ্বরী ভোজয়িতুং স্বপুত্রং
পাকার্থমেতাং নয়তি স্বগেহম্ ॥

৪। পুত্রি ! ত্বমদ্য ব্রজ তাং বদৈতন্
নাতঃ পরং ক্বাপি বধূঃ স্বগেহাৎ ।
প্রযাত্যত স্বং সুতভোজনার্থং
পাকে নিযুক্তাং কুরু রোহিণীং তাম্ ॥

৫। মাত স্তয়া বক্ষ্যত এব তস্যৈ
দুর্ব্বাসসা কোঽপি বরো বিতীর্ণঃ ।
তদ্ধস্ত-পক্কৌদনভোক্তু রায়ু-
র্নির্ব্বিঘ্নমস্তিত্যধিকা প্রসিদ্ধিঃ ॥

তখন কুটিলা বলিল—"মা, তোমার বধূকে কিছুতেই নিরুদ্ধ করিতে পারিব না, যেহেতু ব্রজেশ্বরী প্রতিদিনই নিজ পুত্রকে ভোজন করাইবার জন্য পাক করাইতে তোমার বধূকে যত্নপূর্ব্বক নিজের গৃহে লইয়া যান ।।৩।।

তদুত্তরে জটিলা বলিলেন—"বৎস ! তুমি অদ্য ব্রজেশ্বরীর নিকট গিয়া বল যে অদ্য হইতে আমাদের বধূ নিজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবে না। অতএব তুমি নিজ পুত্রের ভোজনার্থ সেই রোহিণীকেই পাকে নিযুক্ত কর ॥৪॥

তখন কুটিলা বলিল—"মা, আমার কথা শুনিয়া ব্রজেশ্বরী বলিবেন যে শ্রীরাধাকে দুর্ব্বাসা মুনি যে এক অনির্ব্বচনীয় বর দিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরাধার হস্তপক্ক অন্ন যে ভোজন করিবে,

৬। একঃ সুতো মে বহু দুষ্টদানবা-
দ্যরিষ্টবত্ত্বেঽপি কুশল্যভূদ্ যতঃ।
তত ত্বয়া সাধিতমোদনাদিকং
নিত্যং সুতং ভোজয়িতুং প্রযৎস্যতে॥

৭। পুত্রি! ত্বয়া বাচ্যমিদং পরশ্বঃ
শ্বো বা স আগত্য মুনিঃ প্রদদ্যাৎ।
রাধা স্পৃশেদ্ যং স চিরায়ু রস্তি-
ত্যেবং বরং চেদয়ি তর্হি কিং স্যাৎ॥

৮। কিং স্পর্শয়ন্তী নিজপুত্রমেতা-
মাকারয়িষ্যস্যয়ি নীতিবিজ্ঞে!

তাহার আয়ু-বৃদ্ধি ও বিঘ্ন বিনাশ হইবে—এই কথা ত ব্রজমণ্ডলে অধিক প্রসিদ্ধই আছে॥৫॥

"আমার একমাত্র পুত্র, কেবল শ্রীরাধার হস্তপক্ব অন্ন ভোজনের প্রভাবেই বহু দুষ্ট দানবাদি কর্ত্তৃক কৃত বিঘ্নরাশি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া কুশলে থাকে; কাজেই তাহা দ্বারা প্রস্তুত অন্নাদি নিজপুত্রকে নিত্য ভোজন করাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। তখন ইহার উত্তরে আমি কি বলিব॥৬॥

জটিলা বলিলেন—"হে পুত্রি! তখন তুমি এই কথাই বলিবে—'হে ব্রজেশ্বরি! যদি মুনিবর আগামী কল্য বা পরশ্ব আসিয়া শ্রীরাধাকে এইবর দেন যে শ্রীরাধা যাহাকে স্পর্শকরিবে সেই চিরায়ু হইবে, তবে কি ব্যবস্থা হইবে বল দেখি॥৭॥

কুলাঙ্গনা যৎ পর বেশ্ম গত্বা

নিত্যং পচেদিত্যপি কিং নু নীতিঃ ॥

৯। বধ্বাঃ কলঙ্কঃ প্রতিদেশমেষ

ভূয়ানভূদ্ যৎ কিমু সহ্যমেতৎ।

স্নেহো যথা তে নিজপুত্র এবং

স্নেহো মমাপ্যস্তি নিজ স্নুষায়াম্ ॥

১০। তথাপি তে প্রৌঢ়িরিয়ং ভবেচ্চে-

দ্ধনিষ্ঠয়া প্রেষিতয়ৈব নিত্যম্।

বধূকৃতং মোদক-লড্ডুকাদি

ত্রিসন্ধ্যমেবানয় পুত্র-হেতোঃ ॥

হে নীতি-বিজ্ঞে! তবে তুমি একবার শ্রীরাধাকে নিজগৃহে আহ্বান করাইয়া তাহা দ্বারা নিজ পুত্রকে স্পর্শ করাইবে কি? আর এক কথা—কুলাঙ্গনা পরগৃহে প্রতিদিন পাক করিতে যাইবে—ইহাও একটা নীতি কি? ॥৮॥

"অধিকন্তু বধূর মহাকলঙ্ক প্রতিদেশেই রটিয়াছে, তাহা কি আমরা আর সহ্য করিতে পারি? নিজপুত্রে তোমার যেমন স্নেহ, বধূর প্রতি কি আমারও তাদৃশ স্নেহ নাই ॥৯॥

"দেখ, এই সকল কথাতেও যদি তুমি অতিশয় হঠহ কর এবং বধূহস্ত পক্কদ্রব্য পুত্রকে ভোজন করাইতে নিতান্তই অভিলাষ কর, তবে নিত্য তিনবেলা ধনিষ্ঠাকে পাঠাইয়া নিজপুত্রের জন্য বধূকৃত মোদক ও লড্ডুকাদি লইয়া যাইবে ॥১০॥

১১। ইত্যেবমুক্তেঽপি যদি ব্রজেশা
কুপ্যেত্তদা তন্নগরীং বিহায়।
কৃত্বৈব দেশান্তর এব বাসং
বধূমবিষ্যামি তদীয় পুত্রাৎ ॥

১২। এবং নিরোধে সতি তৌ বিষণ্ণৌ
পরস্পরাদর্শন-দাব-তাপিতৌ।
বভূবতু হ ন্ত ! যথা তথা স্বয়ং
সরস্বতী বর্ণয়িতুং ক্ষমেত কিম্ ॥

১৩। সরোজপত্রৈ র্বিধুগন্ধসার-
পঙ্ক-প্রলিপ্তৈ রচিতাপি শয্যা।

"এইভাবে সকল কথা বুঝাইয়া দিলেও যদি ব্রজেশ্বরী কোপ করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার নগরী ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে যাইব। যে কোন উপায়ে বধূকে তাঁহার পুত্রের হাত হইতে রক্ষা করা চাই। জটিলা বা কুটিলার এই পরামর্শ হইলে শ্রীরাধা গৃহে অবরুদ্ধ হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের উপায়ান্তরও রহিত হইল হায়! এই প্রকারে নিরুদ্ধ হইলে সেই যুগলকিশোর বিষন্ন হইয়া পরস্পর অদর্শনরূপ দাবাগ্নিতে যেরূপ তাপিত হইয়াছিলেন—তাহা স্বয়ং সরস্বতীও বর্ণনা করিতে পারে না ॥১১-১২॥

শ্রীরাধার অঙ্গ তাপ উপশম করিবার জন্য সখীগণ পদ্মপত্র কর্পূর ও চন্দনাদির পঙ্কপ্রলেপ দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া দিলেও

রাধাঙ্গ-সংস্পর্শনতঃ ক্ষণেন
হা হন্ত হা মুর্মুরতাং প্রপেদে ॥

১৪। নিন্দেদ্ বিধিং পক্ষ্মকৃতং ভৃশং যা
বাঞ্ছেদপক্ষ্মোত্তম-মীনজন্ম।
নন্দাত্মজালোকমৃতে কথং সা
যামাষ্টকং যাপয়িতুং ক্ষমেত ॥

১৫। নাবেক্ষতে নাপি শৃণোতি কিঞ্চিদ্
অচেতনা সীদতি পুষ্পতল্পে।
ধনিষ্ঠয়াথৈত্য তথাবিধা সা
ব্রজেশ্বরীপ্রেষিতয়া ব্যলোকি ॥১৫॥

শ্রীরাধার বিহর তাপ-তাপিত অঙ্গস্পর্শমাত্রই ক্ষণকাল মধ্যে সেই শয্যা মুর্ম্মুরতা প্রাপ্ত হইয়া গেল ॥১৩॥

যিনি নয়নের নিমেষ কৃষ্ণদর্শনের অন্তরায় বলিয়া নিমেষ-স্রষ্টা বিধাতাকে ভীষণ নিন্দা করিয়া পক্ষ্মহীন মৎস্যজন্মও বাঞ্ছা করেন, সেই শ্রীরাধা শ্রীনন্দনন্দনের দর্শন ব্যতিরেকে অষ্টপ্রহর কি অতিবাহিত করিতে পারেন ? শ্রীরাধা কুসুমশয্যায় অচেতনা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন—তিনি কোনও বস্তুই দর্শন করেন না এবং কোন বাক্যই তাঁহার কর্ণগোচর হয় না। ব্রজেশ্বরী কর্ত্তৃক প্রেরিতা ধনিষ্ঠা আসিয়া শ্রীরাধার এতাদৃশ বিরহ-বিহ্বলতা দর্শন করিলেন ॥১৪-১৫॥

১৬। অদ্য প্রভাতে ললিতে পপাচ
শ্রীরোহিণী কৃষ্ণকৃতে যদন্নম্।
তৎ প্রাশ্য সোঽগাদ বিপিনং ব্রজেশা
মাং প্রাহিণোদত্র বিষণ্ণ-চেতাঃ ॥

১৭। সায়ং রজন্যামপি যত্তথা শ্বঃ
স ভোক্ষ্যতে তস্য কৃতেঽহমাগাম্।
ইয়ন্তু সংজ্ঞারহিতৈব পক্তুং
কথং ক্ষমেতাদ্য করোমি হা কিম্ ॥

১৮। কৃষ্ণঃ পুরস্তে কলয়েতি তদ্বাক্
তাং ভগ্নমূর্চ্ছামকরোদ্ যদৈব।

তখন তিনি ললিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে ললিতে! অদ্য প্রভাতে শ্রীরাধা রন্ধন করিতে না যাওয়ায় শ্রী-রোহিণী শ্রীকৃষ্ণের জন্য রন্ধন করিয়াছেন। সেই অন্নই ভোজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের ভোজনে অন্যদিবস-বৎ রুচি না দেখিয়া ব্রজেশ্বরী বিষণ্নমনে আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন ॥১৬॥

আমি যে মোদকাদি প্রস্তুত করাইয়া নিতে আসিয়াছি, তাহা অদ্য সায়ংকালে, ও রাত্রিবেলায় এবং আগামী কল্য গোষ্ঠ গমনের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিবেন—কিন্তু শ্রীরাধা ত অচৈতন্য অবস্থায়ই রহিয়াছেন! হায়!! তবে কি প্রকারে মোদকাদি প্রস্তুত করিতে সমর্থা হইবেন, হা এখন কিকরি ॥১৭॥

তদা ধনিষ্ঠা সহসা ব্রজেশা-
সন্দিষ্টমাহ স্ম সরোরুহাক্ষীম্ ॥

১৯। কটাহমাত্রানয় রূপমঞ্জরি !
প্রলিপ্য চুল্লীমিহ বহ্নিমর্পয়।
যথা ব্রজেশাদিশদেবমেব তৎ
কৃষ্ণস্য ভক্ষ্যং কিল সাধয়াম্যহম্ ॥

২০। করোমি যাবৎ সখি ! নিত্যমেতচ্‌
চতুর্গুণং কুর্ব্ব ইতি ব্রুবাণা।

ধনিষ্ঠা উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীরাধার কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"হে রাধে! শ্রীকৃষ্ণ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন দেখ দেখি!"—তাহার এই বাক্য কর্ণপ্রবেশ মাত্রই শ্রীরাধার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল এবং তখনই ধনিষ্ঠা সহসা ব্রজেশ্বরীর শ্রীকৃষ্ণনিমিত্ত মোদকাদি প্রস্তুতকরণার্থ সমাচার সেই পদ্মপলাশ-লোচনা শ্রীরাধাকে বলিলেন। বিরহতাপে তাপিত হইলেও শ্রীরাধা ধনিষ্ঠা মুখে ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞা পাইয়া প্রচুর বল লাভ করিয়াই যেন বলিলেন "হে রূপমঞ্জরি! শীঘ্র চুল্লী লেপন করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত কর। এস্থানে কটাহ আনয়ন কর। ব্রজেশ্বরীর আদেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া দিব ॥১৮-১৯॥

"হে সখি! নিত্য যে পরিমাণে মোদকাদি প্রস্তুত করি, অদ্য তাহা হইতে চতুর্গুণ প্রস্তুত করিতেছি। আমার দৈহিক

চুল্লীতটে দিব্য চতুষ্কিকায়াং
রাধোপবেশং সহসা চকার ॥

২১। যৎস্পর্শনাৎ পঙ্কজ-পত্র-শয্যা
যযৌ ক্ষণান্মুর্ম্মুরতাং তদেব ।
পকান্ন কর্ম্মণ্যনলার্চ্চিষৈব
রাধাবপুঃ শীতলতাং প্রপেদে ॥

২২। প্রেমোত্তমোঽতর্ক্য-বিচিত্রধামা
যতো জনং তাপয়তে শশাঙ্কঃ ।
বহ্নিঃ পুনঃ শীতলয়ত্যত স্তং
তদাশ্রয়ং বা কিমু কোঽপি বেত্তি ॥

অসুস্থতার জন্য তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না। ইহা বলিয়াই শ্রীরাধা চুল্লীর নিকটস্থ দিব্য চতুষ্কিকার উপরে সহসা উপবেশন করিলেন ॥২০॥

মহা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যে শ্রীরাধার শরীর স্পর্শে পদ্মপত্র নির্ম্মিত শয্যাও ক্ষণকাল পূর্ব্বে মুর্ম্মুরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল—এক্ষণে প্রিয়তমের নিমিত্ত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে অগ্নিতাপে সেই রাধাশরীরই শীতল হইল ॥২১॥

উত্তম প্রেমে অচিন্ত্য বিচিত্র প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে ; কেন না, সুশীতল চন্দ্র যাহাকে তাপিত করে, তাহাকেই কি না অগ্নিই শীতল করে! কাজেই সেই প্রেমকে বা প্রেমাশ্রিত প্রেমিক জনকে কি কেহ কখন জানিতে পারে ? ॥২২॥

২৩। জগাদ কিঞ্চিল্ললিতা ধনিষ্ঠে !

বিদ্যুদ্‌ঘনাবগ্রহ এষ ভূয়ান্‌।

সমং কিমেষ্যত্যধুনা সখীনা-

মানন্দ-শস্যানি বিনাশমীয়ুঃ ॥

২৪। ব্রবীষি সত্যং ললিতে বয়স্যৈঃ

সহ স্বয়ং সীদতি সোঽপি কৃষ্ণঃ।

বৃন্দাবনস্থাঃ শুক-কেকিভৃঙ্গ

মৃগাদয়োঽপ্যাকুলতামবাপুঃ ॥

২৫। ততশ্চ রাধা ললিতাদি কর্ণে

কাঞ্চিৎ কথাং প্রোচ্য যযৌ গৃহং সা।

তখন শ্রীললিতা ধনিষ্ঠাকে বলিলেন—"হে ধনিষ্ঠে ! বিদ্যুদ্‌যুক্ত মেঘের প্রচুর বর্ষা হইবে কি ? অর্থাৎ বিদ্যুল্লতা জড়িত নবজলধরের উদয় কি আর হইবে না ? সেই জলধরের অনুদয়ে রসবর্ষণ না হওয়ায় সখীগণের আনন্দরূপ শস্য শুকাইয়া বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে ॥২৩॥

ধনিষ্ঠা বলিলেন—"ললিতে ! সত্যই বলিতেছ—তোমা-দের যেরূপ দুঃখ হইয়াছে, বয়স্যগণ সহিত শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ দুঃখা-নুভব করিতেছেন। অধিক কথা কি বলিব—এই মহা দুঃখে বৃন্দাবনের শুক, কেকী ভৃঙ্গ এবং মৃগাদিও আকুল হইয়াছে ॥২৪॥

তৎপর মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া শ্রীরাধা ধনিষ্ঠার হস্তে প্রদান করিলেন। শ্রীরাধা ললিতা প্রভৃতির কর্ণে কিছু গোপনীয় কথা

সায়ং বিশাখা জটিলামুপেত্যা-
লীকং রুরোদাধিধরং লুণ্ঠন্তী ॥

২৬। হা কিং বিশাখে ! কিমু রোদিষি ত্বং
রাধাং দদংশাহিরলক্ষ্যরূপঃ।
কথং ক বা কোলিতলে তদীয়-
রত্নে গৃহীতে নিজ-রত্ন বুদ্ধ্যা ॥

২৭। হা মূর্দ্ধ্নি কোঽয়ং মম বজ্রপাত
ইতি ব্রুবাণা ত্বরয়া যযৌ সা।
বিলোক্য রাধাং ভুবি বেপমানাং
ততাড় সোচ্চৈঃ স্বমুরঃ করাভ্যাম্ ॥

বলিয়া ধনিষ্ঠাগৃহে নন্দালয়ে গমন করিলেন ! সায়ংকালে বিশাখা জটিলার নিকট আসিয়া ধরাতলে লুণ্ঠন করিতে করিতে মিথ্যা রোদন করিতে লাগিলেন। তাহাতে জটিলা জিজ্ঞাসা করিলেন— "হে বিশাখে ! কেন রোদন করিতেছ !" বিশাখা বলিলেন— "অলক্ষিতরূপে রাধাকে (কৃষ্ণ) সর্প দংশন করিয়াছে !" জটিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় কিরূপে দংশন করিল ?" বিশাখা বলিলেন—কোলিবৃক্ষের তলদেশে অলক্ষ্যভাবে সেই সর্প ছিল— তাহার মস্তকস্থিত রত্নকে নিজ রত্ন ভ্রমে শ্রীরাধা গ্রহণ করিতে যেমন হস্তপ্রসারণ করিয়াছে,অমনিই সর্পদংশন করিয়াছে ২৫-২৬

জটিলা এই বাক্য শুনিয়া বলিলেন—"হায় ! আমার মস্তকে এ কি বজ্রপাত হইল ?" এই কথা বলিতে বলিতে জটিলা

২৮। গবাং গৃহাদানিয় পুত্রি ! তাবৎ
স্বভ্রাতরং শীঘ্রমিতঃ প্রযাতু।
স মান্ত্রিকানানয়তু প্রকৃষ্টাং
স্তে মে বধূং নির্ব্বিষয়ন্তু মন্ত্রৈঃ ॥

২৯। ইত্যেবমুক্ত্বা জরতী জগাদ
স্নুষে তনুঃ সম্প্রতি কীদৃশী তে।
সন্দহ্যমানাং বিষবহ্নিনেমা-
মবৈমি বক্তুং প্রভবামি নার্য্যে ॥

সত্বর শ্রীরাধার গৃহে গিয়া দেখিলেন যে শ্রীরাধা ভূমিতলে পতিত হইয়া কম্পিতা হইতেছেন। এতদ্দর্শনে উটিলা দুই কর দ্বারা নিজবক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন ॥২৭।

অনন্তর কুটিলাকে ডাকিয়া জটিলা বলিলেন—"হে বৎস ! তুমি শীঘ্র গোশালায় গমন করিয়া তোমার ভ্রাতা অভিমন্যুকে আনয়ন কর। সে আসিয়া অভিজ্ঞ মান্ত্রিক বা ওঝা গণকে আনয়ন করুক। তাহারা মন্ত্রপাঠ করিয়া বধূকে বিষ-নির্ম্মুক্ত করিবে ॥২৮॥

কুটিলাকে এইবাক্য বলিয়া শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"হে স্নুষে ! তোমার শরীর এখন কেমন আছে ?" শ্রীরাধা বলিলেন—"হে আর্য্যে ! বিষানলে আমার দেহ সম্যক্ প্রকারে দগ্ধ হইতেছে—ইহাই বুঝিতেছি ; আর কিছুই বলিতে পারি-

৩০। মন্ত্রৈ' করাভ্যাং মম মান্ত্রিকা

শ্চেদেকাং পদস্যাঙ্গুলিকামপীহ।

স্পৃশেত্তদাসূন্ সহসা ত্যজামি

কুলাঙ্গনায়া নিয়মো মমৈষঃ॥

৩১। স্নুষে! কিমেবং বদসীহ ভক্ষয়ে

দভক্ষ্যমস্পৃশ্যমপি স্পৃশেন্নরঃ।

মন্ত্রৌষধাদৌ নহি দূষণংভবে-

দাপদ্গতস্যেতি বিদাং শ্রুতিস্মৃতী॥

৩২। আজ্ঞাং তবেমাং নহি পালয়ামি

প্রাণান্ পুরস্তে কলয় ত্যজামি।

তেছি না। অপরন্তু মান্ত্রিক পুরুষেরা যদি হস্ত যুগল দ্বারা আমার একটি পাদাঙ্গুলিও স্পর্শ করে, তবে আমি তৎক্ষণাৎ দেহ ত্যাগ করিব—আমি (সতী) কুলাঙ্গনা; সুতরাং আমার এই নিয়মই স্থিরীকৃত হইয়াছে" ॥২৯ ৩০॥

জটিলা বলিলেন-"হে স্নুষে এরূপকথা বলিতেছ কেন এই অবস্থায় অর্থাৎ বিপদে পতিতহইলে সদাচারীজনও অভক্ষ্য ভক্ষণ করে এবং অস্পৃশ্য স্পর্শ করে; যেহেতু আপৎকালে মন্ত্র ঔষধাদিতে কোনই দোষ হয় না—ইহাই শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র-বেত্তাদের ব্যবস্থা" ॥৩১॥

শ্রীরাধা বলিলেন—"আমি তোমার সম্মুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছি—এখনই দেখ, কিন্তু তোমার এই আজ্ঞা আমি

শ্রুত্বেতি বধ্বা বচনং সচিন্তাং
জগাদ কাচিৎ প্রতিবাসিনী তাম্॥

৩৩। যঃ কালিয়াঘাদি-ভুজঙ্গমর্দ্দী
দৃষ্ট্যৈব তাঃ পীতবিষোদকা গাঃ।
অজীবয়ত্তং হরিমানয়ার্য্যে !
স তে বধূং নির্ব্বিষয়েদ্বিলোক্য॥

৩৪। রাধাব্রবীদ্ যৎ পরিবাদ পীড়াং
বিষানলাদপ্যধিকামবৈমি।
তমেব যা দর্শয়িতুং যতন্তে
তা বৈরীণীরেব চিরেণ বেদ্মি॥

কিছুতেই পালন করিতে পারিব না।" বধূর এই বাক্য শ্রবণে জটিলা চিন্তান্বিতা হইলে একজন প্রতিবাসিনী জটিলাকে বলি-লেন---আর্য্যে ! যিনি কালীয়, অঘ প্রভৃতি ভুজঙ্গগণকে মর্দ্দন করিয়াছেন, কালীয় হ্রদের বিষজল পানে মৃত গোগণকে কেবল-মাত্র দর্শন করিয়াই জীবিত করিয়াছিলেন—সেই শ্রীহরিকে আনয়ন করুন—তিনি দর্শন করিয়াই বধূকে বিষ বিমুক্ত করিবেন" ॥৩২-৩৩॥

তখন শ্রীরাধা বলিলেন—"আমি যাহার পরিবাদ-পীড়া বিষানল হইতেও অধিক করিয়া জানি, সেই কৃষ্ণকে দেখাইতে যাহারা চেষ্টাকরিবে তাহাদিগকে আমি চিরশত্রুই মনেকরি ॥৩৪॥

৩৫। তর্হি স্নুষেঽহং সসুতা প্রযামি।
তাং পৌর্ণমাসীং দ্রুতমানয়ামি।
তন্মন্ত্র-তন্ত্রাগমশাস্ত্র-বিজ্ঞা
সা স্বস্থয়িষ্যত্যলমন্যযুক্ত্যা॥

৩৬। প্রোচে বিশাখা তদলং বিলম্বৈ
র্বিষং ময়ারুদ্ধমবৈহি সূত্রৈঃ।
যামার্দ্ধ-পর্য্যন্তমতঃ পরন্তু
শিরোঽধিরূঢ়ং তদসাধ্যমেব॥

৩৭। সা পৌর্ণমাস্যাঃ স্থলমভ্যুপেত্য
নত্বাঽখিলং বৃত্তমবেদয়ত্তাম্।

জটিলা বলিলেন—"দেখ স্নুষে! তবে আমি কন্যা কুটিলাকে সঙ্গে নিয়া দ্রুত-গমনে পৌর্ণমাসীর নিকট যাইতেছি; তিনি উৎকৃষ্ট সর্প মন্ত্র, তন্ত্রাদি ও আগমশাস্ত্রে অভিজ্ঞা; তিনি আগমন করিয়াই তোমাকে সুস্থ করিবেন—এখন আর অন্য যুক্তি মত করিও না" ॥৩৫॥

বিশাখা বলিলেন—"আর্য্যে! উত্তম যুক্তি হইয়াছে তবে আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহার নিকট গমন কর; আমি সূত্রদ্বারা বাঁধিয়া বিষগতি রোধ করিয়া রাখিয়াছি; ইহাতে অর্দ্ধ প্রহর পর্য্যন্ত বিষ উর্দ্ধে উঠিবে না—তাহার পরে কিন্তু মস্তকে বিষ উঠিলে রোগ অসাধ্য হইবে" ॥৩৬॥

তখন জটিলা পৌর্ণমাসীর নিকট গিয়া প্রণাম পূর্ব্বক

পপ্রচ্ছ গার্গীমথ পৌর্ণমাসী
ত্বং সর্পমন্ত্রান্ পিতুরধ্যগীষ্ঠাঃ ॥

৩৮। কিং পুত্রি! সাধ্যন্নহি বেদ্মি কিঞ্চ
কনীয়সী মে ভগিনী তু বেত্তি।
ক্ব সা কিমাখ্যা কিল কিন্নিবাসা
কাশীপুরাৎ সা শ্বশুরস্য গেহাৎ ॥

৩৯। পিতু র্গৃহং বৃষ্ণিপুরে গতাঽভূ-
ত্ততোঽপি মামত্র দিদৃক্ষমাণা।
পূর্ব্বেদ্যুরেবাগমদস্তি নাম্না
বিদ্যাবলি ম'দ্‌গৃহমধ্য এব ॥

তাহাকে সকল কথা নিবেদন করিলেন। পৌর্ণমাসীও তখন গর্গকন্যা গার্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে বৎস গার্গি! তুমি তোমার পিতার নিকট হইতে সর্প মন্ত্র শিখিয়াছ কি?" গার্গী উত্তর দিলেন—"আমি ত শিখি নাই, তবে আমার ছোট ভগিনী শিখিয়াছে।" পৌর্ণমাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কোথায় থাকে এবং তাহার নাম কি? এখনই বা কোথায় সে বাস করি· তেছে?" গার্গী বলিলেন—"কাশীপুরে তাহার শ্বশুর বাড়ী হইতে মথুরায় পিতৃগৃহে আসিয়াছিল; তথা হইতে আমাকে দেখিবার জন্য গতকল্য এখানে আসিয়াছি তাহারনাম **বিদ্যাবলি** সে আমার গৃহে আছে" ॥৩৭-৩৮-৩৯॥

৪০। জরত্যথোচে বহুবিক্লবাশ্রু-
সিক্তাননা গার্গি ! নতাঽস্ম্যহং ত্বাম্ ।
তামানয়াস্মদ্ ভবনং সপুত্রাং
ক্রীণীহি মাং স্বীয় কৃপামৃতেন ॥

৪১। গার্গি ! ত্বমাদৌ স্বগৃহং প্রযাহি
ততঃ স কন্যা জটিলা প্রযাতু ।
প্রসাদ্য তামানয়তাং ততঃ সা
রাধাং ধ্রুবং নির্ব্বিষয়িষ্যতে দ্রাক্ ॥

৪২। পূর্ব্বং ধনিষ্ঠা-বচসৈব গার্গী
স্ত্রীবেশিনং কৃষ্ণমগার-মধ্যে ।

এই কথা শ্রবণ করিয়া জরতী জটিলা অত্যন্ত কাতরপ্রাণে ও অশ্রুসিক্ত বদনে গার্গীকে বলিলেন—"হে গার্গি! আমি তোমার চরণে পতিত হইলাম। তুমি নিজ ভগিনীকে সঙ্গে করিয়া আমাদের গৃহে আগমন পূর্ব্বক পুত্রের সহিত আমাকে নিজ কৃপামৃত দানে ক্রয় করিয়া লও" ॥৪০॥

তখন পৌর্ণমাসী গার্গীকে বলিলেন—"গার্গি! তুমি আগে নিজঘরে যাও, তাহার পরে কন্যার সহিত জটিলাও তথায় যাইবে তাহারা বিদ্যাবলিকে প্রসন্ন করিয়া আনিতে পারিলে নিশ্চই সে রাধাকে অবিলম্বে বিষ-শূন্য করিবে" ॥৪১॥

গার্গী ইতঃপূর্ব্বে ধনিষ্ঠার বচনানুসারে-শ্রীকৃষ্ণকে রমনী-

অস্থাপয়ত্তর্হি তু সা জরত্যা
সহৈব তৎপার্শ্বগতা জগাদ ॥

৪৩। বিদ্যাবলে ! ভো ভগিনি ! ব্রজেঽস্মিন্
যা নিত্যরাজদ্-গুণরূপকীর্ত্তিঃ।
ত্বয়া শ্রুতা শ্রীবৃষভানু-পুত্রী
তস্যা বিপত্তি মহতী বতাদ্য ॥

৪৪। কেনাপি দষ্টা মণিধারিণা সা
সর্পেণ হালাহল-পূরিতাঽভূৎ।
শ্বশ্রূরমুষ্যাঃ সসুতা প্রপন্না
ত্বাং তত্ত্বমেস্তবনং জিহীথাঃ ॥

বেশে সাজাইয়া নিজগৃহ মধ্যে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কাজেই তখনই অগ্র পশ্চাৎ গমনের প্রয়োজন নাই দেখিয়া জটিলাকে সঙ্গে লইয়া নিজগৃহে গিয়া রমণীবেশী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥৪২॥

"হে ভগিনি বিদ্যাবলে! এই ব্রজে নিখিল গুণে সমন্বিতা ও মহা যশস্বিনী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর যে নাম শুনিয়াছি—অদ্য তাঁহার মহাবিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। মণিধারী কোনও ভুজঙ্গ তাঁহাকে দংশন করিয়াছে, তাঁহার দেহ এক্ষণে বিষে পূর্ণ হইয়াছে; এইজন্য তাঁহার শাশুড়ী নিজ কন্যা কুটিলার সহিত তোমার নিকট আসিয়াছে। অতএব ইহাদের ভবনে একবার তোমাকে যাইতে হইবে" ॥৪৩-৪৪॥

৪৫। বিদ্যাবলিঃ প্রাহ ভগিন্যয়ি ত্বং
　　　　বিজ্ঞাপ্য বিজ্ঞেব গিরং তনোষি।
　কুলাঙ্গনা বিপ্রবধূরহং কিং
　　　　ভবন্মতে জাঙ্গলিকী ভবামি ॥

৪৬। পিতুঃ কুলং বৃষ্ণিপুরেঽস্তি পত্যুঃ
　　　　কুলন্তু কাশ্যাং প্রথিতং নৃলোকে।
　কলঙ্ক-পঙ্কেন নিমজ্জয়ন্তী
　　　　মাং ত্বং কথং স্নিহ্যসি তন্ন বুধ্যে ॥

৪৭। জরত্যবোচত্তব পাদপদ্মে
　　　　নতাঽস্মি সংজীব্য বধূং মদীয়াম্।
　মাং ত্বং সপুত্রাং নিজ পাদ ধূলি
　　　　ক্রীতাং বিধেহীত্যথ কিং ব্রবীমি ॥

বিদ্যাবলী বলিলেন—"হে ভগিনি ! তুমি বিজ্ঞা হইয়াও অবিজ্ঞার মত কথা বলিতেছ ! হায় ! হায় !! একে ত আমি কুলাঙ্গনা, তাহাতে আবার বিপ্রবধূ হইয়া তোমার মতেকি আমি জাঙ্গলিকী বিষবৈদ্য হইলাম ? ॥৪৫॥

"দেখ—যদুপুরে আমার প্রসিদ্ধ পিতৃকুল এবং কাশীতে বিখ্যাত শ্বশুরকুল,এজগতে কাহার না জানা আছে ? তুমি ঐ উভয় কুলকে কলঙ্ক-পঙ্কে ডুবাইয়া দিয়া কি স্নেহের পরিচয় দিতেছ, তাহা ত আমি বুঝিতে পারিলাম না ॥৪৬॥

তখন জরতী বলিলেন—আমি তোমার পাদপদ্মে প্রণতা

৪৮। বিদ্যাবলিঃ প্রাখ্যদয়ি ব্রজস্থে
জানাসি ন ব্রহ্মকুলস্য রীতিম্।
গৃহং গৃহং গোপ্য ইব ভ্রমন্তি
ন বিপ্রবধ্বঃ সুমহাভিজাত্যাৎ॥

৪৯। প্রোবাচ গার্গী শৃণু ভো শ্রুতি-স্মৃতি-
প্রোক্তং নিষিদ্ধং বিহিতঞ্চ যদ্ভবেৎ।
জ্ঞাত্বাঽপি তৎ সর্ব্বমিদং ব্রবীষি চেৎ
ন তেঽস্তি দৃষ্টিঃ কিল পারমার্থিকী॥

৫০। ব্রজে স্থিতাঃ কীর্ত্তিদয়ান্বিতা যা
গোপ্যস্তথা যে বৃষভানু তুল্যাঃ

হইলাম: তুমি আমার বধূকে বাঁচাইয়া দিয়া পুত্রের সহিত আমাকে নিজ-পাদপদ্মধূলি দানে ক্রয় কর— আর কিবলিব॥৪৭॥

বিদ্যাবলি বলিলেন—"অয়ি ব্রজবাসিনি জরতি! তুমি আমাদের ব্রহ্মকুলের রীতি জান না। বিপ্রবধূগণ গোপললনা-দিগের ন্যায় গৃহে গৃহে ভ্রমণ করে না—যেহেতু তাহাদের আভি-জাত্য অতিশয় মহান্"। গার্গী বলিলেন—হে ভগিনি! তুমি শ্রুতি-স্মৃতি প্রোক্ত বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকল অবগত হইয়াও যখন এই কথা অর্থাৎ অভিজাত্য প্রকাশ করিতেছ—তখন তোমার পারমার্থিকী দৃষ্টি নাই বলিতে হইবে॥৪৮-৪৯॥

"দেখ, কীর্ত্তি-দয়া প্রভৃতি যুক্ত যে সকল ব্রজবাসিনী

গোপা ন তেষাং ত্বমবৈষি তত্ত্বং
নাপ্যাভিজাত্যং ন চ বিষ্ণুভক্তিম্ ॥

৫১। কাশ্যাং স্থিতা বিষ্ণু-বহির্মুখা যে
বিপ্রা ভবত্যাঃ শ্বশুরাদয়স্তান্ ।
জানামি নো বাচয় মাং তবেয়ং
কাশ্যাং স্থিতে বুদ্ধি রভূৎ কঠোরা ॥

৫২। মা কুপ্য শান্তিং ভজ তাবদার্য্যে !
ভগিন্যহং তে হন্ত তবাশ্রিতাঽস্মি ।
যথা ব্রবীষ্যেবমহং করোমি
কিন্ত্বত্র শঙ্কা মম কাচিদস্তি ॥

গোপী এবং বৃষভানু তুল্য যে সকল গোপ—তুমি তাঁহাদের তত্ত্ব. আভিজাত্য ও বিষ্ণুভক্তি বিষয়ে কিছুই জান না ॥৫০॥

কাশীবাসী ব্রাহ্মণগণ, বিশেষতঃতোমার শ্বশুর শাশুড়ীগণ বিষ্ণুবহির্মুখ—তাহাদিগকে আমি ভাল রূপে জানি, আমাকে সে বিষয়ে আর অধিক জানাইতে হইবে না। কাশীপুরীতে বাস করিয়াই তোমার বুদ্ধিও কঠোর হইয়া গিয়াছে" ॥৫১॥

বিদ্যাবলি বলিলেন—হে ভগিনি ! "হে আর্য্যে ! আমার প্রতি কোপ করিও না, শান্ত হও ; আমি তোমার নিতান্ত আশ্রিতা ; তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব—কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার একটী দারুণ শঙ্কা আছে ॥৫২॥

৫৩। পুরে শ্রুতা কাচন কিম্বদন্তী
নন্দস্য পুত্রোঽজনি কোঽপি বীরঃ।
স স্বৈরচর্য্যো বত লম্পটত্বা-
ন্ন ব্রহ্মজাতেরপি ভীতিমেতি ॥

৫৪। অত্রেত্য নারীষ্বিব ময্যপি দ্রাক্
স লোভদৃষ্টি র্যদি বর্ত্মনি স্যাৎ।
সদ্যস্তদাসূন্ বিসৃজামি নৈব
কুলদ্বয়ং হন্ত ! কলঙ্কয়ামি ॥

৫৫। ন তত্র শঙ্কা তব কাপি যস্মাদ্
অহং স্বয়ং ত্বৎ সহিতা প্রযামি।
ইত্যেব গার্গ্যা বচনাচ্চলন্তী
বিদ্যাবলি র্বর্ত্মনি কিঞ্চিদূচে ॥

মথুরায় আমি একটি প্রবাদ শুনিয়াছি ; নন্দমহারাজের নাকি একবীর পুত্র আছে ; সে বড়ই স্বেচ্ছাচারী এবং লম্পটত্ব-বশতঃ ব্রাহ্মণজাতিকেও সে নাকি ভয় করে না ॥৫৩॥

"সে এখানকার ব্রজনারীগণের মত আমার প্রতিও যদি সহসা পথমধ্যে লোভদৃষ্টি করে—তবে আমি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিব। হায় ! আমি কিছুতেই কুলদ্বয়কে কলঙ্কিত করিবনা ॥৫৪

গার্গী বলিলেন—"হে ভগিনি ! সে বিষয়ে তোমার কোনই ভয় নাই, যেহেতু স্বয়ং আমিই তোমার সঙ্গে যাইতেছি।"

৫৬। মন্ত্রৌষধাভ্যাং গরলস্য নাশ-
স্তত্রাস্তি মন্ত্রো মম কণ্ঠ এব।
যচ্চৌষধং তত্ত্বহি-বল্লিপর্ণং
মন্ত্রং জপন্ত্যা রদপিষ্টমেব ॥

৫৭। তত্তে বধূঃ সা মম ভক্ষয়েৎ কিং
ন বেত্তি পৃষ্টা জটিলা জগাদ ॥
সা মে স্নুষা ব্রাহ্মণজাতিভক্তা
তদ্ভক্ষয়েদেব কিমত্র চিত্রম্ ॥

৫৮। প্রোবাচ গার্গী ন কিলৌষধাদা-
বভক্ষ্যভক্ষ্যস্য ভবেদ্বিচারঃ।

ইহাতেই বিদ্যাবলি সম্মত হইয়া গার্গী প্রভৃতির সহিত যাইতে যাইতে পথমধ্যে তাহাদিগকে বলিলেন ॥৫৫॥

"দেখ—মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা বিষ নাশ করিতে হয়; মন্ত্র ত আমার কণ্ঠেই আছে; আর যে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা দন্তপিষ্ট বা চর্ব্বিত মন্ত্রপূত তাম্বুলবীটী মাত্র; হে আর্য্যে! তোমার বধূ তাহা ভক্ষণ করিবে কি?"—বিদ্যাবলি জটিলাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "আমার সেই বধূ ব্রাহ্মণ জাতিতে পরম ভক্তিমতী, অতএব তোমার চর্ব্বিত তাম্বুল ভক্ষণ করিবেই ইহাতে বিচিত্র কি?" গার্গী বলিলেন—"ঔষধা-দিতে ত ভক্ষ্য অভক্ষ্য ইত্যাদির বিচার হয় না—তাহাতে আবার

তত্রাপি ভূদেবকুলস্য শেষং
রাজাঽপি ভুঙ্‌ক্তে কিমুতান্যজাতিঃ ॥

৫৯। প্রবিষ্টবত্যাঃ স্বগৃহং ততঃ সা
বিদ্যাবলেঃ পাদযুগং স-পুত্রা।
অধাবয়ত্তং সলিলং স্ববধ্বা-
শ্চিক্ষেপ মূর্দ্ধাক্ষিমুখোরসি দ্রাক্ ॥

৬০। প্রোচে স্নুষে! কাপি মহানুভাবা
গর্গস্য পুত্র্যাগমদত্র ভাগ্যাৎ।
সা সুস্থয়িষ্যত্যচিরেণ বিজ্ঞা
মন্ত্রৈ স্তুদঙ্গানি মুহুঃ স্পৃশন্তী ॥

৬১। কিঞ্চাহিবল্লীদল-বীটিকাঞ্চ
সঞ্চর্ববা দন্তৈঃ পঠিতৈঃ স্বমন্ত্রৈঃ।

ব্রাহ্মণ সকলের উচ্ছিষ্ট রাজাও ভক্ষণ করে, অন্য জাতীর সম্বন্ধে আর কি কথা আছে?" ॥৫৬-৫৭ ৫৮॥

বিদ্যাবলি গৃহে প্রবেশ করিলে পুত্রের সহিত জটিলা তাঁহার চরণযুগল ধৌত করাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই জল নিজ বধূর মস্তকে, চক্ষুতে, মুখে ও বুকে নিঃক্ষেপ করিলেন ॥৫৯॥

জটিলা শ্রীরাধাকে বলিলেন—"হে স্নুষে! ভাগ্যবশতঃ মহানুভাবা সর্পবিদ্যানিপুণা গর্গকন্যা আসিয়াছেন—ইনি তোমার অঙ্গসকল মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক স্পর্শ করিতে করিতে অচিরকালমধ্যে তোমাকে সুস্থ করিবেন। আর এক কথা—মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ইনি

নিধাস্যতে তন্মুখ এব তত্র
ঘৃণা ন কার্য্যা শপথো মমাত্র ॥

৬২। বিদ্যাবলি স্তন্নিলয়ং প্রবিষ্টা
বিলোক্য রাধাং বসনাবৃতাঙ্গীম্ ।
বধ্বাঃ পদান্মস্তকতশ্চ বস্ত্র-
মুদঞ্চয়াদৌ জরতীত্যবোচৎ ॥

৬৩। ভুজঙ্গ মন্ত্রে রভিমন্ত্র্য পাণিং
সঞ্চালয়াম্যঙ্ঘ্রি ত উর্দ্ধগাত্রে ।
যদ্যাবদঙ্গং বিষমারুরোহ
জ্ঞাত্বৈব তন্নির্ব্বিষয়ামি মন্ত্রৈঃ ॥

দন্ত দ্বারা তাম্বুলবীটিকাচর্ব্বণ করিয়া তোমার মুখেই প্রদান করিবেন—আমার শপথ লাগে, তুমি এবিষয়ে ঘৃণা করিও না ॥৬০-৬১॥

তখন বিদ্যাবলি শ্রীরাধার গৃহে প্রবেশ করিলেন—দেখিলেন শ্রীরাধার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রদ্বারা আবৃত। তখন জটিলাকে বলিলেন—হে জরতি! তোমার বধূর আপাদমস্তক যে বসন দ্বারা আবৃত আছে, তাহা আগে সরাইয়া দাও ; কেননা, আমি ভুজঙ্গমন্ত্র জপ করিয়া পদতল হইতে উর্দ্ধ গাত্রে হস্ত চালনা করিব, যে অঙ্গ পর্য্যন্ত বিষ আরোহণ করিয়াছে, তাহা হস্ত সঞ্চালনে জানিয়া সেই অঙ্গে পুনঃ পুনঃ মন্ত্রপাঠ করিয়া বিষশূন্য করিব ॥৬২-৬৩॥

৬৪। ততশ্চলন্ পাণি রগাদমুষ্যা

বক্ষঃস্থলং নোর্দ্ধমতঃ পরং যৎ ॥

তদ্ ঘট্টয়ামাস মুহুঃ করাভ্যা-

মস্যা উরো গারুড়-মন্ত্রপাঠৈঃ ।।

৬৫। বিদ্যাবলিঃ প্রাখ্যদহো কিমেতদ্

বিষং ন শাম্যেৎ করবৈ কিমত্র ।

বৃদ্ধাঽব্রবীৎ স্বাস্যত ঔষধং তদাস্যে-

স্নুষায়াঃ ক্ষিপ ভোজয়ামুম্ ॥

৬৬ মুহু র্মুহুঃ প্রাক্ষিপদৌষধং ত-

দাস্যে অমুষ্যাঃ কৃতমন্ত্র-পাঠা ।

তদনন্তর জটিলা শ্রীরাধার অঙ্গাবরণ-বস্ত্র উত্তারণ করিলে বিদ্যাবলি হস্তচালন করিতে করিতে শ্রীরাধার শ্রীচরণ হইতে ক্রমশঃ বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলেন -- কিন্তু ইহার উর্দ্ধদেশে আর হস্ত গমন করিল না—তখন মুহুর্মুহু গারুড়মন্ত্রপাঠ করিয়া করিয়া নিজ করযুগল দ্বারা শ্রীরাধার বক্ষোদেশ উদ্‌ঘাটন করিতে লাগিলেন ॥৬৪॥

বিদ্যাবলি বৃদ্ধাকে বলিলেন— "হে বৃদ্ধে ! অহো কি হইল ! বিষ যে কোনও প্রকারেই উপশম হইতেছে না ! এখন এ বিষয়ে কি করিব ? "তখন বৃদ্ধা বলিলেন—নিজ মুখ হইতে বধূর মুখে পূর্ব্ব কথিত ঔষধটি নিক্ষেপ করিয়া দেখ ত। উহাকে সেই ঔষধই প্রদান কর" ।৬৫।।

তথাপি বৈবর্ণবতী বধূ স্তে
প্রকম্পতে নিঃশ্বসিতি প্রগাঢ়ম্ ॥

৬৭। সর্ব্বা বহি র্যাত গৃহং কবাটে-
নাবৃত্য সর্পস্ত জপামি মন্ত্রম্।
মূহূর্ত্ত-মাত্রেণ তমেব সর্প-
মাহূয় তেনাপি সহালপামি ॥

৬৮। চিন্তা ন কার্য্যা তিলমাত্র্যপি দ্রাক্
সংজীবয়িষ্যামি বধূং ত্বদীয়াম্।
একাগ্রচিত্তা ঘটিকাত্রয়ান্তে
মন্ত্রং প্রজপ্যাখিলমীক্ষয়ামি ॥

বিষ্ণাবলি বলিলেন—"হে বৃদ্ধে! আমি বারংবার তোমার বধূর মুখে মন্ত্রপূত ঔষধটি ত প্রক্ষেপ করিলাম, তথাপি তোমার বৈবর্ণ্যবতী বধূর কম্প হইতেছে এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস হইতেছে। দেখ, চিকিৎসা-পরিবর্ত্তন করিতে হইবে তোমরা সকলে এখন গৃহ-বাহিরে যাও—এই গৃহের দ্বারে কপাট দিয়া আমি সর্পমন্ত্র জপ করিব। মুহূর্ত্ত মধ্যে যে সর্প তোমার বধূকে দংশন করিয়াছে, তাহাকে আহ্বান করিয়া তাহারই সহিত আলাপ করিব। তোমরা বিন্দুমাত্রও চিন্তা করিও না—শীঘ্রই তোমার বধূকে জীবিত করিতেছি একাগ্রচিত্তে মন্ত্রজপ করিয়া তিন ঘটিকা পরে তোমাদিগকে সকল ব্যাপার দেখাইতেছি" ॥৬৬-৬৭-৬৮॥

৬৯। গার্গী-গিরা তা যযু রন্যগেহং
মুহূর্ত্তশ্চাযযু রপ্যথাত্র।
বিদ্যাবলে র্বাচমহেশ্চ গোপ্যো
গৃহান্তরে ভোঃ শৃণুতেত্যথোচুঃ ॥

৭০। স্বরদ্বয়েনৈব জগাদ কৃষ্ণো
যত্তত্তু সখ্যঃ সহসাঽবজগ্মুঃ।
যাঃ কৌতুকানন্দ-সমুদ্রয়ো র্দ্রাগ্
আবর্ত্ত-মগ্নাঃ সুভৃশং বিরেজুঃ ॥

৭১। ভোঃ সর্পরাজাত্র কুত স্ত্বমাগাঃ
কৈলাসতঃ কস্য নিদেশকৃত্ত্বম্?।

তৎপরে গার্গীর পরামর্শ মত তাঁহারা সকলেই অন্য গৃহে চলিয়া গেলেন—এবং মূহূর্ত্তকাল পরেই পুনরায় তথায় আগমন করিলেন। অনন্তর গোপীগণ বলিলেন—"ওহে! তোমরা গৃহ-মধ্যস্থ বিদ্যাবলি এবং সর্পের বাক্য শ্রবণ কর" ॥৬৯॥

শ্রীকৃষ্ণই যে দুই প্রকার স্বর অবলম্বন করিয়া এক স্বরে বিদ্যাবলির বাক্য ও অপর স্বরে সর্পের বাক্য অনুকরণ করিতে-ছেন—সখীগণ তাহা তৎক্ষণাৎ অবগত হইলেন। তাঁহারা তখন যুগপৎ কৌতুক ও আনন্দ সমুদ্রের আবর্ত্তে নিমজ্জন করিয়া পরম শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাবলির স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে সর্পরাজ! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" সর্প স্বর—কৈলাস হইতে।" বিদ্যাবলি—"কাহার

চন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ স চ কীদৃশোঽভূদ্
ভুঙ্‌ক্ষ্বাভিমন্যুং জটিলা-সুতং দ্রাক্ ॥

৭২। আগঃ কিমেতস্য, ন কিঞ্চ কিন্তু
তন্মাতুরেবাস্ত্যপরাধযুগ্মম্।
সা কিং ন দষ্টা, গরলানলাদ-
প্যপত্য-শোকাগ্নিরতীব তীব্রঃ॥

৭৩। তয়াঽনুভূতো ভবতু প্রগাঢ়-
মিত্যেতদর্থং নহি দশ্যতে সা।

আজ্ঞানুবর্ত্তী তুমি" ? সর্প—চন্দ্রার্দ্ধমৌলির অর্থাৎ শিবের আদেশ বহন করিতেছি"। "বিদ্যাবলি—তাঁহার কি আদেশ ?" সর্প—"জটিলা পুত্র অভিমন্যুকে ভক্ষণ কর" ॥৭০-৭১॥

বিদ্যাবলি—অভিমন্যুর অপরাধ কি" ? সর্প—তাহার কোনই অপরাধ নাই। কিন্তু তাহার মাতার দুইটি অপরাধ হইয়াছে।" বিদ্যাবলি—"তবে অভিমন্যুর মাতাকে দংশন করিলে না কেন ?" সর্প—বিষানল হইতেও পুত্র শোকানল অতীব তীব্র কিনা—তাহাই তাহাকে যথেষ্ট অনুভব করাইবার অভিপ্রায়ে জটিলাকে দংশন করি নাই।" বিদ্যাবলি—"অভিমন্যুকে ত্যাগ করিয়া তাহার স্ত্রীকে দংশন করিলেন কেন ?" সর্প—"মুনিবর দুর্ব্বাসা শ্রীরাধাকে সাধব্যবর প্রদান করিয়াছেন বলিয়া অর্থাৎ সতীকুলশিরোমণি শ্রীরাধা জীবিত থাকিতে অভিমন্যুর

ত্যক্ত্বা২ভিমন্যুং কথমস্য জায়া
দষ্টাঽত্র সাধব্য-বর-প্রদানাৎ ॥

৭৪। দুর্ব্বাসসাসৌ প্রথমং ন তস্মা-
দ্দষ্টঃ স দষ্টব্য ইহ প্রভাতে।
পুত্রস্য বধ্বাশ্চ যথাঽতি শোকে
জাজ্বল্যতে সা নিখিলং স্বমায়ুঃ ॥

৭৫। কিং হন্ত তস্যাঃ অপরাধ-যুগ্মং
দুর্ব্বাসসি শ্রীল হরস্বরূপে।
কটাক্ষ একোঽস্ত্যপরন্ত শম্ভো
র্য ইষ্টদেবো হরিরস্য চাংশে ॥

বিঘ্ন করা অসম্ভব—দুর্ব্বাসার বরের এমনই প্রভাব এবং শ্রী-রাধারও সতীত্বের এমনই প্রতাপ ; কাজেই সর্ব্বাগ্রে শ্রীরাধাকে দংশন করিয়া জীবনহীন না করিলে ত আর অভিমন্যুর মরণ হইবে না ; তজ্জন্য অদ্য শ্রীরাধাকে দংশন করিলাম, আগামীকল্য প্রভাতে অভিমন্যুকেও দংশন করিব। তাহাতে পুত্র ও পুত্র বধূর অতিশোকে বৃদ্ধা জটিলা অবশিষ্ট জীবনটী জাজ্বল্যমানা হইবে" ॥৭২-৭৩-৭৪॥

বিদ্যাবলি—"বলুন দেখি—বৃদ্ধার দুইটী অপরাধ কি কি ?
সর্প—"শ্রীল হর-স্বরূপ দুর্ব্বাসার প্রতি কটাক্ষ—এক অপরাধ। দ্বিতীয় অপরাধ হইতেছে এই যে—শম্ভুর যিনি ইষ্টদেব, সেই

৭৬। নন্দাত্মজেঽলীক মহাপ্রবাদ-
স্তদ্ভোজনে বাধকরঃ স্ব-বধ্বা।
নিরোধতস্তন্নিজকন্যয়া সা
সার্দ্ধং ব্রজে রোদিতু সর্ব্বকালম্॥

৭৭। হা পুত্র! হা প্রাণসমে স্নুষে কিং
শৃণোমি হা হন্ত! চিরায়ুষৌ ত্বম্।
বিদ্যাবলে! ত্বচ্চরণৌ প্রপন্না
প্রসাদয়ামুং ভুজগাধিরাজম্॥

৭৮। বধূং ন রোৎস্যামি কদাপি সেয়ং
প্রযাতু নন্দস্য পুরং যথেষ্টম্।

শ্রীহরির অংশস্বরূপ নন্দনন্দনের বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপণ পূর্ব্বক নিজ বধূনিরোধ করিয়া তাঁহার ভোজনে বাধা প্রদান। অতএব এই দুই অপরাধের দরুণ পুত্রবধূ ও পুত্রশোকে জটিলা নিজকন্যার সহিত ব্রজমণ্ডলে চিরকাল রোদন করুক" ॥৭৫-৭৬॥

বৃদ্ধা ইহা শুনিয়াই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং আর্ত্ত-নাদে বলিতে লাগিলেন—"হা পুত্র! হা! প্রানসমা স্নুষা! হায়! হায়!! তোমরা উভয়ে চিরায়ু হইয়াছ—ইহা কি আর শুনিতে পাইব না?" পরে বিদ্যাবলিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে বিদ্যাবলে! আমি তোমার চরণে প্রপন্ন হইলাম, ঐ সর্পাধি-রাজকে যে কোনও প্রকারে প্রসন্ন কর। আর কখনও বধূকে

সন্তোজয়িত্বৈব হরিং প্রকামং

পক্ত্বা পুন র্মদ্গৃহমেতু নিত্যম্ ॥

৭৯। দুর্ব্বাসসং তং শতশো নমামি

মুনেঽপরাধং মম হা ক্ষমস্ব।

জরাতুরায়া অতিমন্দবুদ্ধে-

রাজন্ম-বাতূলতয়া স্থিতায়াঃ ॥

৮০। কন্যা মমেয়ং তু সদা কুবুদ্ধি-

র্বধূঃ সুশীলাং প্রসভং দুনোতি।

শ্রুত্বেতি মাতু র্বচনং ধরণ্যাং

নিপত্য সোচে কুটিলাঽপি নত্বা ॥

নিরোধ করিব না—বধূ প্রতিদিন যথেচ্ছ নন্দালয়ে গমন করিয়া রন্ধনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করাইবে এবং নিত্য পাককার্য্য সমাপনান্তেই আমার বধূ আমার গৃহে আসিবে ॥৭৭-৭৮॥

"হে দুর্ব্বাসা মুনিবর! আমি তোমার চরণে শত শত দণ্ডবৎ নমস্কার পূর্ব্বক বলিতেছি যে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি জরাতুরা ও অতিশয় মন্দবুদ্ধি এবং আজন্ম বাতুল বা উন্মত্ত বলিয়াই আমার প্রসিদ্ধি আছে ॥৭৯॥

"আমার এই কন্যা কুটিলা সর্ব্বদাই কুবুদ্ধি-সম্পন্না—আমার সুশীলা বধূকে অকারণে অতিশয় যন্ত্রনা দেয়।"—মাতার এই বাক্য শুনিয়া সেই কুটিলাও ধরণীতলে পতিত হইয়া সর্প-রাজের উদ্দেশ্যে নমস্কার পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—হে "সর্পেন্দ্র!

৮১। ক্ষমস্ব সর্পেন্দ্র - কৃপাং কুরুষ্ব
মদ্‌ভ্রাতরং মা দশ নৈব রোৎস্যে ।
বধূং ন চাপি প্রবদামি যাতু ।
তত্রালিভি র্যত্র ভবেত্তদিচ্ছা ॥

৮২। সর্পো২বদদ্ ভোঃ শৃণুতাশু গোপ্যঃ
সাধ্ব্যেব রাধা শপথো২ত্র শম্ভোঃ ।
ত্বঞ্চাপি কৃত্বা শপথং স্বসূনো
মূর্দ্ধ্না বদাত্রাস্তু মম প্রতীতিঃ ॥

৮৩। ত্বদুক্ত ইত্থং শপথঃ কৃতো২য়ং
বধূং ন রোৎস্যামি কদাপ্যহীন্দ্র !

ক্ষমা কর, কৃপা কর, আমার ভ্রাতাকে দংশন করিও না—বধূকে আর নিরোধ করিব না—তাঁহাকে আর পরিবাদও দিব না, যেখানে ইচ্ছা হয় সখীগণের সহিত বধূ যাইতে পারিবে ॥৮০-৮১॥

সর্পস্বর বলিল—হে গোপীগণ ! তোমরা সত্বর আমার বচন শ্রবণ কর ; আমি শম্ভুর শপথ করিয়া বলিতেছি যে শ্রী-রাধা সাধ্বীই । হে জটিলা ! আমার মত তুমিও তোমার পুত্রের মস্তকের শপথ করিয়া এই কথা স্বীকার কর। তবে আমার বিশ্বাস হউক ॥৮২॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া জটিলা শপথ করিয়া বলিলেন—"হে সর্পরাজ ! তোমার বচনে আমার বিশ্বাস হইয়াছে। আমি

স্নুষা চ পুত্রশ্চ চিরায় জীব-
ত্বিমং বরং মে কৃপয়া প্রযচ্ছ ॥

৮৪। বাঢ়ং প্রসন্নোঽস্মি জরত্যয়ি ত্বং
দুর্ব্বাসসং পূজয় ভোজয়স্ব।
রাধাঙ্গতঃ স্বং গরলং গৃহীত্বা
ব্রজামি কৈলাসমিতোঽধুনৈব ॥

৮৫। কৃষ্ণ-প্রবাদং যদি তে স্নুষায়ৈ
দদাসি দেহ্যত্র ন মেঽস্তি কোপঃ।
রুণৎসি তাং চেৎ সহসাগত স্তে
বধূঞ্চ পুত্রঞ্চ রুষা দশামি ॥

কখনও বধূকে নিরোধ করিব না তুমি এক্ষণে কৃপা করিয়া আমাকে এই বর প্রদান কর যে, আমার বধূ ও পুত্র চিরজীবি হউক" ॥৮৩॥

সর্প—"অয়ি জরতি! আচ্ছা; আমি তোমার প্রতি সম্পুর্ণ প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি মুনিবর দুর্ব্বাসাকে পূজা কর ও ভোজন করাও, আমি এক্ষণই শ্রীরাধার অঙ্গ হইতে বিষ গ্রহণ করিয়া কৈলাসে যাত্রা করিলাম। হে বৃদ্ধে! যদি কৃষ্ণ পরিবাদ নিজ বধূকে প্রদান করিতে চাও তবে কর, ইহাতে তোমার প্রতি আমার কোপ হইবে না, কিন্তু যদি অদ্যকার মত তাঁহাকে নিরোধ কর তবে তৎক্ষণাৎ আসিয়া রোষ পরবশ হওতঃ তোমার পুত্র ও বধূকে দংশন করিয়া সংহার করিব" ।৮৪-৮৫॥

৮৬। প্রোবাচ বিদ্যাবলি রাত্তমোদা
ভো গোপিকা ধত্ত মুদং মহিষ্ঠাম্ ।
বিষং গৃহীত্বাস্তরধাদহীন্দ্রো
নিরাময়াভূদ্ বৃষভানু-পুত্রী ॥

৮৭। উদ্‌ঘাটয়ামাস যদা কবাটং
তদৈব সর্ব্বা বিবিশু র্গৃহান্তঃ ।
পপ্রচ্ছু রেতাময়ি ! কীদৃশী ত্বং
সুস্থাঽস্মি তাপো মম নাস্তি কোঽপি ॥

৮৮। বিদ্যাবলেরঙ্ঘ্রি যুগং প্রণেমু
র্ধন্যৈব বিদ্যা তব ধন্যকীর্ত্তে ।

তখন আনন্দ মনে বিদ্যাবলি বলিলেন—"হে গোপিকা-গণ! তোমরা এক্ষণে পরমানন্দ লাভ কর। বিষ-গ্রহণপূর্ব্বক সর্পরাজ অন্তর্ধান করিয়াছেন—বৃষভানুনন্দিনীও এখন নিরাময় বা সুস্থ হইয়াছেন" ॥৮৬॥

তখন দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে সকলে গৃহমধ্যে প্রবেশ করি-লেন—এবং শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অয়ি রাধে! তুমি এখন কিরূপ আছ?" শ্রীরাধা বলিলেন—"আমি সুস্থ আছি—আর আমার কোনই তাপ নাই" ॥৮৭॥

তখন সকলে বিদ্যাবলির চরণ-যুগলে পতিত হইয়া প্রণাম-পূর্ব্বক বলিলেন—"হে বিদ্যাবলে! তোমার বিদ্যা ধন্য এবং

সংজীব্য রাধাময়ি পুণ্যবীথীং
ধন্যায়ুবিন্দস্তব ধন্যমায়ুঃ ॥

৮৯। ললাগ কর্ণে কুটিলা জরত্যাঃ
সা প্রাহ কন্যে কিমিদং ব্রবীষি।
একেন হারেণ কিমদ্য সর্ব্বা–
লঙ্কারমস্যা অধুনৈব দাস্যে ॥

৯০। স্নুষে ! প্রসীদ স্বকরেণ সর্ব্বা-
লঙ্কারমেতাং পরিধাপয় ত্বম্।
ব্রজেশ্বরী ত্বজ্জননী চ শীঘ্রং
দাস্যত্যনেকাভরণানি তুভ্যম্ ॥

তোমার কীর্ত্তিও ধন্য ; তুমি শ্রীরাধিকাকে সংজীবিত করিয়া প্রচুর ধন্য পুণ্যরাশি অর্জ্জন করিয়াছ এবং তোমার আয়ুও ধন্যই হইয়াছে ॥৮৮॥

তখন কুটিলা জননীর কর্ণের সমীপে গিয়া বলিলেন যে ইহাকে শ্রীরাধার হার খানা পুরস্কার দিতে হইবে। জটিলা বলিলেন—"সে কি কথা বলিতেছ, কুটিলে ? কেবল একখানা হার কেন ? অদ্য শ্রীরাধার সকল অলঙ্কারই এক্ষণেই উহাকে দিতেছি ॥৮৯॥

অনন্তর শ্রীরাধাকে বলিলেন–"হে স্নুষে! তুমি প্রসন্নচিত্তে নিজের সমস্ত অলঙ্কার ইঁহাকে পরাইয়া দাও ; ব্রজেশ্বরীও তোমার জননী অচিরকাল মধ্যে তোমাকে অনেক আভরণ দিবেন ॥৯০॥

৯১। বিস্তাবলে ! মচ্ছপথো ন নেতি
মা ক্রহ্যতো মৌনবতী তব ত্বম্ ।
ততস্তু রাধা পরিধাপয়ন্তী
ভূষাম্বরাদি স্বগতং জগাদ ॥

৯২। যো মাং সখীনাং পুরতোঽপি নৈব
শশাক সম্ভোক্তু্ময়ং প্রিয়ো মে ।
শ্বশ্র্বা ননান্দুশ্চ সমক্ষমেব
মাং নির্ব্বিবাদং সমভুঙ্‌ক্ত বাঢ়ম্ ॥

৯৩। বাম্যঞ্চ কর্ত্তুম্ মম নাবকাশো
হভূবং পরং কেবল দক্ষিণৈব ।

বিস্তাবলিকে বলিলেন—"হে বিস্তাবলে ! আমার বধূ তোমাকে স্বহস্তে আভরণ পরাইবে—আমার শপথ, তুমি 'গ্রহণ করিব না' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিও না—নীরবেই থাক।" তৎপর শ্রীরাধা বিস্তাবলিরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বসন ভূষণাদি পরাইতেছেন, আর স্বগত অর্থাৎ মনে মনে বলিতেছেন ॥৯১॥

"যিনি আমার প্রাণসমা সখীদের সম্মুখেও আমাকে সম্ভোগ করিতে পারেন নাই—সেই এই প্রিয়তম আমার, শাশুড়ী ও ননদিনীর সম্মুখেই আমাকে নির্ব্বিবাদে যথেচ্ছ উপভোগ করিলেন ॥৯২॥

"আমি অদ্য বাম্যা হইতে অবকাশই পাইলাম না—অদ্য কেবল দক্ষিণাই ছিলাম ; সে যাহা হউক, অদ্য আমার জন্মের

কিন্ত্বদ্য বাঞ্ছা জনুষোঽপ্যপূরি
তচ্চর্ব্বিতং ভুক্তমহো মুহুর্যৎ ॥

৯৪। পাদে নিপত্যৈব মদীয়কান্ত-
মানীয় সাক্ষাৎ সমভোজয়ন্মাম্।
বধ্বং তদস্যা শ্চরণে ননান্দুঃ
শ্বশ্র্বাশ্চ মে ভক্তিরবিচ্যুতাঽস্তু ॥

৯৫। সম্ভোগপশ্চাদপি তন্নিদেশা-
চ্ছৃঙ্গারয়ামি প্রিয়মগ্রতোঽপি।
অস্যা অয়ে ধন্য বিধে নুর্ম স্বাং
বৃত্তং তবৈতৎ ক নু বর্ণয়ামি ॥

বাঞ্ছাই পূর্ণ হইল—যেহেতু প্রিয়তমের চর্ব্বিত তাম্বুল মুহুর্মুহু ভক্ষণ করিতে পাইয়াছি ॥৯৩॥

যে শ্বশ্রূ ও ননদীকে এতদিন আমার শত্রু বলিয়া মনে হইত "অদ্য তাঁহারাই আমার প্রাণকান্তের পাদযুগলে পতিত হইয়া নিজ গৃহে আনিয়া আমার সহিত মিলিত করাইয়া সাক্ষাৎ ভাবেই আমাকে উপভোগ করাইয়াছেন। অতএব আমার শাশুড়ী ও ননদীর চরণে যেন আমার অচলা ভক্তি হয়—এই প্রার্থনা ॥৯৪॥

"অদ্য আমি সম্ভোগের পরেও সেই শাশুড়ীরই আদেশমত প্রিয়তম প্রাণবল্লভকে তাঁহাদেরই সমক্ষে বিভূষিত করিতেছি!

৯৬। বিদ্যাবলিঃ প্রাহ ভগিন্যতঃ কিম্
আর্য্যে! ত্বদাজ্ঞাং করবৈ বদৈতৎ।
যাবো গৃহং শীঘ্রমতঃ পরন্তু
রাত্রি র্নিশীথাদপি হ্যধিকাঽভূৎ॥

৯৭। জরত্যবাদীদয়ি গার্গি! বিদ্যা-
বলি স্তথা ত্বঞ্চ হঠাদিয়ত্যাম্।
রাত্রৌ কথং যাস্যথ আঃ সুখেন
মমৈব গেহে স্বপিতং কথং ন?॥

৯৮। জগাদ গার্গী জটিলে! ত্বদুক্ত-
মবশ্যমেতৎ করবাব বাঢ়ম্।

হে ধন্য বিধে! তোমাকে নমস্কার করিতেছি বা স্তব করিতেছি; তোমার এই বৃত্তান্ত কোথায় কাহার নিকট বর্ণন করিব?"৯৫॥

তদনন্তর বিদ্যাবলি বলিলেন—"হে ভগিনি! হে আর্য্যে! রাত্রি নিশীথ হইতেও অধিক হইয়াছে। এখন তোমাদের আর কি নির্দেশ পালন করিব বল। শীঘ্রই আমরা দুই ভগিনী গৃহে যাইতেছি" ॥৯৬॥

তখন বৃদ্ধা জটিলা বলিলেন—"হে গার্গি! হে বিদ্যাবলি! তোমরা সহসা এত রাত্রিতে কিরূপে নিজগৃহে যাইবে? আহা! আমারই গৃহে কেন সুখে শয়ন কর না॥"৯৭॥

গার্গী বলিলেন—"জটিলে! আমরা অবশ্যই তোমার বচন পালন করিব—যেহেতু আমাদের চিত্ত হইতে খল সর্প-

ন যাতি চিত্তাদ্বিষ-শেষগন্ধ-

সম্ভাবনা মে খলসর্পজাতেঃ ॥

৯৯। প্রোবাচ বাঢ়ং জটিলা স-কন্যা

তদদ্য বধ্বা সহ পুষ্পতল্পে।

একত্র বিদ্যাবলি রিদ্ধমন্ত্রা

সুখং বলভ্যাং স্বপিতু প্রকামম্ ॥

১০০। ইদ্ধং বিলাস-রসিকৌ রতসিন্ধু চারু

হিল্লোল খেলনকলাঃ কিল তেনতু স্তৌ।

প্রেমাব্ধিকৌতুকমহিষ্ঠতরঙ্গরঙ্গে

সখ্যঃ সুখেন ননৃতুর্ন বিরামমাপুঃ ॥

ইতি শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকায়াং তৃতীয়ং কুতূহলম্ ॥৩॥

জাতির বিষ-গন্ধ এখনও সম্যক বিদূরিত হয় নাই, অর্থাৎ কৃষ্ণ-সর্পদষ্টদিগের বিষবিক্রম প্রথমতঃ নিবৃত্ত হইলেও পুনরায় উত্থিত হইবার সম্ভবনা আছে, অতএব মান্ত্রিকের নিকটে থাকার প্রয়োজন আছে॥”৯৮॥

অনন্তর কুটিলা ও জটিলা উভয়েই বলিলেন—“আচ্ছা, তাহাই হউক : হে গার্গি ! মন্ত্রাভিজ্ঞা বিদ্যাবলি অদ্য বলভীর অর্থাৎ ছাদের উপরে কুসুমশয্যায় বধূর সহিত একত্র সুখে শয়ন করুক্” ॥৯৯॥

এই প্রকারে বিলাস-রসিক শ্রীরাধাকৃষ্ণ—সুরত-সিন্ধুর সুচারু হিল্লোলে নানাবিধ খেলন-কলা কৌশল বিদ্যা প্রকাশ

চতুর্থং কুতূহলম্ ।

১। রাধা কদাচিদতি মানবতী বভূব তাং
ন প্রসাদয়িতুমৈষ্ট হরিঃ প্রসহ্য ।
সামাদিভি র্বহুবিধৈ র্বিতবৈ রুপায়ৈঃ
কৌন্দ্যা সহাথ কিমপি প্রততান মন্ত্রম্ ॥

২। ভূষাম্বরাদি পরিধায় বিধায় নারী-
বেশং বিকস্বর পিক-স্বর-মঞ্জু-কণ্ঠঃ ।
সার্দ্ধং তয়া মৃদুরণন্মণি-নূপুরাভ্যাম্-
পদ্ভ্যাং জগাম জটিলা-নিলয়ং নিলীয় ॥

করিলেন। আর সেই প্রেমসাগরের কৌতুকরূপ মহাতরঙ্গপূর্ণ রঙ্গমঞ্চে সখীগণ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—তাঁহারা সেই নৃত্য হইতে বিরত হইলেন না ॥১০০॥

ইতি তৃতীয় কুতূহল ॥৩॥

চতুর্থ কুতূহল।

একদিন শ্রীরাধা মহা মানবতী হইলেন ; শ্রীহরি সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড বহুবিধ উপায় রাজি অবলম্বন করিয়াও কোন প্রকারে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলেন না—তখন কুন্দলতার সহিত নিভৃতে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥১॥

তদনন্তর তিনি বসন ভূষণাদি পরিধান পূর্ব্বক নারীবেশে সজ্জিত হইলেন ; সুন্দর পিকবিনিন্দিত মঞ্জু বা মনোজ্ঞ কণ্ঠে কথা

৩। আরাদ্বিলোক্য সহসা সহসা সহালিঃ
সৌন্দর্য্য-বিস্মিতমনা অবদন্মৃগাক্ষী।
এহ্যেহি কুন্দলতিকে! বদ বৃত্তমাশু
কিং হেতুকং গমনমেতদভূদকস্মাৎ॥

৪। কেয়ং কুতঃ কিমভিধানবতীতি পৃষ্টা
শ্রীরাধয়াবদদিমাং প্রতি কুন্দবল্লী।
নাম্না কলাবলি রিয়ং মথুরা প্রদেশা-
দত্রাগতা শ্রুতভবদ্গুণ-নামকীর্ত্তিঃ॥

বলিতেছেন এবং শ্রীচরণযুগলে মণিনুপুর মৃদু মধুর বাজিতেছে—এই ভাবে কুন্দলতার সহিত জটিলার গৃহাভিমুখে গোপনে যাত্রা করিলেন॥২॥

দূরহইতে কুন্দলতার সঙ্গে অপরূপ রূপলাবণ্যবতী তাঁহাকে সহসা দেখিয়া আলিগণের সহিত সেই হাস্য বদনা হরিণ-নয়না শ্রীরাধার মন বিস্মিত হইল এবং কুন্দলতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এস, এস কুন্দলতে! শীঘ্র বল দেখি অদ্য অকস্মাৎ কিজন্য আসিয়াছ?"৩॥

"ওহে তোমার সঙ্গিনী এ রমণী কে? কোথা হইতে আসিয়াছে? ইহার নাম বা কি?" শ্রীরাধা এই প্রশ্ন করিলে কুন্দলতা বলিলেন—"হে রাধে! ইহার নাম **কলাবলি**। তোমার নাম, গুণ, কীর্ত্তি প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া মথুরা হইতে এখানে আসিয়াছেন। "সঙ্গীত বিদ্যায় ইনি বৃহস্পতিকে ও পরাভব

৫। গানৈ র্গিরাং গুরুমপি প্রভবেদ্বিজেতুং
কিম্বাচ্যমেতদবগচ্ছত গাপয়িত্বা।
কস্মাদশিক্ষদিয়তীময়ি! গান-বিদ্যাং
সাক্ষাৎ পুরন্দর-গুরোঃ ক্ব নু তৎপ্রসঙ্গঃ॥

৬। সত্রং যদাঙ্গিরসমত্র বরাঙ্গি! বৃষ্ণি-
পুর্য্যাং ব্যতন্বত নু মাথুর বিপ্রবর্য্যাঃ।
তত্রৈব সোঽমর-পুরাৎ সহসৈত্য মাসং
বাসং বিধায় পরমাদৃত আননন্দ॥

৭। মধ্যে সতাং সহি কদাচিদগায়দেবং
গীতং যদেতদদধাদিয়মালি! সদ্যঃ।

করিতে পারেন ; অধিক কি বলিব—তুমি ইহাদ্বারা গানকরাইয়া স্বয়ংই এই বিষয়ে অবগত হও।” শ্রীরাধা বলিলেন—“সখি কুন্দলতে! ইনি এই গানবিদ্যা কাহার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন?” কুন্দলতা বলিলেন—“পুরন্দরের গুরু বৃহস্পতির নিকট শ্রীরাধা—ইনি তাঁহার দর্শন পাইলেন কি প্রকারে?”৪-৫॥

কুন্দলতা বলিলেন—“হে বরাঙ্গি রাধে! মাথুর বিপ্রগণ যে এক সুমহান্ আঙ্গিরস সত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছেন—সেই যজ্ঞেই বৃহস্পতি সুরলোক হইতে মথুরায় উপস্থিত হইয়া একমাস কাল পরমাদৃত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন ॥৬॥

“হে সখি রাধে! সেই সময় একদিন সজ্জন-সভায় বৃহস্পতি একটি গান করিয়াছেন—অহো। এই মেধাবতী বা

মেধাবতী তদপরেদ্যু রহো জগৌ তৎ
তেন স্বরেণ বত তৈরপি তালতানৈঃ ॥

৮। শ্রুত্বা বৃহস্পতি রহো মম গীতমারাৎ
কা গায়তীতি বহু বিস্ময়বানবাদীৎ।
মর্ত্ত্যোঽপ্যশিক্ষদয়ি মৎ-সকৃদুক্তিতো যদ্
দুর্গং দ্যুগানমপি বিপ্র! তদানয়ৈতাম্॥

৯। বিপ্রাদেশমবাপ্য গীষ্পতিপুরো যাতামিমাং সোঽব্রবীৎ
ত্বামধ্যাপয়িতাঽস্মি ধীমতি! পরং গান্ধর্ববিদ্যামহম্।
মেধা তেঽনুপমা পিকালিবিজয়ী কণ্ঠো যথা দৃশ্যতে
নৈবেদৃঙ্‌, মনুজেষু লব্ধ-জনুষাং নো কিন্নরীণামপি ॥

কলাবলি সেই দুরূহ গীতটি সদ্যই ধারণা করিয়া পরদিন ঐ গীতই সেই স্বরে ও সেই তালমানে গান করিতেছিলেন ॥৭॥

"বৃহস্পতি ইহার ঐ গীতটি শুনিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া একজন মাথুর ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন—অহো! আমার গীতটিই নিকটে কোন্ রমণী গান করিতেছে হে? এইনারী মর্ত্তালোকবাসিনী হইয়াও দুর্গম স্বর্গীয় গানও একবার আমার মুখে শুনিয়াই শিক্ষা করিয়াছে—অতএব, হে বিপ্র! ইহাকে আমার নিকট আনয়ন কর ত ॥৮॥

বৃহস্পতির আদেশ অনুসারে সেই বিপ্র ইঁহাকে তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করিলে তিনি বলিলেন—"হে ধীমতি! আমি তোমাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গান্ধর্ববিদ্যা অধ্যয়ন করাইব যেহেতু তোমার

১০। অধাপ্য মাসমিহ বর্ষমপি স্বয়ং স্ব-
নীতামপাঠয়দিমামিয়মাশ্বিনান্তে।
প্রাপ্যাবনীং মধু-পুরীমগমদ্ ব্রজে হ্যঃ
সায়ং তথাদ্য তু তবাগ্রতঃ আগতাঽভূৎ ॥

১১ তদ্ গীয়তাং কিমপি ভাবিনি কং নু রাগং
গায়ানি মালবহিম প্রণয় প্রদোষে।
কম্বা স্বরং সুমুখি! ষড়জমথ শ্রুতিম্বা
কাং তস্য বচ্মি চতস্থিতি চাদিশ ত্বম্ ॥

মেধা অনুপমা এবং কণ্ঠও পিক বা কোকিল কুলবিজয়ী ; অহো! এতাদৃশ মেধা ও কণ্ঠ মনুষ্যলোকে হয়না—অধিক কি, কিন্নরীদের পর্য্যন্ত ঐ প্রকার দেখা যায় না" ॥৯॥

বৃহস্পতি একমাস কাল মধুপুরীতে ইঁহাকে সঙ্গীত শিক্ষা দেন, তৎপরে স্বর্গে নিয়াও ইঁহাকে এক বৎসর কাল পড়াইয়াছেন। ইনি আশ্বিন মাসের শেষে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া গতকল্য মধুপুরীতে ছিলেন, অদ্য সায়ংকালে ব্রজে তোমার নিকট আসিয়াছেন" ॥১০॥

সকল কথা শুনিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—"হে ভাবিনি! কিছু ত গান কর" ; কলাবলি জিজ্ঞাসা করিলেন —"হে বৃন্দাবনেশ্বরি! কোন্ রাগে গান করিব?" শ্রীরাধা—প্রদোষে মালব রাগই গান কর" ; কলাবলি জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে সুমুখি! কোন্ স্বর গান করিব"? শ্রীরাধা—"ষড়জ" ; কলাবলি—"হে রাধে ;

১২। কণ্ঠে শ্রুতি ন' তব বাত-কফাদিদোষা-
চ্ছুদ্ধা ভবিষ্যতি কদাপি বিনৈব বীণাম্।
তদ্রাগতাল গমক-স্বর-জাতি-তান-
গ্রামশ্রিয়া মধুরমাতনু গীতমেকম্ ॥

১৩। রাধে ! বিনৈব ভবতীমিহ গানবিদ্যাং
জানন্তি কাঃ কলয়তাঽমিলিতাঃ শ্রুতী স্তাঃ।
প্রোচ্যেত্থমাতনুত কেক্যলিবৃন্দনিন্দি-
তানা ননা তনন রীতি সুরীতি-গানম্ ॥

উহার চারিটী শ্রুতির মধ্যে কোন্ শ্রুতি অবলম্বনে গান করিব, তাহাও আদেশ কর" ॥১১॥

তখন শ্রীরাধা বলিলেন—"হে সুন্দরি! তোমার কণ্ঠে বাতকফাদি দোষবশতঃ শুদ্ধা শ্রুতিতে গান করিতে কখনই পারিবে না—কেবল বীণায় শ্রুতি শুদ্ধরূপে গান হয়; অতএব, তাল গমক, স্বর, জাতি, তান, গ্রাম ইত্যাদির সহিত একটি মধুর গানই শুনাও ॥১২॥

কলাবলি বলিলেন—"হে রাধে! তুমি বিনা ইহ জগতে গানবিদ্যা কে জানে? অতএব অমিলিত শ্রুতিতেই গান করিতেছি —শ্রবণ কর"; এই বলিয়া কলাবলি "তা না না ত ন ন ঋ" প্রভৃতি সুর ধরিয়া ময়ূর বা ভ্রমর বিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে অতি সুন্দর গান ধরিলেন ॥১৩॥

১৪। আদৌ প্রিয়ালি-বিততে নয়নাশ্রু-নদ্যঃ
সস্রু স্ততঃ স্থগিততাং যযু রেব মধ্যে।
অন্ত্যক্ষণে তু করকোপলতামবাপ্য
পেতু ষ্ঠনট্ঠনদিতি ক্ষিতি-পৃষ্ঠ এব॥

১৫। তস্যাঃ কঠোরতর-মানজুষস্তু চিত্ত-
হীরোপলং দ্রবমবাপ যদৈব সদ্যঃ।
সাশ্চর্য্য মাখ্যদয়ি হস্ত! কলাবলে ত্বদ্-
গানং সুধাং সুরপুরস্য তিরস্করোতি॥

১৬। ত্বাদৃগ জনো যদি মমান্তিক এব তিষ্ঠেদ্
ভাগ্যাজ্জনুস্তদখিলং সফলীকরোমি।

সেই গান-রীতি শ্রবণে প্রথমতঃপ্রিয়সখীগণের নয়ন হইতে অশ্রু নিঃসৃত হইয়া নদী প্রবাহের ন্যায় বহিয়া চলিল, মধ্যসময়ে অশ্রু পতন স্থগিত হইল এবং শেষ কালে অশ্রু করকা বা শিলা হইয়া নয়ন হইতে ঠনৎ ঠনৎ শব্দ করিয়াই ক্ষিতিপৃষ্ঠে পড়িতে লাগিল ॥১৪॥

সেই মানময়ী শ্রীরাধার মানসম্বলিত চিত্তরূপ অতি কঠোর হীরক খণ্ডটিও দ্রবীভূত হইয়া গেল ; এজন্য শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"অয়ি দেবি! কলাবলে !! তোমার এই গান সুরলোকের সুধাকেও তিরষ্কার করে॥"১৫॥

"তোমার মত গুণবতী নারী যদি আমার ভাগ্যবশতঃ আমার নিকটেই থাকে, তাহা হইলে আমার এই সমগ্র জীবনটা

নন্দাত্মজো যদি পুনঃ শৃণুয়াদ্ গুণস্তে
কণ্ঠাদ্ বহি র্ন হি করোতি তদা কদাপি ॥

১৭। অত্রাত কুন্দলতিকা ন বদৈতদেতাং
সাধ্বীং ত্বমেব নিজকণ্ঠতটীং নয়ৈনাম্ ।
নৈবান্যথা কুরু ততস্তু পরার্দ্ধ নিষ্কং
দিৎসুঃ সুখেন পরিরব্ধু মিয়েষ রাধা ॥

১৮। কর্ণে ললাগ ললিতাঽথ বিমৃশ্য সুভ্রূ
রূচে ব্রবীষি বরবর্ণিনি সত্যমেতৎ ।
সন্মাননং সমুচিতং নহি নিষ্ক-দানাৎ
স্যাত্তেন সর্ব্ববসনাভরণানি দাস্যে ॥

সফল করিতে পারি ! দেখ হে ! নন্দনন্দন যদি তোমার এই গুণ বা গানবিদ্যা শ্রবণ করেন, তবে কখনও তোমাকে কণ্ঠ হইতে বাহির করিবে না,অর্থাৎ কণ্ঠহার করিয়া সর্ব্বদা ধারণ করিবেন ॥১৬

কুন্দলতা বলিলেন—"হে রাধে ! পরম সাধ্বী কলাবলিকে এতাদৃশ অসদৃশ বচন বলিও না ; তুমিই ইঁহাকে কণ্ঠতটে গ্রহণ কর ; অন্যথা করিও না ।" অনন্তর শ্রীরাধা তাঁহাকে পরার্দ্ধ মূল্যের নিষ্ক অর্থাৎ হার কিম্বা পরার্দ্ধ সুবর্ণমুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে যেমন ইচ্ছা করিয়াছেন, অমনিই ললিতা কাণে কাণে শ্রীরাধাকে একটি গোপনীয় কথা বলিলেন, হে রাধে ! কাহাকে আলিঙ্গন করিতে অভিলাষিণী হইয়াছ ? এই তোমার সেইধৃষ্ট নাগর রমনীবেশে আসিয়াছেন,তখন শ্রীরাধা বলিলেন"হে

১৯। তদ্রূপমঞ্জরি ! মদগ্রত এব যূয়ং
চিত্রাম্বরাণি পরিধাপয়ত প্রযত্নৈঃ ।
উদ্‌ঘাট্য সম্প্রতি পুরাতন-কঞ্চুকং
দ্রাঙ্, নব্যং সমর্পয়ত তুঙ্গ-কুচদ্বয়েঽস্যাঃ ॥

২০। কৌন্দ্যব্রবীৎ সুমুখি ! নোদ্‌ঘটয়াঙ্গমস্যাঃ
সঙ্কোচমাপ্স্যতি পরং ভবদগ্র এষা ।
তদ্দেহি যদ্ যদয়ি দিৎসসি সর্ব্বমেতদ্
গত্বা স্বধাম পরিধাস্যতি ন ত্বিহৈব ॥

সখি ললিতে ! হে বরবর্ণিনি ! তুমি বিচার করিয়া সত্যই বলিয়াছ, কেবল পদক দানেই ইঁহার সমুচিত সম্মান করা হয় না, অতএব সকল প্রকার বসন ভূষণই দান করিব ॥১৭-১৮॥

তৎপরে শ্রীরূপমঞ্জরীকে বলিলেন—"হে রূপমঞ্জরি ! আমার সম্মুখেই তোমরা ইঁহাকে প্রযত্ন সহকারে চিত্র বিচিত্র বসনাদি পরিধান করাও ত, পুরাতন কঞ্চুকটি খুলিয়া ইঁহার তুঙ্গ কুচযুগলে শীঘ্র নবীন কঞ্চুক পরিধান করাও দেখি ॥১৯॥

কুন্দলতা বলিলেন—"হে সুমুখি ! রাধে ! ইঁহার অঙ্গ উদ্‌ঘাটন করাইও না ; তাহাতে এই নবীনা রমণী তোমার অগ্রে অতিশয় সঙ্কুচিতা হইবেন ; অতএব তোমার ইঁহাকে যাহা যাহা প্রদান করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা প্রদান কর, ইনি নিজগৃহে গিয়া পরিধান করিবেন, কিন্তু এইস্থানে পরিধান করিবেননা ॥২০

২১। ন স্ত্রীসদস্যপি ভিয়ং কুরুতে হ্রিয়ঞ্চ
স্ত্রীতি প্রসিদ্ধিরধিকা সখি ! সর্ব্বদেশে।
আনন্দ-বর্ত্মনি কথং ন যিযাসসি ত্বং
সঙ্কোচ-কণ্টকমিহার্পয়সি স্বয়ং কিম্ ?॥

২২। রাধে ! ন মাল্য-বসনাভরণাদি কিঞ্চি—
দঙ্গীকরোমি কিমু গায়ক কন্যকাহম্ ?
ত্বঞ্চেৎ প্রসীদসি সকৃৎ পরিরম্ভমেকং
দেহ্যেহি মাং ন ধনগৃধ্নুমবেহি মুগ্ধে॥

২৩। বাম্যং কিমত্র কুরুষে পরিধেহি সাধু
নোচেদ্ বলাদপি বয়ং পরিধাপয়ামঃ।

শ্রীরাধা বলিলেন— "সখি কলাবলি ! স্ত্রীসভায় স্ত্রীজাতি কখনই ভয় বা লজ্জা করে না—ইহা সর্ব্বদেশে অধিক প্রসিদ্ধ আছে। তুমি আনন্দ পথের অনুসরণ না করিয়া স্বয়ং কেন তাহাতে কণ্টক অর্পণ করিতেছ—বলত ॥২১॥

কলাবতী বলিলেন—"হে রাধে ! আমি মাল্য বসন ও আভরণ কিছুই গ্রহণ করিব না—হে মুগ্ধে ! আমি ত আর গায়ক কন্যা নহি তুমি যদি আমার প্রতি প্রসন্নই হইয়া থাক,তবে একবার মাত্র একটি পরিরম্ভণই দান কর—এস আমার নিকটে আস—আমাকে ধনলুব্ধা মনে করিও না ॥২২॥

শ্রীরাধিকা বলিলেন—"হে সখি ! কেন বাম্য করিতেছ ? বসনভূষণ ভালভাবে পরিধান কর—ইহাতে অসম্মত হইলে কিন্তু

একা ত্বমত্র শতশো বয়মিত্যতস্তে
স্বাতন্ত্র্য মস্তু কথমিত্যবধেহি মুগ্ধে ॥

২৪। দ্বে স্কন্ধয়ো র্দধতুরঞ্চল মগ্রতোঽস্যাঃ
পৃষ্ঠে ব্যমোচয়ত কঞ্চুকবন্ধমেকা।
বক্ষঃস্থলাদপততাং সুবৃহৎ কদম্ব-
পুষ্পে তদা সপদি কর্ত্তিতকিঞ্চিদংশে ॥

২৫। কিং হন্ত কিং পতিতমেতদয়ীতি পৃষ্টা
দাস্যোঽখিলা জহসুরেব সহস্ত-তালম্।

আমরা বলপূর্ব্বকই তোমাকে পরিধান করাইব। দেখ—তুমি একাকিনী, আর আমরা শত শত জন আছি ; অতএব হে মুগ্ধে! আমাদের সম্মুখে তোমার স্বাতন্ত্র্য থাকিবেই না—এখনও সাবধান হও, বলিতেছি ॥২৩॥

কলাবলীকে এই কথা বলিয়াই শ্রীরাধা সখীগণকে কঞ্চুক পরাইতে আজ্ঞা দিলেন। তখন দুইজন সখী ইঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্কন্ধের দুই পার্শ্বের অঞ্চল ধারণ করিলেন এবং এক-জন পৃষ্ঠদেশে কঞ্চুলিকা-বন্ধন মোচন করিলেন—অমনিই বক্ষঃস্থল হইতে সুবৃহৎ দুইটি কদম্ব কুসুম ভূমিতে পতিত হইল—ঐ পুষ্প দুইটির একদিকে একটু কর্ত্তিত ছিল ॥২৪॥

শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হায়! হায়! ইহা কি পড়িল হে?"—এই প্রশ্ন শুনিয়াই শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি দাসী সকল হাতে তালি দিয়া হাসিতে হাসিতে লজ্জায় অবগুণ্ঠন দ্বারা

লব্ধাবগুণ্ঠনপটী যদি জিহ্রতি স্ম
পৃষ্ঠীচকার তমথো বৃষভানুপুত্রী ॥

২৬। আলীকুলস্য সুদৃঢ়াবর এব বক্তে
বস্ত্রাবৃতোঽপ্যজনি সস্বন এব হাসঃ।
রাধাঽপ্যধান্নিভৃতমস্বনমেব হাস্যং
কৃষ্ণশ্চ কুন্দলতিকা চ জহাস পশ্চাৎ ॥

২৭। মূর্ত্তো হাস্যরসো মুহূর্ত্তমভবৎ স্বাদ্য স্ততঃ প্রোচিরে
সখ্যো হন্ত ! বৃহৎ কদম্বকুসুমে ধন্যে যুবাং ভূতলে।
ধূর্ত্ত প্রাপিত-কৈতবে অপি পুন র্নিষ্কৈতবে অন্ততো
ভূত্বা হাস্যরসামৃতাব্ধিমনু যে সর্ব্বা নিধত্তঃ স্ম নঃ ॥

মুখচন্দ্র আবৃত করিলে বৃষভানুদুলালী বিমুখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পশ্চাদ্‌ভাগে রাখিয়া উপবেশন করিলেন ॥২৫॥

তখন শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যাপার দর্শনে সখীগণ হাস্যনিবারণের জন্য নিজ নিজ বদন বস্ত্রদ্বারা চাপিয়া রাখিলেও সশব্দ হাস্যধ্বনি হইতে লাগিল। শ্রীরাধাও নিভৃতভাবে নিঃশব্দে হঁসিতে লাগিলেন, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ এবং কুন্দলতাও হঁাসিয়া ফেলিলেন ॥২৬॥

তখন সেইস্থলে মুহূর্ত্তকালের জন্য হাস্যরস যেন মূর্ত্তিমান হইয়া আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর সখীগণ কদম্ব কুসুমদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে বৃহৎ কদম্ব কুসুম যুগল ! এই ভূমণ্ডলে তোমরাই ধন্য ; তোমরা স্বভাবতঃই কৈতব শূন্য হইয়াও এই ধূর্ত্তকর্ত্তৃক কৈতবযুক্ত হইয়াছিলে অর্থাৎ বৃক্ষের কুসুম তোমরা ত আর ধূর্ত্ততা জান না—কিন্তু এই ধূর্ত্তের হাতে

২৮। ভো ভোঃ কুন্দলতে ! ক্ব তে সহচরী লজ্জা ন সা দৃশ্যতে
পাতালস্থ তলে মমজ্জ সলিলে সা কুন্দবল্ল্যা সহ ।
তচ্ছায়ৈব ভবামি হন্ত বিগতচ্ছায়াযাত্র বঃ কিং ব্রুবে
তদ্ যুষ্মদ্-বদনেষু নৃত্যতু গিরাং দেবী যথেষ্টং মুহুঃ ॥
২৯। প্রেমা গীষ্পতি-শিষ্যয়া সহ সদা সৎসঙ্গ আজন্মতো
মিথ্যা বাঙ্ নহি জিহ্বয়া পরিচিতা সাধ্বীঃস্বধর্ম্মং মুহুঃ।

পড়িয়া তোমরাও রমণীর কুচযুগলরূপে দৃষ্ট হইয়া প্রথমতঃ নিজ ধূর্ত্ততাই প্রকট করিয়াছিলে,কিন্তু শেষকালে আবার নিজ ধূর্ত্ততা-রাহিত্য প্রতিপাদন করিয়া আমাদের সকলকে হাস্যরসামৃত সমুদ্রে নিমজ্জন করিয়াছ ॥২৭॥

পরে তাঁহারা কুন্দলতাকে বলিলেন— "ভো ! ভো ! কুন্দলতে ! তোমার সহচরী লজ্জা কোথায় গেল ?" কুন্দলতা বলিলেন—"পাতাল তলে জলমধ্যে উহা কুন্দলতার সহিত নিমগ্না হইয়াছে—তাহাকে আর দেখিতে পাইবে না ॥" সখীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—যদি কুন্দলতা নিজসখী লজ্জার সহিত ডুবিয়াই মরিয়া থাকে, তবে তুমি কে ?" কুন্দলতা বলিলেন—"ওগো ! আমি তাহার ছায়া মাত্র । সখীগণ বলিলেন—"তবে তোমাকে বিগত ছায়া বা কান্তিহীন দেখিতেছি কেন ?" কুন্দলতা—"তাহা আর কি বলিব তোমাদের বদনে বাগ্দেবী মুহুর্মুহু যথেষ্ট নৃত্য করুন ২৮.

ললিতা বলিলেন—"হে কুন্দলতে ! বৃহস্পতি-শিষ্যার সহিত প্রেম এবং এই সৎসঙ্গে জন্মাবধি সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হইয়াছ,

অধ্যাপ্যাতনু কর্ম্ম কারয়সি তে খ্যাতি র্ব্রজে ভূয়সী
নাদ্যাঽভূত্তব বাঞ্ছিতং যদিয়তী কাপি ব্যথা সহ্যতাম্ ॥

৩০। আনীতা বিবিধপ্রযত্ন-রচিতা বিদ্যাঽতিদূরাদ্ গুরো
র্বিক্রেতুং সুধিয়া ত্বয়াঽদ্য রভসাদালীসদস্যাপণে।
বিক্রীতা নহি সাভবৎ পুন রহো হাস্যাস্পদীভূততাং
প্রাপ্তা দ্রাগশুভক্ষণঃ স হি যদায়াতং ভবত্যামিহ ॥

৩১। অত্রাপণে দ্রুতমিমাং ললিতেঽদ্য বিদ্যাং
বিক্রীয় বাঞ্ছিতমহং যদি সাধয়িষ্যে।

মিথ্যাবাক্যের সহিত তোমার জিহ্বার ত পরিচয় নাই ! তুমি সাধ্বীগণে স্বধর্ম্ম অধ্যাপনা করিয়া অতনুকর্ম্ম বা সুমহান কার্য্য, পক্ষে মদন-বিকার করাইয়া থাক—এই প্রশংসা ত তোমার ব্রজে ভূয়োভূয়ই শুনা যায় ; অদ্য ত তোমার বাঞ্ছিত আর পূরণ হইল না ; অতএব এতাদৃশ দারুণ ব্যথাই সহিতে হইল ॥২৯॥

"সখি কুন্দলতে ! আজ সুবুদ্ধি তুমি আমাদের সখীসভা রূপ এই আপণে বা হাটে অতি দূর হইতে শ্রীগুরুলব্ধ ও বিবিধ প্রযত্ন রচিত বিদ্যা বিক্রয় করিতে সদর্পে আসিয়াছিলে, হায় ! হায় !! তোমাদের সেই বিদ্যা ত বিক্রিত হইল না, অধিকন্তু তোমরা শীঘ্রই হাস্যাস্পদই হইয়াছ !! অহো ! আজ তোমরা কি অশুভক্ষণেই এখানে আসিয়াছিলে গো ॥৩০॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে ললিতে ! আমি যদি এই আপণে (হাটে) শীঘ্র এই বিদ্যা বিক্রয় করিয়া বাঞ্ছিত সাধন করিতে

তৎ কঞ্চুকীং বিতরসীহ ন চেদ্দদামি
তুভ্যং স্বকঞ্চুকমহং ক্রিয়তাং পণোঽয়ম্ ॥

৩২। শুষ্কং প্রসূনময়ি কোরকতাং ন গচ্ছেৎ
প্রাণে গতে ন খলু চেষ্টত এব দেহঃ।
দম্ভী কথং বিদিত-তত্ত্ব উপৈতি পূজাং
স্বামিন্ ! মৃষা প্রতিভয়া ন মলং প্রযাহি ॥

৩৩। কৃষ্ণঃ স্ববক্ষসি পুন কুসুমদ্বয়ং তদ্
ধৃত্বা জগাম জটিলা-গৃহমেব সদ্যঃ।
সোচ্চৈঃস্বরং ভুবি নিপত্য তথা রুরোদ
যেনাকুলৈব জটিলা মুহুরাপ খেদম্ ॥

পারি, তবে ঐ কঞ্চুকখানা আমাকে দিতে হইবে—তাহা না হইলে আমার কঞ্চুক তোমাকেই দিব—এই পন কর দেখি ॥৩১॥

ললিতা বলিলেন—"অয়ি ! শঠেন্দ্র ! শুষ্ক কুসুম কি কখন কোরকতা প্রাপ্ত হয় ? প্রাণ ত্যাগ হইলে দেহ কি কখনও কোন কার্য্য সাধন করিতে পারে ? দাম্ভিক ব্যক্তির তত্ত্ব অবগত হইলে কেহ কি আর তাহার পূজা করে ? হে স্বামিন্ ! মিথ্যা প্রতিভা দ্বারা কলঙ্কভাগী যেন না হয়েন" ॥৩২॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পতিত কুসুমদ্বয় উঠাইয়া নিজবক্ষে ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ জটিলার গৃহে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া ভুমিতলে নিপতিত হইয়া এমন উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগি-

৩৪। কা ত্বং,রোদিষি কিং কুতোঽসি,কিমভূত্তে বিপ্রিয়ং পুত্রি তৎ
সর্ব্বং ব্রূহি বিমৃজ্য লোচন জল-ক্লিন্নং মুখাম্ভোরুহম্।
হা হা হন্ত ভবামি ভাগ্যরহিতা ধিঙ্ মে জনু র্ধিক্ তনুং
ধিঙ্ মাং ধিগ্ ধিগিতি প্রবৃদ্ধ-দবথু প্রচেহর্দ্ধমর্দ্ধং বচঃ॥
৩৫। বাসো মে বৃষভানু-ভূপনগরে শ্রীকীর্ত্তিদায়াঃ স্বসুঃ
কন্যাহং সহ রাধয়া সম সদা সংপ্রীতি রাবাল্যতঃ।
আয়াতাঽস্মি চিরাদহং নিজগৃহাত্তাং দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠয়া
সা মাং নৈব বিলোকতে ন বদতি প্রেম্না ন চালিঙ্গতি॥

লেন যে জটিলা ব্যাকুলা হইয়াই মুহুর্মুহু খেদ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩৩॥

"হে বৎসে! তুমি কে? কিজন্য তুমি রোদন করিতেছ? কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমার কি অহিতাচরণ হইয়াছে—এই সকল কথা আমাকে বল দেখি! নয়নজলে অভিষিক্ত মুখ-কমল মার্জ্জন করিয়া সব কথা বল।" তখন কলাবলি বলিলেন—"হে আর্য্যে! হায়! হায়! আমি ভাগ্যরহিতা! আমার জন্মে ধিক্! আমার দেহকে ধিক!! আমাকে শত ধিক্!" এই কথা অর্দ্ধ অর্দ্ধ অস্ফুট স্বরে মহাকম্পান্বিত কলেবরে বলিলেন।।৩৪।।

"হে আর্য্যে! আমার বাস বৃষভানু রাজার নগরে, আমি কীর্ত্তিদার ভগিনীর কন্যা—রাধার সহিত বাল্যকাল হইতেই আমার সংপ্রীতি রহিয়াছে। আমি বহুদিন পরে নিজগৃহ হইতে উৎকণ্ঠিতা হইয়া তাহাকে দর্শন করিতে আসিলাম—রাধা কিন্তু

৩৬। মাং দৃষ্ট্বা স্ময়তে ন নৈব কুশল-প্রশ্নং করোত্যাদরাৎ
তৎ প্রাণৈ র্মম কিং প্রয়োজনমিমাং স্তক্ষ্যাম্যহং ত্বৎপুরঃ ।
আর্য্যে ! ত্বং বিমৃশাবধারয় কদা কো মেঽপরাধোঽভবৎ
তাং ত্বং পৃচ্ছ মুহুঃ প্রদায় শপথং সা মে কথং কুপ্যতি ॥
৩৭। বৎসে ! সমাশ্বসিহি কোঽপি ন তেঽপরাধো
গচ্ছামি সর্ব্বমধুনৈব সমাদধামি ।
তাং স্নেহয়ামি ভবতীং পরিরম্ভয়ামি
সংলাপয়ামি রজনীং সহ শায়য়ামি ।

আমার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিল না, বা প্রেমভরে একবার আলিঙ্গনও করিল না ॥৩৫॥

"আমাকে দেখিয়া একবার মৃদু হাস্যও করিল না, আদর করিয়া একবার কুশল প্রশ্নও করিল না ; অতএব আমার এই প্রাণধারণে কি প্রয়োজন ! আমি তোমার সম্মুখে তনুত্যাগ করিতেছি ! হে আর্য্যে ! তুমি বিচার পূর্ব্বক অবধারণ কর— আমার কোনও দিন শ্রীরাধার নিকট কি কোন অপরাধ হইয়াছে ? মুহুর্মুহু শপথ দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি—সে কেন আমার প্রতি কোপ করিতেছে ॥৩৬॥

জটিলা কলাবলির এতাদৃশ করুণ আর্ত্তিবাণী শ্রবণে বলিলেন—"হে বৎসে ! তুমি আশ্বস্তা হও, তোমার কোনই অপরাধ নাই, এখনই আমি যাইতেছি ও সকল সমাধান করিতেছি ; যাহাতে তোমাকে রাধা স্নেহ করে আমি তাহার ব্যবস্থা করিব—

৩৮। ইত্যুক্ত্বা সহসা স্নুষালয়মগাদ্ দৃষ্ট্বালিপালীঃ পুরঃ
প্রাবোচল্ললিতে ! কিমীদৃগভবদ্ বধ্বাঃ স্বভাবোঽধুনা।
তস্যাস্তাতপুরাদিয়ং স্বভগিনীং তাং দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠয়ৈ·
রাগাৎ সা কথমত্র সপ্রণয়মাশ্বেনাং ন সম্ভাষতে ॥

৩৯। পশ্যৈষা নয়নাশ্রুসিক্তসিচয়া খিন্নাঽস্মদন্ত র্মহা
কারুণ্যং জনয়ত্যতঃ সুচরিতে ! সাদ্গুণ্যপূর্ণে স্নুষে।
এনাং সাধু পরিষ্বজস্ব কুশলং পৃচ্ছ প্রিয়ং কিঞ্চন
ব্রূহ্যস্যা হৃদয়ব্যথাপসরতু প্রীণীহি মাং প্রীণয় ॥

তোমাকে রাধাদ্বারা আলিঙ্গন করাইব—তোমার সহিত তাহার আলাপ করাইব, আর অদ্য রজনীতে দুইজনকে একত্র শয়ন করাইব" ॥৩৭॥

ইহা বলিয়া জটিলা সহসা নিজ বধূর গৃহে গমন করিলেন— সখীগণকে সম্মুখেই দেখিতে পাইয়া ললিতাকে বলিলেন—"হে ললিতে ! অধুনা বধূর একি বিষম স্বভাব হইল ? তাহার পিতার নগর হইতে তাহার নিজ ভগিনী তাহাকে দর্শন করিতে উৎকণ্ঠার সহিত আসিয়াছে ! বধূ প্রণয় সহকারে ইহার সহিত সম্ভাষণ করিতেছে না কেন ॥৩৮॥

জটিলা তখন শ্রীরাধাকে বলিলেন—"হে সুচরিতে ! হে সদ্গুণ পূর্ণে ! হে স্নুষে !! ঐ দেখত উহার নয়নজলে বসন ভিজিতেছে—উহাকে খেদ করিতে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে মহা করুণা উদিত হইয়াছে। ইহাকে ভালরূপে আলিঙ্গন কর,

৪০। আর্য্যে ! যাহি গৃহং যথাঽঽদিশসি তৎ কুর্ব্বে সুখেনাধুনা
শেষ্বৈ তাবতি বালিকা-জন-বৃথা-বাদে স্বয়ং মাপত।
বালাল্যঃ সদৃশোঽল্পবুদ্ধিবয়সোঽভীক্ষ্ণপ্রসাক্রুধ
স্তাসু ত্বাদৃগপারবুদ্ধি রতুলা প্রমাণিকী কিং পতেৎ ॥

৪১। উত্তিষ্ঠ মা বদ পরং মম মূর্দ্ধ্ন এব
দত্তো ময়া শপথ স্বাশু গলে গৃহাণ।
আত্মস্বসারমনয়া সহ ভুঙ্ক্ষ্ব শেষ
মা ভিন্ধি মে গুরুজনস্য নিদেশমেতৎ ॥

কুশল জিজ্ঞাসা কর, কিছু প্রিয়বচন বল, উহার হৃদয়-ব্যথা অপসারিত হউক, উহাকে পূর্ব্ববৎ আনন্দ দানকর এবং আমাকেও সন্তুষ্ট কর ॥৩৯॥

শ্রীরাধা বলিলেন—"হে আর্য্য ! তুমি গৃহে গমন কর, তোমার আদেশ অনুসারে আমি কার্য্য করিতেছি ; এক্ষণে তুমি সুখে শয়ন কর—বালিকাগণের বৃথা বাদ বিবাদে তুমি যেন যোগ দিও না ! বালসখীগণ সকলেই সমান—ইহাদের বয়স যেমন অল্প, বুদ্ধিও তেমন অল্প, ক্ষণে ক্ষণে ইহাদের প্রসন্নতা ও ক্রোধ হইয়া থাকে, অতএব তাহাদের মধ্যে তোমার মত অপার বুদ্ধিশীলা প্রামাণিকীদিগের আগমন করা কি যুক্তিযুক্ত ॥৪০॥

জটিলা বলিলেন—"হে স্নুষে ! উত্থান কর, ইহার পর আর কোনও কথা কহিও না, আমার মাথার শপথ দিলাম। শীঘ্রই নিজ ভগিনীকে কণ্ঠে গ্রহণ কর, উহার সহিত একত্র

৪২। আর্য্যে ! সপ্রৌঢ়ি মামাদিশাসি যদিততো বচ্মি সত্যংযদেষা
প্রাবোচৎ কুন্দবল্লীং কটুতরমধিকং দুঃসহং তেন কোপাৎ।
নাস্যাঃ বক্ত্ৰং বিলোকে যদি পুনরধুনা সেয়মস্যাং প্রসীদেৎ
তর্হ্যেবাহং প্রসন্না দিশসি যদখিলং তৎ করোম্যেব বাঢ়ম্ ॥

৪৩। আর্য্যে ! বক্তি মৃষা স্নুষা তব ন মামেষা কটু ব্যাহরন্
নাপ্যস্যৈ কুপিতাঽস্মি তাং প্রতি ততঃপ্রোবাচ রাধা স্ফুটম্।
কিং মিথ্যা বদসীহ কুপ্যসি ন চেদস্যৈ প্রসীদস্থলং
কণ্ঠগ্রাহমিমং ত্বয়াদ্য রভসাদালিঙ্গ্যতামগ্রতঃ ॥

ভোজন কর ও শয়ন কর ; আমি ত তোমার গুরুজন, আমার এই বাক্য লঙ্ঘন করিও না ॥৪১॥

তখন শ্রীরাধা বলিলেন—"হে আর্য্য ! তুমি যখন আমাকে প্রৌঢ়ি বা হঠতার সহিত আদেশ করিতেছ, তখন আমিও সত্য কথাই বলিতেছি। এই নারী কুন্দলতাকে অতিশয় কটুতর বচন বলিয়াছে, তন্নিমিত্ত রোষ বশতঃ ইহার বদন আমি অবলোকন করিব না। কিন্তু এখন যদি ইনি কুন্দলতার প্রতি প্রসন্না হয়েন তাহা হইলে আমিও প্রসন্ন মনে তুমি যাহা আদেশ করিলে তাহা প্রতিপালন করিতে পারিব ॥৪২॥

কুন্দলতা বলিলেন—"হে আর্যে ! তোমার বধূ মিথ্যা বলিতেছে, ইনি আমাকে কটুবাক্য বলেন নাই ; আমিও ইহার প্রতি কোপ করি নাই।" এখন কুন্দলতাকে শ্রীরাধা স্পষ্টতঃই বলিলেন—"তুমি কেন আর্য্যার নিকট মিথ্যা বলিতেছ হে ? যদি

৪৪। তূষ্ণীং স্থিতাং সপদি কুন্দলতাং বিলোক্য
প্রাহ স্ম সপ্রতিভমেব তদা মৃগাক্ষী।
আর্য্যে! পরামৃশ চিরং কতরাব্রবীন্নৌ
মিথ্যেতি তাং পরিভবস্ব বিধেহি পাত্রীম্ ॥

৪৫। এতাং যদত্র ন পরিষ্বজতে সহর্ষং
তৎ কোপলিঙ্গমিহ কঃ খলু সংশয় স্যাৎ।
বৃন্দাঽবদন্মম বধূ রিহ বক্তি সত্য-
মন্তঃ প্রসীদতি ন কুন্দলতা যদস্যাম্ ।।

৪৬। যেন প্রসীদসি তদেব করোমি কৌন্দি
মান্যাঽস্মি তেঽস্য রচিতাঽঞ্জলি রস্মি তুভ্যম্।

ইহার প্রতি কোন কোপ নাই থাকে এবং তুমি সুপ্রসন্নাই হইয়া থাক, তবে আমাদের সম্মুখে কণ্ঠ ধারণ করিয়া ইহাঁকে আলিঙ্গন কর ত দেখি।।৪৩।।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুন্দলতা নীরব থাকিলে তখন মৃগনয়না শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ জটিলাকে প্রতিভার সহিত বলিলেন— "হে আর্য্যে! এখন বিচার কর ত—আমাদের দুইজনের মধ্যে কে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। এক্ষণে তাহাকেই তিরস্কার কর॥৪৪॥

"যখন কুন্দলতা এই রমণীকে সহর্ষে আলিঙ্গন করিল না, ইহাই যে বিশেষ কোপচিহ্ন, তাহাতে কি আর সংশয় আছে?" তখন বৃন্দা বলিলেন—"আমার বধূই সত্য বলিতেছে কুন্দলতা ইহার দোষ ক্ষমা করিয়া ইহাকে প্রসাদ করিতেছ না॥৪৫॥

বীক্ষ্যৈব মন্মুখমিমাং পরিরব্ধুমেসি
নাতঃ পরং বদ হ হা শপথো মমাত্র ॥

৪৭। আর্য্যা দদাতি শপথং ন বিভেষ্যতোঽপি
কা ধীরিয়ং তব তদেহি পরিষ্বজস্ব ।
ইত্যালয়শ্চ জটিলা-কুটিলে চ ধৃত্বৈ-
বালিঙ্গয়ন্ বত মিতো হরিকুন্দবল্ল্যৌ ॥

৪৮। বৃদ্ধা তদা কিল ন ভেদভবিষ্যদারা
দালীততে হ'সরসো ন বিরামমৈষ্যৎ ।

'হে কুন্দলতে ! তুমি যাহাতে প্রসন্না হও, তাহাই করিতেছি। দেখ আমি তোমাদের মান্যপাত্র, অদ্য তোমার কাছে হাত জোড় করিতেছি ; আমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ইহাকে আলিঙ্গন করিতে আইস, তুমি আর কোন কথা বলিও না ; হায় !! হায় !! ইহাতে আমার মস্তকের শপথ ॥৪৬॥

ইহার পরেও কুন্দলতা নিশ্চেষ্ট থাকিলে সখীগণ বলিলেন —"হে কুন্দলতে ! আর্য্যা শপথ দিতেছেন ! ইহাতেও তোমার ভয় নাই ? এ তোমার কিরূপ বুদ্ধি হে ? আইস ইহাকে পরিরম্ভণ কর ॥" ইহা বলিয়া সকল সখী মিলিয়া এবং জটিলা ও কুটিলা তাঁহাকে ধরিয়াই নিয়া শ্রীহরির সহিত আলিঙ্গন করাইলেন ॥৪৭॥

সেই সময়ে বৃদ্ধা জটিলা যদি নিকটে না থাকিতেন, তবে সখীগণের হাস্যরস আর কিছুতেই বিরাম হইতনা ! তথাপি

তাশ্চেলরুদ্ধবদনা স্তদপি প্রহাসং
নিঃশব্দমেব বিদধুশ্চ দধুশ্চ মোদম্ ॥

৪৯। বৃদ্ধা বধূমথ জগাদ নিজ স্বসারং
ব্রূহি প্রিয়ং পরিরভস্ব চ নির্ব্বিবাদম্ ।
ইত্যাত্মপাণিবিধৃতৌ দ্রুতমেব রাধা-
কৃষ্ণৌ মিথোঽতিপরিরম্ভমবাপয়ন্তৌ ॥

৫০। হর্ষাশ্রুবিন্দু নিকরং নুদতং প্রতিস্ব-
চেলেন ভোঃ সুখয়তঞ্চ মিথো ভগিন্যৌ ।
সম্ভুজ্য কিঞ্চন সুখেন কৃতৈকতল্প-
স্বাপে দৃঢ়প্রণয়তো নয়তং ত্রিযামাম্ ॥

তাঁহারা বসনে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দেই হাসিয়া হাসিয়া মহানন্দ করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

তদনন্তর বৃদ্ধা নিজ বধূকে বলিলেন—"হে স্নুষে! এক্ষনে নিজ ভগিনীকে ত প্রিয় সম্ভাষণ কর, নির্ব্বিবাদে পরিরম্ভণ কর, ইহা বলিয়া শীঘ্রই এক হস্তে শ্রীকৃষ্ণকে এবং অন্য হস্তে শ্রীরাধাকে ধারণ করিয়া উহাদের উভয়কেই মহাপরিরম্ভণ-পাশে আবদ্ধ করাইলেন ॥৪৯॥

বৃদ্ধা পুনরায় দুইজনকে বলিলেন—"হে ভগিনীযুগল! এক্ষণে পরস্পরের আলিঙ্গনে যে হর্ষাশ্রু বিন্দুরাজি বর্ষণ হইতেছে, তাহা তোমরা পরস্পর বসনাঞ্চলদ্বারা দূর কর, পরস্পর সুখানুভব কর। সুখে কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া এক শয্যায় নিদ্রিত হইয়া দৃঢ়া প্রীতির সহিত রাত্রি অতিবাহিত কর ॥৫০॥

৫১। বৃদ্ধা জগাম্ শয়িতুং নিজগেহমারাৎ
কৃষ্ণং প্রগল্ভতরতাং দধদাখ্যদালীঃ।
বিদ্যাং বিগীততমতাং গমিতামপি দ্রাগ্
বিক্রীয় বাঞ্ছিতমবিন্দমতো জিতাঃ স্থ ॥

৫২। ভ্রাতর্বধূ র্যদিহ ভোঃ সমভোজি তস্মাদ-
দ্যৈব বাঞ্ছিতমলম্ভি জয়শ্চ ভূয়ান্।
সেতু র্যদি ত্রুটিত এব তদার্দ্ধভুক্তা
নৈবাস্ত্বিয়ং ভবতু পূর্ণমনোরথৈব ॥

৫৩। ভ্রাত্রাপি শুদ্ধমনসা ভগিনী সুতাপি
পিত্রাহত্র কিং ন পরিরভ্যত এব লোকে।
যুষ্মাকমানখশিখং স্মরভাব এব
তীব্রস্তদাত্মসমমেব জগচ্চ বেত্থ ॥

ইহা বলিয়াই বৃদ্ধা দূরে নিজমন্দিরে শয়ন করিতে চলিলেন তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ অধিকতর প্রগল্ভতার সহিত সখীগণকে বলিলেন-"দেখ হে সখীগণ! আমার যেবিদ্যা বিগীততমতা প্রাপ্ত অর্থাৎ অতিশয় নিন্দার্হ হইয়াছিল তাহাই ঝটিতি বিক্রয় করিয়া বাঞ্ছিত লাভ করিলাম, সুতরাং তোমরা আমার নিকট পরাজিত হইয়াছ ॥৫১॥

ললিতা বলিলেন—"হে নাগররাজ! ভ্রাতৃ-বধূ উপভোগ করিয়া অদ্যই তোমার অভিলষিত লাভ হইয়াছে, আর প্রচুরতর জয়লাভও করিয়াছ, মর্য্যাদা যখন ভঙ্গই হইয়াছে তখন ইঁহাকে আর অর্দ্ধভুক্তা না করিয়া পূর্ণমনোরথাই কর ॥৫২॥

কুন্দলতা বলিলেন—"হে ললিতে! শুদ্ধচিত্ত ভ্রাতা ভগি-

৫৪। ইত্যুক্তবত্যতিরুষেব নিবেগু কুন্দ-
বল্লী বহির্ভবনমেব যদাধ্যতিষ্ঠৎ।
তস্যাঃ প্রসাদন কৃতে নিরগুশ্চ সখ্য—
স্তত্রৈক এব কুসুমেস্বরপাদ্ যুবানৌ ॥

৫৫। সুভ্রূবিভঙ্গ কুটিলাস্য সরোজসীধু
মাদ্যন্মধুব্রতবিলাস সুসৌরভানি।
সম্প্রাপ্য জালবিবরেষু জুঘূর্ন্নুরেব
প্রেষ্ঠালয়ঃ প্রতিপদং প্রমদোর্ম্মিপুঞ্জৈঃ ॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদবিরচিত-
শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকায়াং চতুর্থং কুতূহলং সম্পূর্ণম্ ॥৪॥

নীকে এবং শুদ্ধহৃদয় পিতা তনয়াকে কি আলিঙ্গন করে না? তোমাদের আপাদমস্তক তীব্র অনঙ্গভাবে জর্জ্জরিত কি না, তাই জগৎকে আত্মবৎই দেখিয়া থাক ॥৫৩॥

এই কথা বলিয়াই অতিক্রোধভরেই যেন কুন্দলতা বহির্ভবনে চলিয়া গেলেন—তখন তাঁহার প্রসন্নতা-বিধান জন্য সখীগণ ও বাহিরে গেলেন সেইস্থানে কেবল কুসুমধনুঃ কামদেবই যুগল শ্রীরাধাকৃষ্ণের রক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৫৪॥

সেইকালে বহিঃস্থিত প্রিয়সখীগণ শ্রীরাধিকার ভ্রূভঙ্গ বলিত কুটিল বদন কমলের মধুপানে প্রমত্ত মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসাদির সুন্দর সৌরভরাজি প্রাপ্ত হইয়া গবাক্ষের জালরন্ধ্রে নয়ন প্রদান করিয়া পরমানন্দে পয়োনিধির তরঙ্গরাজিতে ভাসিতে ভাসিতে প্রতিপদে বিঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন ॥৫৫॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বিরচিত শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা সমাপ্তা ॥

—ঃ নবপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ—

১। শ্রীশ্রীহংসদূত, টীকা, অন্বয় অনুবাদ।

২। শ্রীশ্রীপদাঙ্কদূত, টীকা, অন্বয়, অনুবাদ।

৩। শ্রীশ্রীলঘুভাগবতামৃত, (সানুবাদ টীকাদ্বয়োপেত)।

৪। সচিত্র শ্রীবৃন্দাবনমাহাত্ম্য (হিন্দী, বাংলা)।

৫। শ্রীশ্রীস্তবামৃত লহরী, টীকা, অনুবাদ।

৬। শ্রীশ্রীমুক্তাচরিত্র, টীকা, অনুবাদ।

৭। শ্রীশ্রীপ্রেমসম্পুট, টীকা, অনুবাদ।

৮। শ্রীশ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা, ৯। শ্রীশ্রীস্তোত্ররত্নাবলী।

১০। শ্রীশ্রীকর্ণানন্দ, ১১। শ্রীশ্রীভজনগীতি।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীহরিভক্তদাস শাস্ত্রী
কিন্নুবাবুকুঞ্জ, বাগ্‌বুন্দেলা
বৃন্দাবন, মথুরা (উঃ প্রঃ)

২। মহান্ত শ্রীপীতাম্বর দাসজী
হরিবোল কুটীর, মদনমোহন ঘেরা
বৃন্দাবন, মথুরা

৩। শ্রীরূপসনাতন গৌড়ীয়মঠ
সেবাকুঞ্জ, বৃন্দাবন, মথুরা।

৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলি-৬।

শ্রীভক্তিগ্রন্থের প্রচারক ও প্রকাশক

শ্রীনিতাই গোপাল চন্দ

[illegible], মেদিনীপুর।